শ্রীগৌরহরির পঞ্চশত-বর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাব তিথি-কৃত্য আলোচনা

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট ও প্রচারিত শুদ্ধ রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সকল অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে, তদনুগ শুদ্ধ ও কৃতী আচার্য্য-বর্গের অনুমোদিত, বিচারিত ও প্রকাশিত সিদ্ধান্ত-সমন্বিত তথ্য-সকল প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরূপানুগ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কৃপাকণা-সঞ্জীবিত **ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ**-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তিথি

১০ই ভাদ্র সন ১৩৯৬ সাল, ইং ২৭শে আগষ্ট ১৯৮৬।

আনুকূল্য—৸৹ মাত্র

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, ঈশোদ্যান ; পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া হইতে প্রকাশিত এবং অপর্ণা সাহা কর্ত্তৃক পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চরস্বরূপগঞ্জ, জেলা নদীয়া হইতে মুদ্রিত।

বিষয়-বিবরণী।

13

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীগৌরহরির পঞ্চশতবর্ষ-পূর্ত্তি-কৃত্য-আলোচনা

কলিযুগাবতারী, মহাবদান্য-শিরোমণি, অমন্দোদয়-দয়াবারিধি, স্বয়ং-ভগবান্, সর্ব্বাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ভারতের মহাভাগ্যে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীগৃহে আবির্ভূত হইয়া অনর্পিতচর উন্নত-উজ্জ্বল-রসাস্বাদন ও বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই অমূল্য মহারত্ন যাহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী আদি ও ভোগী অনুপযুক্ত লোক তাহার অপব্যবহার করিয়া তদুপরি কলঙ্ক আরোপিত করিয়া দূষিত করিতে না পারে, তজ্জন্য তাঁহার অপ্রকট-লীলার পর তদীয় নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবত পার্ষদবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া নানা অমূল্য অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত-সমন্বিত গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিয়া, নিজে আচরণপূর্ব্বক ও কীর্ত্তনাদি-দ্বারা তাহার মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যতিরেকভাবে শ্রীমায়াদেবী প্রভুর সেই অমূল্য নিধি যাহাতে অনুপযুক্ত ভোগী কামুকগণ তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাদি সম্ভার দ্বারা পুষ্ট ও বঞ্চিত করিয়া নানা অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া পাণ্ডিত্যাদির আচরণ দ্বারা তাহাদিগকে পুষ্ট

করিয়া প্রভুর সেবা করিয়া আসিতেছেন। যখন উক্ত বঞ্চনা-কার্য্যে রত অপসম্প্রদায়ীগণ মায়াদত্ত কনকক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-পাণ্ডিত্যাদির মদে উন্মত্ত হইয়া শুদ্ধ অনুগত সাধুগণের প্রতি বিদ্বেষ ও অত্যাচার করিতে থাকে, তখনই আবার ভগবান্ নিজ-শক্তি সঞ্চারে শুদ্ধ পার্ষদবৃন্দকে পাঠাইয়া সেই দুর্বৃত্ত অপসম্প্রদায়ীর দোষগুলি প্রকাশ করিয়া তাহাদের দমন, সাধুগণের পরিত্রাণ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বহু প্রকারের অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে এবং তৎসহ উক্ত অন্বয় সেবার জন্য নিত্যসিদ্ধ গৌরকৃষ্ণ-পার্ষদগণ নিজ নিজ লেখনি, আচরণ ও প্রচারাদি দ্বারা সংশোধন ও সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সুষ্ঠু আনুগত্যময়ী আচার প্রচারাদি দ্বারা তাহাদের সুষ্ঠু-সেবা করা এবং ভগবদ্বিদ্বেষী অপসম্প্রদায়ীর দুষ্ট-কার্য্যের তীব্র প্রতি-বাদ ও সংশোধন করাই এই পঞ্চশত-বার্ষিক প্রধান ও প্রথম-কৃত্য। গৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর ছয় গোস্বামী, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীল কবিরাজগোস্বামী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভৃতি যে বিপুল-ভাবে নানা লেখনীর, আচরণে ও প্রচারাদি-দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে সামান্য আলোচনার যত্ন করা যাইতেছে।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং

প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।” এই শ্লোকের বিচার গ্রহণ করিলে বদ্ধজীবের পুরুষোত্তম-বিচারবঞ্চিত হইয়া উপনিষদ্‌বিচারে—হরিকথা হইতে দূরে থাকিতে হয় না। আত্মাকে বদ্ধজীবের কল্পনা-প্রসূত অনাত্মজ্ঞান করিয়া কল্পিত মুক্তিতে ঈশ্বর-সাযুজ্য বা ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের জন্য যত্ন করিতে হয় না। অজের জন্ম মথুরা-ভূমিতে কিরূপে হয় এবং মথুরা মণ্ডলে নিত্য পূর্ণতম প্রাকট্য ও অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্বের পারমার্থিক বিচার হইতে বঞ্চিত হইয়া জীব কিরূপে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির আবরণে নিজ-শুদ্ধ-চেতন-ধর্ম্মের অপব্যবহার-পূর্ব্বক অপরাধ সাগরের অতল জলধিগর্ভে পতিত হইয়া নিত্য-আত্মমঙ্গল ধ্বংস করে। তাহা জানাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব মহাবদান্য হইয়া স্বীয় করুণা বিতারী-লীলার অপ্রচারিতপূর্ব্ব সভক্তিশ্রীক উজ্জ্বলরসের প্রাকট্য-বিধান-পূর্ব্বক অন্যান্যরসের তারতম্য-বিচারের ক্ষীণপ্রভার কথা প্রচার করিয়া স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার তিনি পঞ্চরসের অবস্থানে স্বীয় অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিত্বের ব্যাঘাতও প্রদর্শন করেন নাই। কৃষ্ণপ্রসাদলাভের-দ্বারাই জীবের সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হয়। যে যে-রসেই অবস্থিত থাকুন না কেন ‘তত্তদ্‌রসের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রাকট্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই নিহিত’—এই পরম প্রয়োজনের কথাই ‘পরমার্থ’ বলিয়া সৌভাগ্যবন্তের সুগম, সহজ ও সুপ্রাপ্য করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র প্রভুবর শ্রীরূপপাদ—"অনর্পিতচরী চিরাৎ করুণাবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥" শ্লোকটি গাহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-সেবানুসরণকারিগণই এই বৈশিষ্ট্য সহজেই গ্রহণ করিবেন, কিন্তু অনুকরণকারিগণ উহা সহজে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইয়া ভোগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথের মিথুনীভূত বা আলিঙ্গিত স্বরূপই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার ন্যায় হীনার্থাধিকসাধক, বাঞ্ছাতীত-ফলপ্রদ, দয়ালুশিরোমণিও আর দ্বিতীয় নাই। সেই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য, রসরাজ ও মহাভাব উভয়স্বরূপে যাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই "গৌড়ীয়"। অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যসীমা শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনের শ্রীচরণকমলমধু; শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবদন-কমল মধু; শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের শ্রীবক্ষঃকমল-মধুপানে নিত্য-প্রমত্ত রসিকগণের সেবানুরাগের প্রতি যাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই "গৌড়ীয়"। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর—গৌড়ীয়নাথ এবং তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ শ্রীশ্রীস্বরূপ-দামোদরগোস্বামি প্রভুপাদ—গৌড়ীয়ার মূল মহাজন। তাঁহারই অভিন্ন-হৃদয়-বান্ধব—শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি ছয়

গোস্বামী। ইঁহাদের ধারায় যাঁহাদের আবির্ভাব, তাঁহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত, দীক্ষিত ও অনুশাসনগর্ভে অনুশাসিত এবং একান্তভাবে অবস্থিত, তাঁহারাও "গৌড়ীয়"। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ এই গৌড়ীয়গণের যে অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদান করিয়াছেন, তাহা "গৌড়ীয়"-বৈশিষ্ট্য-সপ্তকে" প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—(১) শাস্ত্র, (২) মন্ত্র, (৩) ঋষি বা উপাসক, (৪) উপাস্য বা সম্বন্ধ, (৫) সাধন বা উপকরণ (অভিধেয়,) (৬) সাধ্য বা প্রয়োজন ও (৭) আধার বা ধাম। সমস্ত পরতত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথের সহিত অভিন্ন ও অংশিতত্ত্ব।

১। শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন আকর-শাস্ত্র। অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার অংশ, সোপান বা বিকৃত প্রতিফলন অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াও অল্পশক্তির আকর বস্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কৃত গ্রন্থ, সর্ব্বমহদ্‌গণের আরাধ্য, শ্রীকৃষ্ণের-নিজকৃত বলিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত নাম হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত—শব্দ-পরব্রহ্মময়ী, সর্ব্বশ্রুতির শিরোভাগ-সার, বাদরায়ণ-সূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য-স্বরূপ, অখণ্ড সাহিত্য-মুকুটমণি অপ্রাকৃত মহাকাব্য। শ্রীধর-স্বামিপাদ 'অপ্রাকৃত কল্পতরুরূপে' বর্ণন করিয়াছেন। ইহার অঙ্কুর—প্রণব, আবির্ভাবক্ষেত্র—সৎ অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্ম এবং শ্রীব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-শুক-সূতগোস্বামিপ্রমুখ সাধুগণের হৃদয় কমল। ইহার দ্বাদশটি স্কন্ধ, অষ্টাদশ-সহস্র-

শ্লোকাত্মক পত্র, ৩৩৫টি অধ্যায় (শাখা)। ভক্তিরূপ আলবালের দ্বারা ইহার বৃদ্ধি এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীভগবৎস্বরূপ এই কল্পতরুই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ইহার মালী। সমস্ত শাস্ত্রের মস্তকোপরি শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরু বিরাজমান আছেন।

২। মন্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতোপদিষ্ট শ্রীগৌড়ীয়-গুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগল নামাত্মক মহামন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ। সেই মন্ত্রের দেবতা রসিকশেখর-উজ্জ্বলনীলমণি শ্রীগোপীজনবল্লভ।

৩। ঋষি। শ্রীগান্ধর্ব্বা। তাঁহার মধ্যে সমস্ত উপাসক-তত্ত্ব নিহিত, তাঁহারই বৃত্তি—ভক্তি। তাঁহার কৃপাব্যতীত কাহারও শুদ্ধামধুরোজ্জ্বলরসাত্মক ভক্তিপ্রাপ্তি হইতেই পারে না। তিনিই সমস্ত গুরুবর্গের ও ভক্তিসমুদ্রের মূল স্বরূপা।

৪। উপাস্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের কথা জ্ঞাপন করিয়া নবমপদার্থ—মুক্তি, তাহারই আশ্রয়-স্বরূপ দশম পদার্থ—শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহাতে ভগবত্তার পর্য্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য সমন্ধিতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। আবার অসংখ্য সেবিকাযুথযুক্ত শ্রীগোকুলনাথ শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পরতম প্রকাশ-পরকাষ্ঠা এবং শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর।

৫। সাধন বা উপকরণ। কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

অভিধেয় —গৌড়ীয়গণের রাগময়ী স্বরূপসিদ্ধাভক্তির অন্তর্গতই অন্যান্য সমস্ত সাধন। ভক্তির অনুগত হইলেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির কিঞ্চিৎ ফল লাভ হয়—"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।" এই সিদ্ধান্তটি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রচুরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'ধীমহি'-শব্দে উপক্রম ও উপসংহারে আবেশের কথা উক্ত হইয়াছে। এমন কি, যদি প্রতিকূলভাবেও আবেশ হয়, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই প্রতিকূল ভাবরূপ হেয়তা দগ্ধ হইয়া যায় এবং 'পার্ষদ-গতি' লাভ হয়। সুতরাং অভিধেয়-বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য অভিধেয়ই অর্থাৎ প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায়টিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সার্ব্বভৌম। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠঃ ১।২।২৩ ও মুণ্ডক ৩।২।৩) এই শ্রুতিমন্ত্রে জানা যায়, পরতত্ত্ব নিজ-জন বলিয়া যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই তিনি প্রাপ্ত হন।

পরতত্ত্বের এই যে কাহাকেও নিজজন বলিয়া বরণ, ইহারই নাম—আত্মসাৎকরণ। আবেশধর্ম্ম ব্যতীত আত্মসাৎকৃত হওয়া যায় না। সুতরাং যাঁহার আবেশ নাই, তিনি 'গৌড়ীয়' নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই আবেশের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীগীতায় শরণাগতিই শেষ কথা। শ্রীমদ্ভাগবত শরণাগতি হইতে ভক্তিসাধকের গতি আরম্ভ করিবার কথা বলিয়াছেন। শ্রীগীতাতে ভক্তির পরাঙ্গ সাধু-সঙ্গের কথা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয় নাই। শ্রীগীতায় কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যাঙ্গের কথা থাকিলেও নিরন্তর আবেশময়ী

অনুগতির কথা নাই। শ্রীগীতায় যাহা সর্ব্বগুহ্যতম রাজ-গুহ্যযোগ, তাহারও পরাকাষ্ঠা—আবেশময়ী রাগানুগাভক্তিতে প্রকটিত। মহৎসঙ্গের কথা—শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। কেবল-ভাব, যাহার দ্বারা—শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ, গোপী-নাথকে তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র মহৎসঙ্গের দ্বারাই লভ্য। আবেশধর্ম্ম ব্যতীত গৌড়ীয়ার প্রাণসর্বস্ব—শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগোপীজনবল্লভকে পাওয়া যাইবে না। সেই গোপীজনবল্লভকে পাইবার আশা যিনি পাইয়াছেন, তিনিই 'গৌড়ীয়'। বৈধীভক্তিতে গৌড়ীয় তিন ঠাকুরকে পাওয়া যায় না।—শ্রীকাশীমিশ্রেশ্বর শ্রীগৌরনারায়ণকে পাওয়া গেলেও গৌড়ীয় মহৎসঙ্গে আবেশধর্ম্ম ব্যতীত শ্রীস্বরূপ-সর্ব্বস্ব, শ্রীরামানন্দ-পোষণ, শ্রীগদাধর-মাদন, শ্রীরূপানন্দ-বর্দ্ধন, শ্রীসনাতন-পালন, শ্রীহরিদাস মোদন, শ্রীরঘুনাথ-প্রাণ-নাথ, রসরাজ-মহাভাবমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরকে পাওয়া যাইবে না। শ্রীহরিদাস ঠাকুর—বর্ষানেশ্বর শ্রীব্রহ্মার অবতার —শ্রীনামাচার্য্য। তাঁহার কৃপায় বর্ষাণে গোপীগৃহে জন্মলাভ হয়, অনুরাগময় ভজন হইতে পারে। নিখিল উপাদানকরণ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় ভাগবতী তনু বা গোপীদেহ লাভ হয়। শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের সঙ্গ ও কৃষ্ণাবলে শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণীর ভাবের নিরন্তর সুখানুসন্ধান স্মৃতির অভিনিবেশ লাভ করিতে পারিলেই শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের সাধনলাভ হয়।

৬। সাধ্য বা প্রয়োজন। পরমপ্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যে সমস্ত পুরুষার্থ বা প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপদকমল-মধুদ্বারা, শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর বদন-কমল-মধু দ্বারা ও শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ মিলিততনু শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীবক্ষকমল-মধু দ্বারা যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই রূপানুগ গৌড়ীয়ই সাধ্য পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্'—স্বরূপানন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রেমপরাকাষ্ঠা শক্ত্যানন্দ শ্রীগান্ধর্ব্বার প্রেমপরাকাষ্ঠা-আস্বাদন। তাঁহার কৃপায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দর্শন, স্পর্শন, অবতরণ, সন্তরণ, নিমজ্জন, অবগাহন ও রত্ন-আহরণ পর্য্যন্ত লাভ ঘটে।

৭। ধাম বা আধার। শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়গণের শ্রীগোকুল, বৃন্দাবন—নিখিল ধামের শিরোমণি। শ্রীবৃন্দাবনের ঔদার্য্য-ময় আবির্ভাব-বিশেষ—শ্রীনবদ্বীপধাম। শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ উপদেশামৃতে—"পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ, অন্যধাম অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐশ্বর্য্যময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-নিবন্ধন শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠ। মথুরা-মণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসব-নিবন্ধন শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপানি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমন-স্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন-নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন-নিবন্ধন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা না

করিবেন ? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গ-দেহে নিরন্তর বাস করত পূর্ব্বোক্ত ভজন প্রণালী অবলম্বন করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতমভাব শ্রীরাধাকুণ্ড সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠা-সেবারূপে উপদেশ দিয়াছেন। ইহা শ্রীনিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌর-ভক্তিহীন মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য। শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে —"বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়রসপীযুষ-জলধেশচীসূ:ন্বা দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো। মিথঃ প্রেমোদ্যদ্‌র্ন্দরসিকমিথুনা ক্রীড়মনিশং তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে।। (নবদ্বীপশতক); অর্থাৎ— বিশুদ্ধাদ্বৈত অর্থাৎ (শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূর্ব্ব সম্মিলন (বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত) তাহাই এবার একমাত্র মূর্ত্তবিগ্রহ রূপে প্রণয়রসামৃতসিন্ধু শ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তাঁহারই দ্বীপে (শ্রীনবদ্বীপ ধামে) শ্রীবৃন্দাবন প্রকৃষ্টরূপে উদয়লাভ করিলেন। সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম—পরস্পর-প্রেমবশে নিরন্তর প্রমত্ত (পরাশক্তি ও শক্তিমদ্‌বিগ্রহ) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লীলাসম্ভোগের ক্রীড়োদ্যান! উহা (তদভিন্ন-স্বরূপ) শ্রীনবদ্বীপেই নিরন্তর অধিষ্ঠিত থাকিলেও এবার তিনি অপূর্ব্ব-মধুর ধামে প্রবিষ্ট (মিলিত) হইলেন। উক্তধামে বা আধারে প্রবেশ লাভই সর্ব্বারাধ্য পরাকাষ্ঠা।

'প্রেম'-নামক পরম পুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর

হইয়াছিল ? কেই বা পরম-চমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে জানিত ? কাহারই বা শ্রীবৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরীর-কদম্বে প্রবেশ ছিল ? কেই বা শ্রীনামের-অসমোর্দ্ধ মহিমা জানিত ? এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত প্রকট করিয়াছেন।”

অদ্ভুত বদান্য-শ্রীচৈতন্য-লীলারূপ-অক্ষয়ামৃত-সরোবর হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতসারের শত শত ধারা সকলদিকে প্রবাহিত হইতেছে। প্রপঞ্চের ভাবনা-পথ অতিক্রম করিয়া যাঁহারা বহু উর্দ্ধে অবস্থিত এবং লীলা-সরোবর হইতে রসাকর্ষণ ফলে বর্ষণশীল শস্যপ্রাণ মেঘরূপে প্রকাশিত, সেই সাধু-মহদ্গণ বিশ্বোদ্যানে অনুক্ষণ লীলামৃত-রস বর্ষণ করিতেছেন। তাহাতেই এই প্রপঞ্চে ভক্তগণের আস্বাদ্য প্রেমামৃত-ফল ফলিতেছে। ভক্তাস্বাদিত রসময় ফলের অবশেষ ভক্তকৃপায় পৃথিবীর ভক্তিসাধক-সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন।

শ্রীগৌর-লীলা ঘন দুগ্ধপুর-সদৃশ, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা পরমসুবাসিত কর্পূররূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া উভয়লীলার অবিচ্ছেদ্য সমাবেশ পরমাস্বাদনীয়তা ও পরম-চমৎকারিতা, প্রকট করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—‘গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে, সেজন ভকতি অধিকারী। গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ ৷৷” পরস্পর অচ্ছেদ্য, অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলার মধ্যে ভেদবুদ্ধিরূপ

কুতর্ক উপস্থিত হইলে, শুদ্ধভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইতে হইবে।

যিনি নন্দনন্দন, তিনিই ভক্তরূপে শ্রীগৌরচন্দ্র, যিনি বৃন্দাবনে হলধর, তিনিই ভক্তস্বরূপে নিত্যানন্দ, যিনি শ্রীসদাশিব (নন্দীশ্বর), তিনিই ভক্তাবতাররূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিবাস প্রভৃতি যত ভক্ত, তাঁহারা ভক্তরূপ এবং দ্বিজাগ্রগণ্য শ্রীগদাধর পণ্ডিত ভক্তশক্তিরূপ। শ্রীবিশ্বম্ভর, শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত ও শ্রীঅদ্বৈত এই তিনজন ভগবদ্বিগ্রহ প্রভু-নামে বিখ্যাত। এই তিনজনের মধ্যে এক দয়াসাগর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়া বিদিত। আর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত এই দুই মহাশয় প্রভু নামে অভিহিত। শ্রীরূপাদি —"ইহাদের পার্ষদবর্গ মহান্ত বলিয়া বিখ্যাত, শ্রীনিত্যানন্দের গণ সকল গোপবেশী গোপাল, ইহাদের সহিত সম্পর্কবশতঃ কতিপয় উপ-গোপাল-নামে কথিত হইয়াছেন।"

শ্রীমন্নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরের সম্মুখে যাঁহারা নিত্যবিলাস করেন, তাঁহারাই মহত্তম বৈষ্ণব। নীলাচলে বিখ্যাত বৈষ্ণবগণ মহত্তর এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণগমন সময়ে যে সকল মহাত্মার সহিত তাঁহার সঙ্গলাভ হইয়াছিল, তাঁহারা মহান্ত নামে বিখ্যাত, অন্যান্য ব্যক্তিরা স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে মহান্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। গৌরতত্ত্ব নিরূপণে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী কহিয়াছেন, পঞ্চতত্ত্বের সম্পর্ক-বশতঃ যে যে মহাত্মা মহত্তর বলিয়া কথিত হইয়াছেন তাঁহারাই বিখ্যাত গোপাল ও মহান্ত, স্থানানুসারে তাহাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টজ্ঞাতা ও লীলা-লেখক পরমহংসলীলাভিনয়কারী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানের মহামাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনে লিখিয়াছেন,—"কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥ কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র 'প্রেম' ত' প্রবল॥" অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর। কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥ অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥ আত্মসুখ-দুঃখে-গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥ কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥ চৈঃ চঃ আঃ ১৪!

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সেই শুদ্ধ গোপীর প্রেম আস্বাদন ও প্রদান করিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মায়াবদ্ধ জগতের অসংখ্য জীব প্রায় শতকরা শতাংশই কামুক; এবং প্রেমের ও ভগবদ্বিরোধী। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা, শিক্ষা, দীক্ষা, আচরণ, ভজন, পুজন, ধর্ম্ম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, কর্ম্ম, তপস্যা প্রীতি-আদি যত প্রকার প্রচেষ্টা ও সাধন সকলেরই মূলে আত্মেন্দ্রিয়-বাঞ্ছামূলা প্রীতিকামময়। সকলই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের সহিত বিরোধ, কলঙ্ক ও দূষিত করিবার চেষ্টা। ইহাই অপ-সম্প্রদায় নামে কথিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদীয় ভক্তগণের আনু-গত্যের দোহাই দিয়া অন্তরে নানাবিধ প্রকারে বঞ্চনা ও কপট-

ব্যবহার দ্বারা আত্ম-পর বঞ্চনা করাই তাহাদের আচরণ। বহিরঙ্গা মায়াদেবী সেই সকল কপট, ভণ্ড, আত্ম-পর-বঞ্চক ধর্ম্মধ্বজীগণের দ্বারা নিজ আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি-পরিচালনা-দ্বারা বিমুখমোহন-কার্য্যের সিদ্ধি ও সাধন করিতে মায়িক কনক,কামিনীও প্রতিষ্ঠাদি বিপুলভাবে সরবরাহ করিয়া থাকেন। অজ্ঞ, হতভাগা, বিমুখ, অপরাধী, পাপী, দুর্গত ও মূর্খ জীবগণ মায়ার বিমুখমোহন-কার্য্যের সহায়তাই ভগবৎ-কৃপা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া সেই সকল আত্ম-পর-বঞ্চক, ধূর্ত্ত, ভণ্ড, ধর্ম্মধ্বজী, কপট, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ পতিত অপরাধীগণের ধূর্ত্ততা ভাগ্যদোষে ও অসৎসঙ্গে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে ও ধরিতে পারিতেছে না। তাহাদিগকে নায়ক, গুরু, সাধু, মহাজন ও আচার্য্য বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া সদল-বলে নরকগমণে উন্মত্তের ন্যায় গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। বর্ত্তমানে সেই প্রবাহ মহামারীর ন্যায় সর্ব্বজগৎকে মহাবন্যা-প্লাবনের ন্যায় দ্রুতগতিতে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

"শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তা'র 'স্বরূপ'-লক্ষণ। 'তটস্থ'-লক্ষণে—উপজয় প্রেমধন॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২)।

সেই তটস্থ লক্ষণই—নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধান স্পৃহার আবেশ" ভঃ সঃ সেই বৃত্তি কেবলমাত্র হ্লাদিনীর মহাশক্তির আবেশ ব্যতীত কোথাও কোন প্রকারে লভ্য নহে। শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী নিজে, তাঁহার ভাবকান্তিধারী মহাপ্রভু, তাঁহাদের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত মহাভাগবত ব্যতীত অন্য কোথাও লভ্য

নহে। সেই বৃত্তি, স্পৃহা-ইচ্ছা, রূপা মহাশক্তির বিতরণই শ্রীচৈতন্যদেবের 'অর্পিত মহাবদান্যতা' তাহা ভাবরূপে, বাণীরূপে, তদনুগ সেই মহাশক্তিসমন্বিত বৃত্তি, স্পৃহা, ইচ্ছাদির, প্রকটিত ও প্রকাশিত হইতে নিত্যকাল অবস্থিত।

তাহার যোগ ও তদ্বিরুদ্ধ ভাবাদির অযোগ-করণাদিই তদীয় শক্তি, বাণী, লেখনী, আচরণ, তদীয় শরণাগতের প্রবল উৎকণ্ঠাদিতে প্রকাশ সম্ভব। ইহার বিরোধ চেষ্টা প্রথমেই দমন করিয়া তীব্রভাবে ব্যাকুল হইয়া কৃপা প্রার্থনা-মূলে। রূপানুগ-সাধুগণের শরণাগত স্নিগ্ধ সরল নিষ্কপট আশ্রিত জনগণের চেতনক্ষেত্রে প্রকাশ সম্ভাবনা।

বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের আশ্রিত ও আচার্য্যাভিমানীগণের মধ্যে যে গৌর-বিরোধ চেষ্টা, তাহার প্রতিকার হওয়াই এই পঞ্চশত বার্ষিকী শ্রীচৈতন্যদাসগণের একমাত্র কৃত্য।

শিক্ষাষ্টকে শ্রীমন্মহাপ্রভু—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" এই শ্লোকে নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি-জন্য কামুক ব্যক্তির ধন জন ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ বিরোধ-চেষ্টা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামিপ্রভু মনঃশিক্ষা ৪র্থ শ্লোকে—"অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ কথা মুক্তিব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ। অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥৪॥ অর্থাৎ

হে মনঃ! মতিসর্ব্বস্বহরণী অসদ্বার্ত্তারূপা বেশ্যা ও সর্ব্বাত্মগিলনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা নিশ্চয়রূপে পরিত্যাগ কর। আরও বলি, পরব্যোমগতি-দায়িনীরূপা লক্ষ্মীপতির সম্বন্ধে রতি ত্যাগপূর্ব্বক স্বরতিদ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ব্রজে ভজনা কর।

বেশ্যা যেমন লম্পট ব্যক্তির অর্থ, সর্ব্বস্ব হরণ করে; অসদ্বার্ত্তাও তদ্রূপ মতিসর্ব্বস্ব হরণ করে। পরমার্থলাভে মতিই জীবের একমাত্র ধন। তাহাই ভজনশীল পুরুষের সর্ব্বস্ব। অসদ্বার্ত্তাই কেবল তাহা হরণ করে। অনিত্যবস্তুর আলোচনা ও সম্বন্ধ সমস্তই অসৎ। ক্ষুদ্রার্থপ্রদ শাস্ত্র-আলোচনা, অর্থ-পিপাসা, স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গি-জনসঙ্গ ইত্যাদি অসদ্বিষয়। তদ্বিষয়ে সাভিলাষ অনুশীলনের নাম 'বার্ত্তা'।

কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, 'অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান, সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী। শ্রীকৃষ্ণ বিষয় মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি, সেই বেশ্যা মতি লয় হরি॥" শুন, মন, বলি হে তোমায়। 'মুক্তি'-নামে শার্দ্দূলিনী, তা'র কথা যদি শুনি, সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায়॥ তদ্ভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর, লক্ষ্মী-পতি-রতি রাখ দূরে। সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে', নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে॥ ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি, তাই তুমি ভজ চিরদিন। রূপ-রঘুনাথ পায়, সেই রতি-প্রার্থনায়, এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন॥

মনঃশিক্ষা—৫ম শ্লোক অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালি-ভিরিহ প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ। গলে বদ্ধা হন্যেহহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে কুরু ত্বং ফুৎকারনবতি স যথা

ত্বাং মন ইতঃ ॥৫॥ "হে মন! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই ছয়টি স্পষ্ট বাটপাড় সমূহ; ইহারা জীবন-পথের দস্যুরূপে বাতিকর;—পরস্পর মিলিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করে। ভক্তিশূন্য বৈরাগ্যযোগে—শব্দাদি বিষয়কে সুখহেতু-বোধে পুনঃপুনঃ চিন্তাকারী সকলের তাহাতে আসক্তি হয়, সঙ্গহেতু তাহাতে কাম-তৃষ্ণা জন্মে, কামে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ, তাহা হইতে সম্মোহ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপ), তাহা হইতে আত্মজ্ঞানার্থক অধ্যবসায়ের বুদ্ধি নাশ। বুদ্ধিনাশে বিনাশ অর্থাৎ পুনরায় বিষয় ভোগে নিমগ্ন হয়।

উক্ত কামাদি বাটপাড়গণ অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট পাশ-শ্রেণী দ্বারা গলদেশ বদ্ধ করে, এই সকল কামাদি অতিশয়-দুর্নিবার—যখন ঘেরিয়া জোর করে, তখন মূর্ত্তিমান কপটতারূপ-অসুরনাশকারী শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্ম অর্থাৎ 'প্রেমা-নুশীলনরূপ-পথের' রক্ষক বৈষ্ণবগণ—প্রহ্লাদ, নারদ, পরাশর, পুণ্ডরীক, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দাল্ভ্য, রুক্মাঙ্গদ, উদ্ধব, বিভীষণ এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি পবিত্র পরম ভাগবতদিগকে কাতরস্বরে ফুৎকার করিয়া ডাকিলে তাঁহারা তোমাকে এরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা করিবেনই। হৃদয়ের শত্রু ও দোষ যোগযাগাদি-দ্বারা বিনষ্ট হয় না, কিন্তু দম্ভহীন বৈষ্ণবের সঙ্গ-ক্রমে শক্তি সঞ্চার হইলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়।

শ্রীসর্ব্বজ্ঞবাক্যে জানা যায়—"ত্বদ্ভক্তঃ সরিতাং পতিঃ চুলুকবৎ খদ্যোতবদ্ভাস্করং মেরুং পশ্যন্তি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং

ভূমেঃ পতিং ভৃত্যবৎ। চিন্তারত্নচয়ং শিলাশকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ।।" অর্থাৎ—"হে ভগবান্! তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গণ্ডূষের ন্যায়, সূর্য্যকে খদ্যোতের ন্যায়, সুমেরুকে লোষ্ট্রের ন্যায়, ধরণীনাথ নরপালকে ভৃত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, কল্পতরুকে কাষ্ঠের ন্যায়, সংসারকে তৃণরাশির ন্যায়, অন্য আর কি বলিব, নিজ-দেহকেও ভারের ন্যায় অবলোকন করেন। বৈষ্ণবগণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর সকল বিষয়কেই ঘৃণা ও ক্ষুদ্র বোধ করেন, তাঁহারা কখনও তাহাতে বিন্দুমাত্রও আসক্ত হন না বা তাহাদের দ্বারা অভিভূত হন না, তাঁহাদের সঙ্গ হইলে নিশ্চয়রূপে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীব মহাবল লাভ করিয়া নির্ভয়ে কৃষ্ণভজন করিতে পারেন। "কাম ক্রোধ সাধকেরে, কেবা কি করিতে পারে, যদি হয় সাধুজনের সঙ্গ।" রিপু ষট্‌ককে তাঁহারা সেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। "কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পনে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা। মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদঃ কৃষ্ণ-গুণ-গানে, নিযুক্ত করিবে যথা তথা॥ রিপু করি পরাজয়, আনন্দ করি হৃদয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥" কিন্তু মাৎসর্য্য-দ্বারা ভগবৎ সেবা হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ যখন একত্র মিলিত হইয়া অধিক প্রবল হয় তাহাই মাৎসর্য্য।

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তি সুখ স্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥ চৈঃচঃমঃ ১৯।১৭৬)। ভোগ ও মোক্ষবাসনারূপ ভুক্তি ও মুক্তিস্পৃহা,—এই দুইটী

পিশাচী ; যে পর্য্যন্ত কাহারও হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে চতুঃ-ষষ্ঠি ভক্তির যতই অনুশীলন করুন না কেন ঐ প্রকার বিদ্ধ-ভজনকারীর হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

ষষ্ঠ শ্লোকঃ—"অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ কপট-কুটিনাটী-ভর-খর-ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্। সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদ-প্রেমবিলসৎ-সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়॥"

অর্থাৎ—"হে চেতঃ! তুমি সাধনের পথ অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট (উদীয়মান) কপট-কুটিনাটী ভর-(আধিক্য)-রূপ খর হইতে ক্ষরিত মূত্রে স্নান করত আপনাকে পবিত্র মনে করিতেছ ; কিন্তু তদ্দ্বারা তুমি আপনাকে দহন করিতেছ এবং ঐ সঙ্গে ক্ষুদ্র জীব যে আমি, আমাকেও দহন করিতেছ। তাহা না করিয়া কেবল গান্ধর্ব্বা-গিরিধর-পদপ্রেমবিলাসরূপ (প্রেমে বিলাসমান) সুধাসমুদ্রে স্নান করত আপনাকে ও আমাকে নিরন্তর সুখ বিধান কর॥" সাধক ত্রিবিধ—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। স্বনিষ্ঠ সাধকগণ বর্ণাশ্রমবিহিত বিধি-সমূহের পালন ও নিষেধ-সমূহের সম্পূর্ণ পরিহার করত ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। পরিনিষ্ঠিতগণ ভগবৎ-পরি-চর্য্যাদি-ক্রিয়ার অনুগত করিয়া সমস্ত বিধিনিষেধানুসারে-কার্য্য করেন। তদুভয়ই গৃহস্থ।

নিরপেক্ষ সাধকগণ—অগৃহস্থ। নিষ্কপটতা থাকিলে ত্রিবিধ সাধকেরই মঙ্গল। কপটতা থাকিলে সমস্তই ভ্রষ্ট হয়। স্বনিষ্ঠের কপটতা, যথা—ভগবত্তোষণের ছল করিয়া

ইন্দ্রিয়-সুখ সাধন করা ; নিষ্কপট কৃষ্ণদাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল লোকের পরিচর্য্যা করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষা অধিক অর্থ সংগ্রহ করা, নিরর্থক অনিত্য উদ্যমে বৈরনির্যাতনে আগ্রহ করা, বিদ্যাচ্ছলে কুতর্ক শিক্ষা করা এবং কখনও কখনও নিরপেক্ষদিগের লিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা, ইত্যাদি। পরিনিষ্ঠিতের কপটতা যথা,—বাহ্যে পরিনিষ্ঠতা ; কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণেতর বিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের সঙ্গাপেক্ষা অন্য সঙ্গে অধিক যত্ন, ইত্যাদি। নিরপেক্ষের কপটতা, যথা,—আত্মম্ভরিতা, নিজধৃত লিঙ্গের অহঙ্কারে অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্রজ্ঞান, আহারাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ, সাধনচ্ছলে যোষিৎসঙ্গ, কৃষ্ণমন্দির ছাড়িয়া সংসারিলোকের নিকট অর্থাশায় উপবেশন, ভজনচ্ছলে অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য উদ্বেগ লাভ এবং বৈরাগ্যলিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধিপালনাশক্তিতে কৃষ্ণরতি ক্ষয় করা,—এই প্রকার। অতএব, ভজন সম্পর্কে কপট-কুটিনাটী-জনিত কুতর্ক, কুসিদ্ধান্ত ও অনর্থ-সকলকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অনেকে ঐ গর্দ্দভমুত্রে স্নাত হইয়া আপনাকে পবিত্র অভিমান করেন। বস্তুতঃ, ঐ মূত্র আত্মদাহী।

ঐ সপ্তম শ্লোকে ঃ—"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নু মনঃ। সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ॥ অর্থাৎ—হে মন! নির্ল্লজ্জা শ্বপচরমণী

প্রতিষ্ঠাশা আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তখন নির্ম্মল সাধু প্রেম সে হৃদয়কে কেন স্পর্শ করিবে? তুমি প্রভু দয়িত অতুল সামন্তকে সর্ব্বদা সেবা কর। তিনি অতি শীঘ্রই সেই চণ্ডালিনীকে দূর করত নির্ম্মল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইবেন।।

প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিজসম্মাননা, তাহার আশা। অন্য সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। সেই আশা হইতেই সর্ব্বপ্রকার কপটতা উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হয়।

প্রতিষ্ঠাশা—সকল অনর্থের মূল হইয়াও আপনার দোষ স্বীকার করে না, অতএব নির্ল্লজ্জ। যশোরূপ কুক্কুর-মাংস-ভোজন-তৎপর বলিয়া তাহাকে শ্বপচরমণী বলা হইয়াছে। 'স্বনিষ্ঠ'-গণ ধার্ম্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠার আশা করেন। 'পরিনিষ্ঠিত'-গণ— 'আমি বিষ্ণুভক্ত', 'আমি সুষ্ঠু বুঝিয়াছি,' 'অমি অনাসক্ত'—এরূপ যশোঘোষণার প্রত্যাশা করেন। 'নিরপেক্ষ'গণ—আমি নির্ম্মল বৈরাগী, 'আমি শাস্ত্রার্থ উত্তম বুঝিয়াছি,' 'আমি ভক্তিতত্ত্বে সিদ্ধ হইয়াছি'—এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করেন। যে পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত কপটতা যায় না। নিষ্কপট না হইলে সাধু প্রেমার লাভ হয় না।

কর্ম্মীগণের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ :—

(ভাঃ ১১।৩ ৪৩-৪৬)

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয় তাহাও বেদবাদ। বেদ স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী সুরি-

গণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্য প্রকারে বর্ণন করিবার নাম পরোক্ষবাদ। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। অজ্ঞ, অশান্ত, বাল-স্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশেই কর্ম্মবিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন।

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্যসেবা-নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ (ভাঃ ১১।৫।১১) অর্থাৎ—জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও সুরাপান প্রভৃতি সকল প্রাণীরই নিত্য অর্থাৎ তত্তদ্বিষয়ে প্রাণীদিগের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে। শাস্ত্রের যে বিধি দেখা যায়, তাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই। তবে তদ্বিষয়ে "বিবাহ যজ্ঞ ও সুরাগ্রহণাদির" যে ব্যবস্থা হইয়াছে, অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞীয় আমিষের ভক্ষণ এবং যজ্ঞে সুরাপান প্রভৃতি নিয়ম করা হইয়াছে. ঐ সকল নিয়মও জীবের স্বাভাবিকী-প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিবার জন্যই নির্দ্ধারিত জানিতে হইবে।

ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো গৃহেষ্বতিথিবদ্বসন্। ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৪)—"পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণের সহিত সঙ্গম, পান্থশালাস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গম-তুল্য। যেমন নিদ্রাকালে দৃষ্ট স্বপ্ন নিদ্রাবসানে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মমতাস্পদীভূত পুত্রদারাদিও প্রতিদেহে বিনাশপ্রাপ্ত

হয়। অর্থাৎ তাহারাও স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর"। এইরূপ বিবেচনা করিয়া অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিলে মমতা ও অহঙ্কারশূন্য ব্যক্তি গৃহে আবদ্ধ হয়েন না।

ভাঃ ১১।১৭।৫৫-৫৬ শ্লোকে—"ভক্তিমান্ ব্যক্তি গৃহমেধীয় কর্ম্মসমূহ দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করিয়া সপুত্রক গৃহে বাস, বনে বাস বা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন"। "যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও ধনৈষণায় আতুর এবং স্ত্রৈণ ও অলস-মতি, সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়।" ভাঃ ১০।৬০।৫২ শ্লোকে বলিয়াছেন.—"যে সকল কামাত্মা প্রকৃত-দাম্পত্য-সুখ-ভোগার্থ তপস্যা ও কঠোর ব্রতাচরণ দ্বারা মুক্তির অধীশ্বর আমার উপাসনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার মায়ায় মুগ্ধ হয়।" আবার ভাঃ ৪।২২।১০ শ্লোকে—"যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য।"

ভাঃ ৬।৯।৫০ শ্লোকে—"রোগী ইচ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য যেমন তাহাকে কখনও কুপথ্যের ব্যবস্থা প্রদান করেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তিও তেমন স্বয়ং নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ চরম কল্যাণ অবগত হইয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনও প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেন না।" ও ভাঃ ৩।২৩।৫৬ শ্লোকে—"ইহ সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ত্রৈবর্গিত ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণের

বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার সেই বৈরাগ্য যাহার তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা ।।

ভাঃ ১১।২০।৯—শ্লোকে—"যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফল ভোগেবিরক্তি না হয়, অথবা ভক্তিমার্গে ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম-সকলের-অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।" বর্ণাশ্রমরূপ, কর্ম্মযোগের অভয় ফল নাই। শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা কর্ম্মেরই অঙ্গ বিশেষ। যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে; তাহারা অবিধি-পূর্ব্বক ভগবানেরই উপাসনা করিয়া থাকে। অবিধি পূর্ব্বক উপাসনার জন্য শাস্তি ভোগই করিতে হয়। "আলিঙ্গনং বরং .... নানা দেবৈকসেবিনাম॥" "জলের কুম্ভীর ও স্থলের ব্যাঘ্রের হিংস্র জন্তুর সঙ্গ অপেক্ষা নানাদেব পূজকের সঙ্গ অধিক অনিষ্টকারক।" "বরং হুতবহজ্বালা .... বৈশসম্" ॥ (কাত্যায়ণ সংহিতা)।। "প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করাও বরং ভাল, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা বিমুখ জনের সহবাস অধিক বিপজ্জনক।"

জ্ঞান-চর্চ্চা সম্বন্ধে—ভাঃ ১০।১৪।৪, ১০।২।৩২-৩৩ শ্লোকে—"ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের চেষ্টায় ক্লেশমাত্রই হইয়া থাকে।" "শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও ভগবৎ পাদ-পদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়, পুনরায় অধিকতর

হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবানের ভক্তগণ তাঁহাতে সুদৃঢ়-প্রীতিযুক্ত বলিয়া কখনই তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হ'ন না। মুক্তাভিমানিগণের ন্যায় অধঃপতিত হ'ন না। তাঁহারা ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। "জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে'। বস্তুতঃ বুদ্ধিশুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥" অষ্টাঙ্গ-যোগ পন্থা—সভয়; যথা—ভাঃ ১।৬।৩৬—"মুকুন্দসেবা দ্বারা, সদা কাম-লোভাদি-রিপু-বশীভূত অশান্ত মন যেমন সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ-মার্গ অবলম্বন দ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ হয় না।" প্রাণায়ামাদি দ্বারাও মন নিগৃহীত হয় না—ভাঃ ১০।৫১।৬০ "অভক্তগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিলেও তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা আবার বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে।" ভাঃ ১১।২৯।২—"প্রায়ই দেখা যায়—যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।" "ভগবানের ভক্তগণ ভক্তি-দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা ভগবানের সেবা ছাড়িয়া অন্য সাধন চেষ্টায় বৃথা কালক্ষেপন করেন না।"

"অসঙ্কল্লাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং, ভয়ং "তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥ অন্বিক্ষিক্যা

শোকমোহৌ, দম্ভং, মহদুপাসয়া। যোগান্তরায়ান্ মৌনেন-হিংসাং কামাদ্যনীহয়া।। কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা। আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া।। রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ। এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥" (ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫) উক্ত শ্লোকে শ্রীগুরু-সেবারূপ ভক্তির নিকট অন্যান্য চেষ্টা সকল ক্ষীণপ্রভ ও বৃথা—প্রমাণিত হইতেছে। বিজিত হৃষীকবায়ু····· ····· ·····অকৃতকর্ণধারাজনধৌ। ভাঃ ১০।৮৭।৩৩ শ্লোকেও ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াও মনোনিগ্রহ হয় না, বরং অসম্ভবই হইয়া থাকে। শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত সকল চেষ্টাই বিপরীত ফল দিয়া সেই সেই উপায়ই তাহাকে খিন্ন করে। অতএব ইন্দ্রিয় জয় দ্বারা সঙ্গত হয় না।

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে"। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥" (চৈঃ চঃ ২২।২৬)। "তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥" (ভাঃ ১।৮।১৩) অর্থাৎ---"ভগবৎসঙ্গীর সহিত নিমেষকালমাত্র সঙ্গ দ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাঁহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষের কিঞ্চিন্মাত্রও তুলনা হয় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদির কথা অধিক কি বলিব ?

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যাকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা। মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" (ভাঃ ৫।১৮।২২) আচার্য্য—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে

যাঁহার ভগবদিন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-মূলা নিষ্কাম-সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত-গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগরূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলা অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-রত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং শ্রীহরিতে তাহার কেবলা-ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?

যিনি ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা সখী, তিনি শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের যে মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা—"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎ-খাতদংষ্ট্রায়তে। বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভবতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥" (চৈঃ চন্দ্রামৃত ৫)। অর্থাৎ-"যে গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী গৌরভক্তগণের নিকট যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য নরকতুল্য, সকাম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ-জনের বাঞ্ছিত বা লব্ধ-ফল অমরাপুরী আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক, কালসর্প-রূপ দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সকল উৎপাটিত-বিষ-দন্ত অহিকুলের মত, পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পূর্ণসুখময়-ধাম অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবানন্দময় এবং ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীটপদবীবৎ প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে আমরা স্তব করি।

"আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥"

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ২২)। যথা—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শতশত তীর্থ-পরিভ্রমণ, নিখিলবেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্ল্লভ পদ (শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের বা নবদ্বীপের সন্ধান) জানিতে পারেন না।"

"উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটীরধীয়তাং বা শ্রুতি-শাস্ত্রকোটিঃ। চৈতন্যকারুণ্যকটাক্ষভাজাং সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি-রহস্যলাভঃ ॥" (চৈঃ চন্দ্রামৃত ২৫)। যথা---(গৌরপাদ-পদ্ম-অনাশ্রিত) "কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ-গুরুর আশ্রয়-গ্রহণই করুক্ অর্থাৎ তাঁহাদেয় নিকট যত কিছুই না ভগবদ্-ভজন-মার্গ শিক্ষা করুক্, অথবা (আগমনিগমাদি) কোটি-কোটি শ্রুতিশাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক (তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই); কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাকটাক্ষলব্ধব্যক্তি-গণের নিশ্চয়ই সদ্য (সেই) নিগূঢ়-প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন্। কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥" (চৈঃ চন্দ্রামৃত ৩২)। অর্থাৎ—"নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াসক্ত কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণকে ধিক্; উৎকট তপস্বিগণকে ধিক্, অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ধিক্; 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি-বাক্যের উচ্চারণ মাত্র করিয়াই মুক্তাভিমানে প্রফুল্লবদন 'অহং-গ্রহোপাসকগণকেও ধিক্; ইহারা সকলেই ভগবৎ-সম্বন্ধ-

রহিত বিষয়-ভোগে মত্ত। এই সকল নরপশুগণের জন্য কি শোকই বা করিব ? হায়! হায়! তাহাদের মধ্যে কেহই গৌরপাদপদ্মমকরন্দের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হইল না !

"বৃথাবেশং কর্ম্মস্বপনয়ত বার্ত্তামপি মনাক্ ন কর্ণাভ্যার্ণেঽপি ক্বচন নয়তাধ্যাত্মসরণেঃ। ন মোহং দেহাদৌ ভজত পরমাশ্চর্য্যমধুরঃ পুমর্থানাং মৌলিস্মিলতি ভবতাং গৌরকৃপয়া॥" (চৈঃ চন্দ্রামৃত ৮৫)। অর্থাৎ—"নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে বৃথা অভিনিবেশ—দূরে পরিহার কর, আরোহ-বিচারপথের অতি অল্পমাত্র কথাও কদাচ তোমার কর্ণদ্বারের নিকটেও আসিতে দিও না এবং দেহ ও তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইও না; তাহা হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তোমাদের পুরুষার্থশিরোমণি পরমাশ্চর্য্য-মাধুর্য্যময় কৃষ্ণ-প্রেমা লাভ হইবে।"

"অলংশাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ তীর্থাটনিকয়া সদা যোষিদ্ব্যাঘ্র্যাস্ত্রসত বিতথাং থূৎকুরু দিবম্। তৃণন্মন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজরসমদাদম্বুধিতটে॥" (চৈঃ চন্দ্রামৃত ৮৬)। অর্থাৎ—"বাঘিনী কামিনী-সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হও; তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া (কালবিপ্লুত) স্বর্গপদে থূৎকার প্রদান কর; রাশি রাশি শাস্ত্রানুশীলনে কি প্রয়োজন ?—তাহাও ত্যাগ কর; আর তীর্থ-পর্য্যটনেই বা কি লাভ ?—তাহা হইতেও বিরত হও। সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরাঙ্গ 'নীলাচল নীলাম্বুধিতটে নিজ কৃষ্ণ-

স্বরূপের প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। হে ভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলি, তোমরা তাঁহারই চরণাশ্রয় গ্রহণ কর।"

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥" ঐ ১১৩। অর্থাৎ—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন. পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণনির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার 'রস' আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।"

ভক্তিপ্রতিকূলস্থান সম্বন্ধে (ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১) "অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলতে দদৌ। দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ। পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ। ততোহনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥ অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ। ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশ কৃৎ॥ অথৈতানি ন সেবত বুভূষুঃ ক্বচিৎ। বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতিগুরুঃ॥ অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিৎ কলির প্রার্থনা পুরণার্থে তাহার বাসোপযোগী 'দ্যূত (অবৈধ-ক্রিয়া), পান (মদ্যাদি-মাদক-সেবন), স্ত্রী (অবৈধ-

স্ত্রীসঙ্গ বা অত্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি), সুনা (জীব-হিংসা)—এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম স্থান প্রদান করিলেন। পুনঃ কলির প্রার্থনায় কলিকে সুবর্ণদান দ্বারা তন্মধ্যে মিথ্যা, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গজন্য কাম, রজোমূলা হিংসা এই স্থান চতুষ্টয় সহ পঞ্চম শত্রুতা-রূপ স্থানটী প্রদান করিলেন। অধর্ম্মের উৎপাদক কলি, ঐ স্থান পঞ্চকে বাস করিতেছে। অতএব যিনি নিজ-উন্নতি ইচ্ছা করেন, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক, রাজা, লোকনেতা, রাজা ও গুরুর পক্ষে ঐ সকলের সেবা করা সর্ব্বথা অনুচিত ॥

ভক্তিপ্রতিকূল যোষিৎসঙ্গ বর্জ্জনীয়। 'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥" (ভাঃ ৯।১৯।১৭)। অর্থাৎ—"মাতা, ভগিনী অথবা দুহিতার সহিত সঙ্কীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না, কেননা বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বন্ধমোক্ষবিদ্‌ বিদ্বান্ পুরুষের চিত্তকেও আকর্ষণ করে ॥"

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনঞ্চ ॥" (ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫।৩৯। অর্থাৎ —"যেদিন হইতে আমার মন নবনব রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে নারীসঙ্গম স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত মুখবিকার এবং নিষ্ঠীবন (থুৎকার) হইয়াছে।"

"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ।। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৮)।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা। শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥ তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু। সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগেষু চ॥" ভাঃ ৩।৩২।৩৩-৩৪ ।। অর্থাৎ—"অসৎ সঙ্গে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়িণী বুদ্ধি, লজ্জা, যশঃ, সহিষ্ণুতা, শম, দম, ও ভগ (উন্নতি)—এই সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, শোচ্য, যোষিৎ-ক্রীড়া-মৃগ অসাধুদিগের সঙ্গ করিবে না।"

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" (চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)। (শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন ; —হায়!) "ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ীদর্শন, স্ত্রী-সন্দর্শন, বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু॥" "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২। ৪)

"নির্ব্বিন্নানাং বিপুলপতনং স্ত্রীষু সম্ভাষণং যৎ তত্তদ্দোষাৎ স্বমতচরকারক্ষণার্থং য ঈশঃ। দোষাৎ ক্ষুদ্রাদপি লঘুহরিং বর্জ্জয়িত্বা মুমোদ তং গৌরাঙ্গং বিমলচরিতং সাধু-মূর্ত্তিং স্মরামি।। (গৌঃ স্মঃ মঃ স্তোত্র ৬২)। অর্থাৎ—"বিরক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ মহাপতন বা পতনের হেতু।

সেই দোষ হইতে স্বীয়মতানুনারিগণকে সংরক্ষণ করিতে সামান্য অপরাধ-বশতঃ ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিমলচরিত সাধুমূর্ত্তি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে আমি স্মরণ করি।”

“প্রভু কহে,—‘গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥”(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৫)। “গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার, লইলে ফল ফলে।। লোক-দেখানো গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি’। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥” “যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥” “প্রভু কহে,—‘বৈরাগী হইয়া করে’ প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারেঁা আমি তাহার বদন॥ দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন। ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া। ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।” (প্রেমবিবর্ত্ত)

যোষিৎসঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর ভক্তি-বিনোদঃ—

স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি তাহারই নাম ‘যোষিৎসঙ্গ’। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণ নামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই ‘যোষিৎসঙ্গ’; তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধী। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে

অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জ্জনীয়। রক্তমাংসগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ। স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছল-ধর্ম্মিগণ এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রী-সঙ্গীর উদাহরণস্থল। মূল কথা,—যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহাই মহাপ্রভুর আজ্ঞা। গৃহীই হউন বা ত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করেন। কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন; স্ত্রৈণ হইলে

সর্ব্বনাশ হয়। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়। স্ত্রীভক্ত-গণের পক্ষে বহির্ম্মুখ-পতিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। বহির্ম্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট; কেন না, স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব লাভ হয়, তাহা বিত্ত-অপত্য-গৃহ-প্রদ। সেই মায়া-পুরুষই বৃষভের ন্যায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে। শুদ্ধবৈষ্ণবমতে পুরুষ-সাধকগণ স্ত্রী-সাধক হইতে পৃথক্-মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন এবং স্ত্রী-সাধকগণ কোন পুরুষকে তাঁহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয়। (সঃ তোঃ)। যাহারা যোষিৎসঙ্গী, তাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক। (হঃ চিঃ)। ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত। (অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ২।২৬৫)। স্ত্রীলোকের গৃহাস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করতঃ যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর, কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়। বাহ্য-দেহগত স্ত্রী-পুরুষগণ সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজন-

স্থান পৃথক্ থাকুক ; কেন না একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রীপুরুষগত বৈরস্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয়। (সঃ তোঃ)।

শ্রীচৈতন্য দেব ও ধর্ম্মব্যবসায়—মিছাভক্তগণের মতে ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যখন 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন কথা নাই, তখন শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম কি—শ্রীবৃন্দাবনে, নবদ্বীপে প্রভৃতিতে পুনঃ প্রচারিত হইবে না? শ্রীবিগ্রহ সমূহ কি সমস্তই জাতি ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যই থাকিবে? ঐ সকল অবৈধ ব্যবসায়ী বেণিয়ার 'ধর্ম্ম' গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সেবার নামে, মন্ত্রব্যবসায়ের নামে, তীর্থ ও ধাম সেবার নামে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উহাই কি 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে? 'শুদ্ধভক্তির কথার দ্বারা জগতের হিত সাধন হউক্,'—ইহা কি ধাম ও তীর্থবাসীর অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে? শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু চিরকালই মিছাভক্তির অনুমোদন করেন না। ঠাকুরসেবা পণ্যদ্রব্য নহে এবং সেবকগণ বাণিয়া নহেন, তাঁহারা ভক্ত, বৈষ্ণব। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিজের ও জগতের মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তন মুখে হরিসেবা করিতেছেন। কিন্তু-কাল কলি, ভক্তিপথ রুদ্ধ হইয়াছে। বেণিয়াদিগের বস্তু-চাল, ধান; ঠাকুর সেবার ছলনায় পাথরের মোজেকের বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। সেই সকলের সাহায্যে ব্যবসায় করিয়া নিজের

উদরভরণ, ঠাকুরবাড়ী খরিদ করে, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সেবাপরাধ করায়, অযোগ্য ব্যক্তি হইতে মন্ত্র গ্রহণের ছলনা করে, ভজনের উপদেশ লয়—ইত্যাদি কত কি করে। ঐ সকল কার্য্যে শুদ্ধ ভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন আস্থা নাই। ভজন ছাড়িয়া হুজুগ করা ভক্ত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে। ব্যবহারিক জগতে যে প্রকার দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতাই ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে। এক্ষণে প্রকৃত গৌরভক্তগণ পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণ নিরস্তকুহক সত্য জগতে প্রচার করিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণবের হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীচৈতন্যদেব ও ভাগবত-মন্ত্র-ব্যবসায়ঃ—

"শিষ্যা নুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যানেসদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভ'নারভেৎ ক্বচিৎ॥" (ভাঃ ৭।১৩।৮) অর্থাৎ—"প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না; শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না, বহু গ্রন্থের কলাভ্যাস ও মহারম্ভাদির উদ্যম পরিত্যাগ করিবে।" ভাঃ ১০।১।৪ শ্লোকের সারার্থদর্শনী টীকায়ঃ—"ফলভোগাভিলাষীকে কর্ম্মী বলে। যদি সেই কর্ম্মী কথঞ্চিৎ ধনাদি-কামনা-বশতঃ বক্তা বা শ্রোতা হয়, তাহা হইলেই সে শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হইবে। ফলভোগী কর্ম্মীর ফলভোগের ব্যাঘাত হইলেই কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়।

"শূদ্রাণাং সুপকারী চ যো হরের্নাম-বিক্রয়ী। যো বিদ্যা-

বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥ (ব্রঃ বৈঃ ২১)। "বিষ্ণু-সেবাহীন শূদ্রগণের পাচক হরিনাম ও বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্র, 'বিপ্র' নামে পরিচিত হইলেও, বিপ্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট। বিষহীন সর্পের ন্যায় অনভিজ্ঞ মূর্খ শিষ্যের মিথ্যা ভীতি উৎপাদন করিলেও অভিজ্ঞগণ ভীত হয়েন না। "অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" (পদ্মপুরাণ) "দুগ্ধ অতি পবিত্র, তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি-কারক হইলেও তাহা সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে বিষেরই ক্রিয়া হয়, সেইরূপ হরিকথার মত হইলেও অবৈষ্ণবের নামাপরাধ শ্রবণ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে অমঙ্গলই হইয়া থাকে।" শ্রীবল্লভাচার্য্য ও অন্যান্য সাত্বত-আচার্য্য চতুষ্টয় বলিয়াছেন:—"প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বৃত্তির জন্য ভাগবত পাঠ করিবে না; কোন ক্রমেই শ্রীমদ্ভাগবত পঠন-পাঠনকে জীবিকায় পরিণত করিবে না॥"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ:—"ভাগবত-পাঠ ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। রসের নিকট অপরাধ করিও না। শরীর নির্ব্বাহের জন্য অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহার একটী অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। (জৈঃ ধঃ ২৮)।

কৃষ্ণকে ঘোড়া ক'রব,—পঞ্চোপাসকের এই বিচার কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের দৌরাত্ম্য। ইহা কি প্রশমিত হবে না? যে সকল লোক স্মার্ত্তানুগত বা পঞ্চোপাসকের অনুগত হয়ে নিজ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন বা আপনাদিগকে পণ্ডিত মনে

করেন, আপনাদিগকে ভাগবত ব্যাখ্যাতা বলেন, তারা কৃষ্ণকে ও ভাগবতকে ঘোড়া করতে চাহে। সে সকল কৃষ্ণভোগি সম্প্রদায় হতে আমরা সহস্র যোজন দূরে থাকব।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

"ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে। বিদূরত্বাদুত্তমতা-হান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা।" ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১২৮। অর্থাৎ—"ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থায়ী হয় না। উহাদের অভাবে শিথিল হইয়া যায়, সুতরাং উহা কখনই উত্তমা-ভক্তির অঙ্গ নয়।"

নামকীর্ত্তন-নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জীবিকার্জ্জন—"নামাপরাধ" যথা—(হঃ ভঃ বিঃ ৮।১১)—"গীত-নৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজ-দেবাদিতুষ্টয়ে। ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ॥" (শ্রীল সনাতনপ্রভু) অর্থাৎ :—"দেবদ্বিজের প্রীত্যর্থ দ্বিজাতিরা গীত-নৃত্যাদি করিবেন, কিন্তু কদাচ জীবিকার্থ করিবেন না; জীবিকার্থ নৃত্য-গীতাদি করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে।" শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদের টীকা—"দ্বিজাতিগণ নিজবৃত্ত্যর্থ কখনও গীত-নৃত্যাদি করিবেন না, করিলে পাপে নিমগ্ন হইতে হইবে।"

নৃত্য, গীত, বাদ্য,—মত্ততাজনক ব্যসন-ত্রয়কে 'তৌর্য্যত্রিক' বলে। কল্যাণপ্রার্থি-জনগণ কখনই এই তৌর্য্যত্রিকের বশীভূত হইবে না। ইহা 'মহাপাতক' মধ্যে পরিগণিত। ইহা দ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি হয়। তবে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য কৃষ্ণানুশীলনেরই প্রকারভেদ মাত্র; তাহাতেই

জীবের পরম মঙ্গল-লাভ ঘটে। যাহারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সুখ লালসায় নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন,তাঁহারা পরম মঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণ নামের ভজন করিতে অসমর্থ। প্রাকৃত কোলাহল কখনও কৃষ্ণবস্তুর অনুশীলনে অবসর দেয় না, সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিয়া জীবকে ইন্দ্রিয়তর্পণে উন্মত্ত রাখিয়া সর্ব্বনাশ করে।

(চৈঃ ভাঃ আদি ২।৮৮ গৌঃ ভাষ্য)।

নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলা বারবণিতার ও যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমাতেও আজকাল মাইকযোগে যে সকল গীত-বাদ্যাদির অনুষ্ঠান, তাহা দ্বারা জীবের মহা সর্ব্বনাশ অনুষ্ঠিত হইতেছে। পূর্ব্বে শ্রীল দাসগোস্বামিপাদোক্ত 'অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা ও তদুপপতি কপটতা' জীবের যে কি প্রকার সর্ব্বনাশ ও অমঙ্গল এবং অপরাধী করিয়া নরকের পথ সুলভ করিতেছে, তাহা সহৃদয় সুধী ব্যক্তিগণ চিন্তা করিলে ইহার প্রতিকারের অত্যাবশ্যকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এতৎ সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"যে সঙ্গীত ভগবানের লীলা-বর্ণনের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাদ্যাদিই শ্রবণ করিতে হইবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়-রাগ-মাত্র সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।" "মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে-কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে।'

"ব্যবসাদার লীলা-রস-গায়কগণ সকলেই নামে-রসিকমাত্র ; রসবোধ-শূন্য এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ভাষী। তাহাদের গানে রাগ-রাগিণী, রং ঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য নাই। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খ লোক-দিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্খ লোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।" জগতের অধিকাংশ মনুষ্যই বিকৃত ; তাহারা রং ঢং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রস-গান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভায় ত' দূরের কথা বৈষ্ণবদিগের আখড়ায়ও এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য-রসের গান হওয়াই উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস গান শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ স্বরূপোচিত-ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য। (সঃ তোঃ)।

যে-সকল ব্যক্তি স্থূল দেহগত সুখকে বহুমানন করত

চিন্ময় দেহগত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না; কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাংসচর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন। (চৈঃ শিঃ)।

অধিকার বিচারে:—নিবৃত্তিপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতা-নিবন্ধন তাহাদের পক্ষে মধুর-রস নিতান্ত অনুপযোগী। আবার জড় প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়-বিলক্ষণ-ধর্ম্ম দুরূহ। ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি, ও জড় হইতে বৈরাগ্য, লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকার-চেষ্টা বিফল; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে "রসকে 'সাধন' বলিয়া কদাচার প্রবৃত্ত হইবে।" "রস সাধনাঙ্গ নয়"; অতএব যদি কেহ বলেন,—আইস তোমাকে রস সাধন শিক্ষা দেই ; সে কেবল ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা-মাত্র। রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটি জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার, তাহা সমাপ্ত না হইলে 'জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন,' তাহা হয় না। কেবল যুক্তি দ্বারা চিদ্রস অনুভূত হয় না। যুক্তি দ্বারা চিদ্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড়রসও বিচারিত হইতে পারে না।

(চৈঃ শিঃ ২।৭।১

গোপী হইয়া কৃষ্ণকে মধুর রসের দ্বারা সেবা করা

ভক্তের কর্ত্তব্য। "যিনি কৃষ্ণ সাজিয়া এই রসাস্বাদন করিবেন, তিনি অবশ্য অবিলম্বে নরকে গমন করিবেন।" শঠ, ধূর্ত্ত, কুটীনাটি পরায়ণ লোকেরাই এই অপরাধ করিয়া থাকে। রস—নিত্য, অখণ্ড অচিন্ত্য, পরামনন্দস্বরূপ। শুদ্ধরতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস ঊর্দ্ধগত। শুদ্ধরতির নীচ-গতিতে ঐ রস জড়গত মোহ পর্য্যন্ত বিকৃত হয়; উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া বা চিন্তা কিম্বা জড়-বিপরীত নির্ব্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয়; ঐ-সকল ক্রিয়া সর্ব্বদা নীরস। (চৈঃ শিঃ ৭।৭, ১, ২,)। যাঁহাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রী অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা জগতের কামনা-বাসনা হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা চেতন-রাজ্যের সেবা-সংকল্পে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ জাতমধুর-রতিগণই অষ্টকাল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবিকাগণের আনুগত্যে কীর্ত্তন-মুখে স্মরণ করিয়া থাকেন" যাহারা জড় বিষয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভোগের বা জড়ত্যাগের যাবতীয় সঙ্কল্প-বিকল্প বা মনোধর্ম্ম বিদূরীত হইয়াছে, তাঁহারা জড়ভাবনাপথের পরপারে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল কেবল সেবোন্মুখতা-ময় চিত্তবৃত্তিযুক্ত, তাহাতে রুচির সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বিষয় সদ্‌গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ ও অনুক্ষণ তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ করিতে পারেন।" (ভঃ সঃ ৬।২০৮-৯) "গোবিন্দ লীলামৃত ১ম সর্গ ৩য় শ্লোকে বর্ণিত—"যাহা ব্রহ্মা, শিব অনন্ত-প্রমুখ মহাপুরুষগণের অজ্ঞেয়";—এই উক্তি হইতে দেখা যায় এই অষ্টকালীয় লীলা

কি দুরবগাহ বস্তু। অন্যাভিলাষরত, বিষয়বাসনায় সর্ব্বদা ক্লিষ্ট, কামক্রোধাদির দ্বারা অভিভূত, নানা জড়ীয় সঙ্কল্প-বিকল্পের দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তিগণের পক্ষে ত' দূরের কথা স্বয়ং অনন্তদেব, শিব, ব্রহ্মা-প্রমুখ মহাপুরুষগণের পক্ষেও এই লীলা দুরধিগম্য। যাঁহারা রাগাত্মিকজনের অনুগ বলিয়া কৃত্রিম অভিমান প্রদর্শন-পূর্ব্বক অন্তরে নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগ-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, নানা অনর্থে অভিভূত, তাহাদের পক্ষে অষ্টকালীয় লীলা কৃত্রিমভাবে স্মরণ-মনন ও প্রকাশ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে মাইক-যোগে কীর্ত্তন করিবার অভিনয় ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ এবং জগজ্জঞ্জালের আদর্শ। যাহারা এই অতি গুহ্যতম বিষয় নরকের ক্রীমিকীটের দ্বারা যথা তথা প্রতিষ্ঠাশায় কীর্ত্তনে চেষ্টিত তাহারা প্রাকৃত-সহজিয়া তাহাদের কোনদিনই মঙ্গল হইতে পারে না। বরং "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।। (ভাঃ ১।৩৩।৩০) অর্থাৎ—সামর্থ্য-হীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ এরূপ আচরণ করিবেন না। রুদ্র সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ সেরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হন।" অতএব উক্ত অনুপযুক্ত সহজিয়ার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

মর্কট-বৈরাগ্য :—একটী প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য। ইহা যত্ন-পূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়, তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বদ্ধমূল শত্রুবর্গ

পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে। যে বৈরাগী নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন করে এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখে, সেও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করে, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হয়, সে দোষী। (সঃ তোঃ)। 'বিরক্ত' বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়-ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। (চৈঃ শিঃ)। যদি স্ত্রী-সম্ভাষণ প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন. গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করতঃ সর্ব্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া প্রতিষ্ঠার আশায় অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভক্তিজনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবৎ উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহারই মর্কট বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা। হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন,—এই সকলই মর্কট বৈরাগীর লক্ষণ। বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সম্ভাষণ করেন, তিনিই মর্কট-বৈরাগী। গৃহী ও অগৃহী-ভেদে মর্কট বৈরাগী দুই প্রকার. গৃহীদিগের মধ্যে যাহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাহারা অত্যাচারী। বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নয়; কেন না, অনেকস্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জ্জন ও

বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। মুমুক্ষু হইয়া ক্রমত্যাগ করিলে মর্কট-বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে। (সঃ তোঃ)। কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারাই "অস্থির-বৈরাগী", তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতিশীঘ্রই "কপট-বৈরাগী" হইয়া পড়ে। যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত-রতির দ্বারা ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক "ঔপাধিক-বৈরাগী" হয়।" (চৈঃ শিঃ) ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলঙ্কস্বরূপ। নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে। আখ্ড়াধারী বাবাজীদিগের আখ্ড়ায় বা মঠে স্ত্রীলোক-সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন কোন আখ্ড়ায় বাবাজীর পূর্ব্বাশ্রমের বণিতা সেবিকা-রূপে অবস্থিতি করে। যে আখড়ায় বা মঠে স্ত্রীলোক না

হইলে চলে না সে আখড়া বা মঠে যথার্থ বিরক্ত পুরুষ কখনই থাকেন না। দেব-সেবা ও সাধু-সেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই কেবল ঐসকল কার্য্যের মূলীভূত তত্ত্ব। (সঃ তোঃ ২।৭)। "বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ রাগ হয়, তাহা নহে। অনেকে বৈরাগ্যাশ্রয়ে কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে। প্রত্যাহার-ক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলে, যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ,—উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে।।" (প্রেম-প্রদীপ)।। "প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে, তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা।" (জৈবধর্ম্ম)।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীবেদয়ার প্রকৃষ্ট সর্ব্বোত্তম পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। :—সর্ব্বভূতে দয়া তিন প্রকার। জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া তাহা সৎকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, ক্ষুধিত-জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত—জীবকে ঔষধ-দান, তৃষিত—জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত-জীবকে আচ্ছাদান-দান—এই সকলই দেহ-সম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। বিদ্যা-দানই জীবের মনঃ-সম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। কিন্তু জীবের আত্মা-সম্বন্ধিনী দয়াই সর্ব্বোপরি। সেই-দয়া-প্রবৃত্তি হইতেই জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-

ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়। 'জীবে দয়া' এই কথাটি কেবল বদ্ধজীব-সম্বন্ধে—ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, 'মৈত্রী ব্যবহার' করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবগণের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতিই দয়া করিতে হয়। কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধিনী ও মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অধিক আদর করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভক্তিপ্রচার দ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধনের যত্ন করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবেদয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে 'কৃষ্ণোন্মুখ করাই' বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে-স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণবক্তা নাই, যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিন্তু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়।" নিষ্কপট বিষয়ি-জনের প্রতি কৃপা করা উচিত। শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটি জীবও এক বৎসরে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ কার্য্যে বিশেষ সুখলাভ করেন। (সঃ তোঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন অন্নসত্র বা হাঁসপাতাল করিয়া জীবে দয়ায় আদর্শ স্থাপন করেন নাই। দুঃখভোগের মূল নিদান নির্ণয় করিয়া তাহার প্রকৃত প্রতিকারোপায় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোপালচাপাল, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহার নিদান 'শ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে অপরাধ জন্য'—স্থির করিয়া সেই অপরাধ খণ্ডনে তাহার কুষ্ঠ নিরাময় করিয়াছিলেন। আর কোনকালে তাহার আর কষ্টভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য স্থায়ী অমন্দোদয়-দয়া বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই অমন্দোদয়-দয়া গ্রহণ করিলে জীবের নিত্যমঙ্গল ও আনন্দ লাভ সহজেই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ীস্পৃহার আবেশেই উহা হয়।

সমাজ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবস্থা :—উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণ ও আশ্রমবিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরনীয়, যেহেতু তদ্দারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থারই একমাত্র মূল তাৎপর্য্য—**'পরমার্থ' যাহার অন্যতম নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি**। (কৃঃ সঃ ৩।৭)॥ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাইতে পারে না; বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বৈষ্ণবের

বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ। (সঃ তোঃ ২।৭)। বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্যই ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাম।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বর্ণাশ্রম-বিধি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণ করিয়া দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম—যাহা একমাত্র ভক্তির তারতম্য অনুযায়ী ব্যবস্থার তারতম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মূল কথা কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্পৃহার উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিজে কোন অভক্তের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। "নিমন্ত্রণ লইল তাঁ'রে বৈষ্ণব জানিয়া।" অতএব বৈষ্ণবতা অর্থাৎ কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-পরতাই দৈববর্ণাশ্রমের মূল ভিত্তি। ভারতের সকল সমাজই প্রায় স্মার্ত্তের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপরা কামানুশীলনময়ী ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া দৈব বর্ণাশ্রমের বিষ্ণুর আরাধনা বৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া অনন্ত দুঃখের জন্মদাতা কামের তর্পণ-পর দুঃখভোগের আকরগুলি দৃঢ় মূলে স্থাপন করিতেছে। অজ্ঞ মানবগণ তাহার আপাতঃ প্রেয়ময় ও প্রবল শাসন কিছুতেই অব্যাহতি পাইবার আবশ্যকতা ও অনুপদেয়তা বোধ করিতেছে না।

"মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হয়েছে যে, তাহারা কোন প্রকারেই মঙ্গলের কথা শুনিতে বা গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না। তা'রা 'বিদ্যাসুন্দর পাঠের' স্থানে বা 'বারবণিতাদিগের নর্ত্তন-কীর্ত্তন' স্থানে বা মেলায় ভাগবতপাঠ ও রসকীর্ত্তনের ভাড়াটিয়া কথক ও ঢপ্ কীর্ত্তন লাগিয়ে ইন্দ্রিয়-

তর্পণের বিচার গ্রহণ করিয়াছে, যেন ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনও তাঁদের ন্যায় অনর্থবৃদ্ধিকারি জনগণের ঐ জাতীয় কর্ণ-রসায়নের বস্তু! মানুষের ভগবানের সেবাবিচার এতটা কমে গিয়েছে যে, শত করা ৯৯.৯৯.... পর্য্যন্ত বলিলেও ভ্রম হইবে না। আবার পরমার্থী নামে পরিচয় প্রদান করেও শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র নাম দিয়ে ভাগবত-পাঠের স্থানে বারবণিতা-দিগের নর্ত্তন-কীর্ত্তনাদি, বাদ্যাদি, অভক্তগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কারক রামায়ণ-গান আদিও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বিরোধী লোকরঞ্জনকারী বঞ্চকগণ নিজ ধন, জন ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ কার্য্যে—যাতে আপাত আনন্দ-ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তা'ই শুনবার ও শোনাবার জন্য ব্যস্ত। হরিকথা শুন্‌বার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকারী অভক্ত, মহাজ্ঞানী, পরম সন্ন্যাসী, মহাব্রাহ্মণ ও মায়াবাদী যাঁ'রা—তাঁ'রাই ভক্ত বা পাণ্ডিত্যটা তাঁ'দেরই মধ্যে আছে ব'লে লোক ঠকিয়ে লোকের অমঙ্গল করেন। যাঁ'দের কপাল খারাপ তাঁ'রা তাঁ'দের কবলে গিয়ে পড়েন। যারা ভক্তির নিত্যত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব স্বীকার করে না তা'রা অঘ বক শাখায় উদ্ভুত, এ'দের সঙ্গ করে কোনদিনই মানুষের মঙ্গল হ'বে না। অপ্রাকৃত পঞ্চরসাশ্রিত সেবকধারার চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভ এলেই মানুষের মঙ্গল। তাঁ'রা মুক্তপুরুষ। আজ তাঁদেরই কথার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত।" কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ভাগবত-কথা ভুলে গিয়ে কৃষ্ণকে রূপক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনা ক'রে, নানা অশ্রাব্য কথা

আলোচনা ও আদর্শনীয় চিত্র অঙ্কিত ক'রে নিজেরা ত' খারাপ হ'চ্ছেনই, পরন্তু বহু লোকের কপাল খারাপ ক'চ্ছেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি, যা' মহাপ্রভু তাঁ'র নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ-সঙ্গে পরমপ্রীতির সহিত আলোচনা ক'রেছেন, তা'র নানাপ্রকার কদর্থ ক'রে হাটে, ঘাটে, যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু ক'রে ফেলেছে। কি দুর্দ্দৈবের কথা! অতি উচ্চস্থানীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চতা বা যোগ্যতা লাভ ক'র্‌বার পূর্ব্বেই সাধারণ্যে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিতাভিমানী কাহারও পক্ষে এসব কথা শোভা পায় না। তা'রা এ সব আলোচনা কর্‌বার দাম্ভিকতা ক'র্‌তে গিয়ে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহু-লোকের সর্ব্বনাশ ঘটাচ্ছেন।"

দৈব-বর্ণাশ্রমী ও শুদ্ধ গৌড়ীয় ব'লে নিজদিগকে প্রচার ক'রে, ব্রহ্মচারীগণ গুরুগৃহে মঠবাসের ছলনা ক'রে, গুরু-সেবার ছলনায় ধন, জন ও প্রতিষ্ঠার কামুকতায় কপটতাশ্রয়ে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হচ্ছেন। কেহ বা ভগবৎ সেবার অর্থ নিজে আত্মসাৎ করে Bank Balance সঞ্চিত অর্থ দ্বারা পরকালের ইন্দ্রিয়-তর্পণ কার্য্যের জন্য ব্যবস্থা কর্‌ছেন। কেহ বা গুরুভগিনীর সহিত অবাধে জিহ্বা ও শিশ্নেন্দ্রিয় তর্পণে ব্যস্ত। কেহ বা তাহাদের সেবাতেই নিজেকে নিযুক্ত ক'রে সর্ব্বনাশের পথে ধাবিত, আবার কেহ বা অর্থ ও ইন্দ্রিয়-লোভে যুবতী স্ত্রীগণের সঙ্গই পরমার্থ বলিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। আবার কেহ বা শুষ্ক বৈরাগ্যের ছলনায় ও

নিজ পাণ্ডিত্য লাভের জন্য সাধু গুরুর সেবা ছাড়িয়া বিদ্যালোচনা-দ্বারা পাণ্ডিত্য অর্জ্জন তথা উপাধিলাভ করিয়া ভাগবতপাঠ ব্যবসা চালাইয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছায় উন্মত্ত হইয়াছেন। গৃহস্থগণ ভক্ত সাজিয়া, মালা হাতে করিয়া মঠে পাঠ শুনিবার ছলনায় প্রতিষ্ঠা ও জিহ্বা-লাম্পট্যে ব্যস্ত। বাণপ্রস্থের দোহাই দিয়া সংসারের জ্বালা এড়াইয়া মঠে বা মন্দিরে মালাটানিব ও আরামে সুখে ইন্দ্রিয়-তর্পণের সুবিধার জন্য সাধু সাজিতেছেন। সন্ন্যাসীগণ উচ্চপদবী লাভেচ্ছায়, অন্যের উপর প্রভুত্ব ও উত্তমভোজন লালসে, অর্থ-লালসা, উচ্চাসন-লাভেচ্ছায়, প্রতিষ্ঠা-লাভেচ্ছু হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্য ও জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আত্মপর বঞ্চনা দ্বারা সমাজের ও ধর্ম্মজগতের কলঙ্ক ও কল্মুষ সাধন করিতেছেন। অসৎগুরু প্রতিষ্ঠাশা ও দলবৃদ্ধির জন্য অনুপযুক্ত লোককে সন্ন্যাস দান করিয়া সর্বনাশ সাধন করিতেছেন।

শুদ্ধ পরমহংস সদ্‌গুরুর—চরণাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও অন্যাভিলাস, কর্ম্ম, জ্ঞান-যোগাদিতে আসক্ত থাকায় শুদ্ধভাবে গুরুসেবা না করিয়া যাহারা বঞ্চিত হয়, তাহারা অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিতে বৈষ্ণবদাসগণের অনুকরণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গুরুগিরি করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা গুরুকৃপায় কৃষ্ণসুখানুসন্ধান বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হইয়া অনুপযুক্ত হইয়াও বাহ্যে আশ্রমের সন্ন্যাসী অভিমানী হইয়া অনধিকারী বহির্ম্মুখ ব্যাক্তিকে ধন, জন এবং প্রতিষ্ঠালাভাষায় উন্মত্ত হইয়া দাম্ভিক

হইয়া মহাকাপট্যময়ী ব্যবহারে উন্মত্ত হয়। শ্রীগুরুদেবের শাসন ও বিধান অস্বীকার এবং অপালন করিয়া নিজে মহা-ভাগবতের আসন ও উপাধি গ্রহণ করে। সেই অহং-গ্রহোপাসকগণ নিজে ওঁ বিষ্ণুপাদ, প্রভুপাদ, অষ্টোত্তরশতশ্রী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাবাঘিনীর কবলিত, প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা-শ্বপচিণী ও কাপট্যতার উপপতি হৃদয়ে আরাধ্যরূপে বসাইয়া এবং ত্যাজ্য-বিষ্ঠাভোজী শুকরীবিষ্টাভোজী কৃমিগণ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ কার্য্যে উন্মত্ত হইয়া গুরুগিরি করিতে প্রমত্ত হয়। উক্ত আত্মপর প্রবঞ্চকগণের হতভাগা শিষ্যগণ বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধ; নামাপরাধ ও সেবাপরাধ ফলে শুকর, কুক্কুর, সর্পাদি যোনি লাভ করণান্তর অনন্তকালের জন্য ভীষণ কষ্টকর নরকে গমন করে। তাহাদের অক্ষয় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় কোন শাস্ত্রে ব্যবস্থা করেন নাই। তাহারা আসুর বর্ণাশ্রমী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত।

অবৈধ স্ত্রী সঙ্গকে ভক্তির অনুকূল বলিয়া প্রকৃত সহজিয়া যোষিতসঙ্গীগণের ও অক্ষম কার্য্য প্রবর্ত্তন করে। অপরাধী দাম্ভিকগণ মহতের আনুগত্যের ছলনা করিয়া কোথাও বা অনুকরণের সুবিধোপযোগী কৃত্রিমতা অবলম্বন করিয়া তীর্থ-ব্যবসায়, ধাম-ব্যবসায়, বিগ্রহ-ব্যবসায়, ভাগবত-ব্যবসায়, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, ধন-জন প্রতিষ্ঠা লাভাশায় প্রমত্ত হইয়া নিজের ও জগতের মহাঅমঙ্গল সাধন করিতেছে। (শ্রীল প্রভুপাদ)।

অনাদিবহির্ম্মুখ দুষ্ট হতভাগা মানব যখন নিসর্গবশতঃ

পশু অপেক্ষাও অধম ঘৃণিত উচ্ছৃঙ্খল-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হয়—জড়কাম-মূলে পরপত্নী বা নিজপত্নীতে আসক্ত হইয়া নিজ জননীকে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত হয়—অবৈধ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলে পরপত্নীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া নিজ ধর্ম্ম পত্নী-ত্যাগের বা নির্য্যাতনের প্রবণতা প্রকাশ করে—ষড়রিপুর যুগপৎ পদাঘাতে পদগোলক হইয়া নানাপ্রকার পশু-ব্যবহারে প্রমত্ততা নিবন্ধন সমাজে পরস্পরের অবস্থান ও জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে, তখন সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাপ্রবণ অধিকারীগণকে সাধারণ নীতিশিক্ষা দিয়া সভ্যসমাজ সংরক্ষণের জন্য মনুসংহিতাদি লৌকিক নীতিশাস্ত্র —"বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা, সতী-ভার্য্যার পরিপালনাদিকেই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ঐরূপ নৈমিত্তিক লৌকিক নীতি সর্ব্বদেশিক বা সর্ব্ব-কালিক নহে। মানবের নিসর্গগত পশুহিংসা প্রবৃত্তি, বহুস্ত্রী-গ্রহণ প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিতে শাস্ত্র যজ্ঞাদিতে পশু-হনন ও বিবাহাদি দ্বারা স্ত্রী-গ্রহণকে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলিয়াছেন। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" প্রভৃতি উক্তি নিত্যধর্ম্মের দিকে অভিযানেরই ইঙ্গিত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ৫।১।১৮—"যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়কে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাহার গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই যত্ন করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ষড়রিপু জয় করিয়া তৎ পশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন।" সংসারবাস নিত্যকালের জন্য ব্যবস্থা করা হয় নাই। কঠোর

শাসনে শাসিত হইবার জন্যই উচ্ছৃঙ্খল জনের গৃহস্থাশ্রম কারাগৃহ।

তত্ত্বান্ধ কর্ম্মজড় গৃহব্রতের বিচার—"ভগবান্ যখন আমাদিগকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, তখন সংসারের স্ত্রী-পুত্র-প্রভৃতির সেবাই পরমার্থ।" ভগবান্ যে কর্ত্তব্য দিয়াছেন সেই কর্ত্তব্য পালন ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম স্বীকার্য্য নহে। আমাদের পিতা-মাতাই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী, পুত্র-পৌত্রাদিই—সাক্ষাৎ গোপাল। ইহাদের সেবাই বড় ধর্ম্ম। কেহ বা পুত্র-পৌত্রাদিতে অত্যাশক্তি জন্য বলেন; "এই সকল—গৌরাঙ্গের দল, ইহাদের সেবাই—গৌরাঙ্গ সেবা।" ইত্যাদি বহু প্রকারের উন্মাদের প্রলাপ।

তৎফলে কাম্যকর্ম্ম ও বহুদেবতা-পূজা প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া পড়ে, পরমেশ্বরের আরাধনা করে না। কিন্তু যে-সকল নিষ্কপট ভগবচ্চরণারবিন্দসেবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি পরমহংস গুরু-বৈষ্ণবের মুখে হরিকথা শ্রবণাদিদ্বারা কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্পৃহার আবেশ প্রাপ্ত হ'ন, সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ সাধকাবস্থায় সংসার ভোগাদিবিঘ্নদ্বারা ভগবদ্ভক্তি স্থগিত হইলেও তাঁহারা কখনই ঐকান্তিকী মঙ্গলময়ী পদবীকে পরিত্যাগ করেন না বা সংসার-ভোগাদিকে কখনও গর্হন ব্যতীত বরণের চক্ষে দর্শন করিয়া গৃহব্রতধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়া পড়েন না।" যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া বিদ্বেষ করে; তাহাদের নরকবাস অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান-কালের কদর্থিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে

রক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য পড়িয়া গিয়াছে। নিজের ভজন ছেড়ে দিয়েও এ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। কেহই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিষ্কপট আনুগত্য করিতেছে না, শ্রীরূপের কথা শুনিতেছে না। কেউ বল্‌ছেন থিওসফিষ্ট্ থাকব, স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক থাকব, চিজ্জড় সমন্বয়বাদে থাকব তা'হলে বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়োৎসবে যোগদান করা যা'বে—ঐকান্তিকতা একঘেয়ে ব্যাপার, তা'তে ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম প্রবৃত্তি, স্বৈরিণী বৃত্তি রক্ষা করিতে পারে না, কেউ বলেন—ভাগবতব্যবসায়ী, মন্ত্রব্যবসায়ী থাক্‌ব, তীর্থব্যবসায়ী থাক্‌ব, কীর্ত্তনব্যবসায়ী থাক্‌ব, তীর্থ বা ধাম বাসের, সেবার ছলনায় ধামভোগে প্রসক্ত থাক্‌ব, নির্জ্জন ভজনের নামে প্রচ্ছন্ন কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশায় অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ কর্‌ব, সিদ্ধ মহাত্মার ধাম বাসের ছলে স্ত্রীলোকের পাচিত সুস্বাদু ভোজনের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ ও অলস হইয়া মালা টানিয়া গুরু-গিরি ক'র্‌ব ও বহু শিষ্য করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা সুরম্য অট্টালিকা, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ক'র্‌ব—ইত্যাদি বহু প্রকারে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে রত থাকিব।

গৃহী বাউল সম্প্রদায় জগতে যে কি ক্ষতি করিতেছে—তাহা বলা যায় না। কৃষ্ণভক্তি ও যোষিৎসঙ্গের বিরুদ্ধে যে অভিযান, তা'তে বহুলোকের মর্ম্মান্তিক ক্লেশ হ'য়েছে। তাহারা নিজেন্দ্রিয় তর্পণটাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বলে চালাতে চাচ্ছে। যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্যের অভিনয় ক'র্‌ছেন, তাহারাও পঞ্চোপাসকের দলে মিশে গিয়েছেন।

তাহারা প্রায় সকলেই ধন, জন ও প্রতিষ্ঠার লোভে অনুপযুক্ত লোককে শিষ্য ক'রে মহাপ্রভুর নির্ম্মল সম্প্রদায়কে দূষিত ও কলঙ্কিত কর্‌ছে। স্মার্ত্ত-পণ্ডিতের নিকট ভাগবত পড়ে' ভাগবতের তাৎপর্য্য জান্‌তে পার্‌ছে না। অঘ-বক-পুতনার-ন্যায় এ সকল ধ্বংস হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। (গৌঃ ১৪।২৬) শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইলে উক্ত সকলে তাহাদের ঐ-সকল অমানুষী অত্যাচার, অসিদ্ধান্ত ও অনাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি-আশ্রয়ে শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণসুখানুসন্ধানস্পৃহার আবেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন। যাঁহাদের কিছুমাত্র সুকৃতি আছে তাঁহারা ধৃষ্টতা পরিহার করিয়া এই সকল কথার মঙ্গলময়ত্ব ও উপযোগিতা জ্ঞাত হইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। যাহারা সুকৃতিহীন, অপরাধী ও মহাপাপী তাহারা ধৃষ্টতা করিয়া, মাৎসর্য্য পরবশ হইয়া মাৎসর্য্য-চণ্ডালিনীকে হৃদয়ে রাখিয়া তাহার অপবিত্র সেবার বিরোধিনী-বৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া প্রকৃত বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষী মহাভাগবতের বীর্য্যময়ী ও মঙ্গলময়ী বাণীর বিরুদ্ধে অভিজানের জন্য হতভাগা, অপরাধী অনুগত ধনী বা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের দলবদ্ধ সম্প্রদায়সহ নরক গমনের ব্যবস্থা নিত্যকালের জন্য করিবেন।

বর্ত্তমান-সমাজের বিষয় চিন্তা করিলে সহৃদয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে—পতিত, দুর্গত, হতভাগা লোকের পরিণাম ও গতি-চিন্তা করিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইতে হইতেছে। সমাজ আজ

দুর্বৃত্তদের কবলিত। পঞ্চোপাসনার ছলে নানা দেব-দেবীর পূজার ছলনায় যে অবৈধ অত্যাচার, দুর্বৃত্তগণের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, তাহাতে তাহার কেহ প্রতিবাদ করিলে তাহাকে দুর্বৃত্তগণের দ্বারা অসম্ভব শাসিত হইতে হইতেছে। "নানা দেবোপাসনাকারী-সঙ্গ অপেক্ষা অন্তরে অগ্নির দাহনও ক্ষীণ কষ্টদায়ক।" "বরং জলের কুম্ভীর ও স্থলে ব্যাঘ্র আলিঙ্গনও তত ক্ষতিকারক ও দুঃখদায়ক নহে—যেমন অভক্তজনের সঙ্গ দুঃখদায়ক হয়।" এই সকল শাস্ত্র-বাণীর অপব্যবহার প্রবলভাবে দৌরাত্ম্যে পর্য্যবসিত ও গুণ্ডামি-দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। যে নৃত্য-গীত-বাদ্য ত্রৌর্য্যত্রিক মহাপাতকরূপে শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন, তাহার প্রশ্রয়ও বিপুলভাবে সমাজকে সর্ব্বনাশ-সাধন-কার্য্য সর্ব্বজনানুমোদিতভাবে চলিতেছে। মৎস্য, মাংস, মেয়েমানুষ, মদ্য ও মাইক এই পঞ্চ'ম'-কারের উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য আজ ভারতের সমাজকে রাক্ষসীর ন্যায় সর্ব্বনাশ করিতেছে। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকারী কামুকের দল তাহাদের ক্ষণিক সুখ-ভোগেচ্ছার লোভে নিজদিগকে যে কি সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য উদ্দাম-গতিতে-চলিতেছে, তাহা চিন্তা করিলে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সজ্জনগণের আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেবল ক্রন্দনই সার করিতে হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও রাজনীতি :—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই সমস্ত নীতির মূল ভিত্তি। সেই নীতির শ্রেষ্ঠ বা রাজ যাহা তাহাই 'রাজনীতি' এবং সেই নীতি অবলম্বন ও তোষণ-পোষণার্থেই রাজনীতির মূল কথা। শ্রীপরশুরাম

ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতারে উক্ত রাজনীতির মধ্যে ঋষি-নীতির আনুগত্যের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রকার ৩১ প্রকারে হওয়ায় ৩১ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে শুদ্ধ-নীতির প্রবর্ত্তন ক'রে সমস্ত নীতির মূল প্রতিজ্ঞা যে—'ভগবৎ সুখানুসন্ধান' তাহার সাধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুষ্ঠু ভাবেই প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে সেই রাজনীতি নীতিত্ব ছাড়িয়া দুর্নীতির চরম-পরতম পতিতাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী কাম-প্রচেষ্টায় শতকরা শতভাগ নীতিই প্রযুক্ত। "দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমনই" আজ রাজ-নীতির বৈপরীত্যভাব পরিপূর্ণভাবেই আচরিত হইতেছে। শিষ্টের পালন-কার্য্যে আজ রাজনীতি, শাসন-নীতি পক্ষাঘাত-গ্রস্ত। কিন্তু 'দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন'-ব্যাপারে তাহাদের নীতি ও আইন মহাশক্তিশালী হইয়া কার্য্যক্ষম। বিশেষতঃ নিজেন্দ্রিয়ের তর্পণরূপ সর্ব্বনাশ ও অমঙ্গল কার্য্যের সহায়-কারক কোন ইন্ধন পাইলেই কোটীগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া পক্ষাঘাত ব্যাধি নিরাময় হইয়া মহাবীরের ন্যায় মহাশক্তিশালী হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ হইয়া সমস্ত আইনগুলিকেও অনুকূল করিয়া বিপুল কর্ম্মোদ্যমে প্রবৃত্ত হয়। ইহা মহামারীর ন্যায় সর্ব্বত্র, সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বনীতির মধ্যে বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাপ্লাবনে ব্যাপৃত হইয়াছে। ইহা কি রাজ-নীতি, কি সমাজ-নীতি, কি স্বাস্থ্যনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি খাদ্যনীতি সমস্ত নীতি ও তন্ত্রের মধ্যে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার

করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রভাবে সকলেই নিজ নিজ কামময় দুর্নীতি পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী ভাবের বাঞ্ছায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব—কাজী দলন, হুসেন শাহকে কৃপা ও মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে কৃপার মহাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়া রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করিয়া ভগবৎ সেবার পরাকাষ্ঠা ফল প্রদান করিয়াছেন। ভাঃ ৪।২১।১২ শ্লোকে—শ্রীপৃথুমহারাজ, তিনি সপ্তদ্বীপাধিপতিত্ব ঋষিকুল-ব্রাহ্মণ ও অচ্যুত-গোত্রীয় বৈষ্ণবের সেবার জন্য তাঁহার অপ্রতিহতা রাজশক্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীধ্রুব মহারাজ, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ও শ্রীঅম্বরীশ মহারাজও তাঁহাদের সমস্ত রাজশক্তি ও সর্ব্বেন্দ্রিয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় চাঁদকাজী তাঁহার সমস্ত শক্তি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় ও বিপক্ষ-দমনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হুশেনশাহও তাঁহার রাজশক্তি মহাপ্রভুর বিরোধাচারী-দমনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুরী যাত্রাকালে মুসলমান রাজন্য মহাপ্রভুর ও তদ্ভক্ত-সেবার জন্য দান-গ্রহণ নিবৃত্ত ও মহাপ্রভুর পুনরাগমনকালে নানা সেবায় রাজশক্তি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সমস্ত রাজনীতি, সর্ব্বশক্তি অর্থ ও সর্ব্বস্ব শ্রীগৌরহরির সেবায় নিযুক্ত করিয়া ও শ্রীজগন্নাথের একান্ত ও সুষ্ঠু-সেবা অপেক্ষাও গৌরভক্তের সেবা-মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য অবগত হইয়া বিষয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীগৌরহরির পরম কৃপা লাভে মহাকৃতার্থ হইয়াছিলেন। অতএব বর্ত্তমানে উক্ত রাজন্যবর্গও অধিক লাভবান্ হইতে

পারিবেন—যদি রাজশক্তি সুষ্ঠুভাবে শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার প্রকৃত সেবকগণের সেবায় তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে পারেন। সমস্ত নীতি ও আইনের মূল "ভগবৎ-সুখানুসন্ধানময়ী-বৃত্তির আবেশের" সাহায্য করা। স্থিরভাবে, সূক্ষ্ম-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে সমস্ত আইনই উক্ত সেবার অনুকূলে অবশ্যই পাওয়া যাইবেই।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" অন্য ব্যক্তির দয়া ক্ষণিক সময়ের জন্য। চৈতন্যচন্দ্রের দয়া সেরূপ নহে। যেমন তিনি বলেছেন যে, নিরন্তর হরিকীর্ত্তন কর। তাহাই তাঁ'র অমন্দোদয় দয়া—"সর্ব্বাত্ম স্নপনম্"। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার উপর শ্রেষ্ঠতা লাভ ক'রবে। 'সর্ব্বাত্ম'—দ্বারা সেবায় রূপ ইত্যাদি বাদ যা'বে না, পর পর উদয় হ'বে। সেইরূপ সম্যক্ কীর্ত্তনের কথাই বলা হচ্ছে। "জগৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-গোপীনাথের উপাসক হউন, তা'হলেই কামাদি যা'বে। সেই শ্রীগোপীনাথের সেবা-পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চার বিচার জগতকে আমরা সুষ্ঠুভাবে দিতেও পারি না, জগৎ নিতেও প্রবৃত্ত নয়। অর্চ্চা-বিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্।" "উদ্ধব মহাশয় যে-জাতীয় প্রেমের অধিকারী, গোপীগণ তদপেক্ষা উন্নত প্রেমের অধিকারী। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া" ইত্যাদি। সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যকর্ম্মিগণের ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা থাকে। ভগবানের ভগবত্তার সুযোগ লইয়া

তাঁ'রা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান্ হ'তে চান্—ভগবান বঞ্চিত হ'ন। সৎকর্ম্মী—পাপী অপেক্ষা ভাল বটে, অর্থাৎ মন্দের ভাল। সৎকর্ম্মীদের মধ্যে যাঁ'রা পরার্থী ব'লে পরিচিত, তাঁ'দের একশ্রেণীর "মনুষ্যজাতির উপকার ক'র্‌ব, মনুষ্যজাতি যাঁ'রা নয়, তা'দের প্রাণবিনাশ ক'রেও জাতিভাইদের দৈহিক উপকার ক'র্‌ব কেন না ঐ জাতির গণ্ডির মধ্যে আমিও একজন।" আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি যে সকল ক্রিয়াকলাপ মানবের চিত্তরাজ্য আক্রমণ ক'রেছে, সেই সকল চিন্তা পশুর স্বভাবেও অনুস্যূত আছে। পশুদিগের চিন্তাস্রোত হ'তে বা তাঁ'দের প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শনের বিচার হ'তে জিনদিগের অর্হৎ-গণের ধর্ম্ম উদিত হ'য়েছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও সেই সকল চিন্তাস্রোত আছে। অধিকন্তু তাঁ'রা পশুভক্ত অপেক্ষা মনুষ্যভক্ত হ'য়েছেন। তপস্যাই তাহাদের অভিধেয়। শ্রীচৈতন্যদেব যুক্ত-বৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়ায় বৌদ্ধ ও জৈনবাদ নিরাস হ'য়েছে। ভগবৎ-সেবার অন্তর্গত বিষয়—'জীবে দয়া'। একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণবসম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায় জীবের খোসার প্রতি দয়াকে "জীবে দয়া" মনে করেন। নিজের দেহের প্রতি; দেহেরই বিস্তৃতিরূপ লৌকিক আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বা স্বজাতীয় বদ্ধজীবের খোসার প্রতি দয়াবিধানের কথাই সাধারণ ধর্ম্মসম্প্রদায় বুঝে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন;—ওগুলি ত' পরিবর্ত্তনশীল। "অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"—মানুষ শুভ ও অশুভ অযাচিত ভাবে পেতে থাক্‌বে।" বাস্তব শ্রীচৈতন্যের উপা-

সকগণ ঐতিহাসিক বা রূপক চৈতন্য নিয়ে ব্যস্ত ন'ন। যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যকে ঐতিহাসিক, রূপক বা আধ্যাত্মিক চক্ষের আসামী মনে ক'রবেন, তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যের সেই বাস্তব অধোক্ষজ-স্বরূপটি দর্শন ক'রতে পার্‌বেন না।

ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতি ভগবৎসেবার বিরোধী হ'লে যে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়, তাই নিরাস ক'র্‌বার জন্যই পরশুরাম পৃথিবীকে একত্রিংশবার নিঃক্ষত্রিয় ক'রেছিলেন। আর শাক্যসিংহ সেই ক্ষাত্রবংশে জন্মলাভ ক'রে অহিংসা-নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। অহিংসনীতি যদি ভগবৎসেবার আনুসঙ্গিক ব্যাপার না হয়, তা'হলে যে পরমেশ্বরশূন্য নাস্তিক্য-মতবাদ প্রবাহিত হয়, বৌদ্ধমতবাদে তাহা প্রকাশিত হ'য়ে প'ড়েছিল। আচার্য্য শঙ্কর ভগবানের আদেশে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধভাবাপন্ন তদানীন্তন ও অনন্ত ভবিষ্যতের ব্যক্তিগণকে মোহন করিবার জন্য, মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্রের প্রচার করেন। বিদ্ধবৌদ্ধগণ বুদ্ধকে 'বিষ্ণু' বল্‌তে নারাজ ছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ-বৌদ্ধগণ বলেন, 'বুদ্ধ বিষ্ণু।' অযোগ্য ব্যক্তিগণের প্রতারণার জন্য তা'দের হৃদয়ে হরিসেবা-বিহীন তপস্যা বা অহিংসনীতির প্রচার ক'রেছেন। "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" তপস্যা ভক্তির অন্তরায়॥ "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" যা'রা অতি বৈরাগী, তা'রা

ভগবদ্ভজন বুঝ্‌তে পারবে না। যা'রা আসক্ত, তা'রাও বুঝ্‌তে পারবে না। শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্ধ বৌদ্ধ-বিচার হ'তে জগদ্‌-বাসীকে মুক্ত ক'রেছেন। স্মার্ত্তেরা ন্যূনাধিক বৌদ্ধধর্ম্মে আসক্ত। পঞ্চোপাসনা ও বৈষ্ণব-বিদ্বেষের নামই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম হ'য়েছে। বিষ্ণুবিদ্বেষ এরূপ মোলায়েম ভাষায় ছড়িয়ে দিয়েছে যে, লোকে তা'তে কোন দোষ না দেখে সাদরে গ্রহণ কর্‌ছে। পিঁপ্‌ড়ে যেমন গুড়ে আট্‌কে যায়, বহির্ম্মুখ মানবজাতি সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আট্‌কে যাচ্ছে। স্ত্রী-পুত্রাদির কথায় বিষয়ীরা এত মগ্ন যে, ভগবানের কথা তা'দের কাছে মামুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে জড়-জগতের বাহাহরিতেই আট্‌কে যাচ্ছে। ভবসাগরের পার হইবার যাঁদের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা আছে, তাঁ'দের ঐ সকল বিষয়ী ও বিষয় হ'তে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাক্‌তে হ'বে। বিষয়ী কি সুখে আছে, বিষয়-সুখের বঁড়্‌শী বিষয়ীকে টেনে নিয়ে ভীষণ অমঙ্গল করায়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পরাৎপরতত্ত্ব—পরমেশ্বর, তাঁ'র শিক্ষার মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতা ও প্রচ্ছন্ন অমঙ্গল নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অচৈতন্য-দেবগণের শিক্ষায় অনেক অসম্পূর্ণতা ও অমঙ্গল র'য়েছে। যখন জীব মীন-প্রবৃত্তির দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত থাকে এবং ভোগসাগরে যথেচ্ছ বিহার করে, তখন ভগবান্‌ বিষ্ণু মহামীনরূপে সেই ভোগের টোপের প্রলোভন হ'তে জীবকে রক্ষা করে দিব্যজ্ঞান বিকীরণের জন্য লুপ্তবেদ উদ্ধার ক'রে থাকেন ভোগীকুল ভবার্ণবে বাস করবার জন্য মীনের ন্যায় ভোগপ্রবণতা লাভ ক'রেছে, আর ক্ষণে

ক্ষণে আধ্যাত্মিকতার টোপে প্রলুব্ধ হ'চ্ছে। শ্রুতির উদ্ধার হ'লে জীব জান্‌তে পারে, ভোগ-সমুদ্রে বা ত্যাগ-সমুদ্রে সন্তরণ আমাদের কৃত্য নয়। হরিসেবামৃত সাগরে সন্তরণই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। ['বদ্ধ জীবাত্মা তামসভাবাপন্ন হ'লে মৎস্যযোনি লাভ করে। যাহারা মাছ খায় তাহারাও তমোগুণ বিশিষ্ট। ভার্গবীয় মনু বলেন—"মৎস্যাদঃ সর্ব্ব-মাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্‌বিবর্জ্জয়েৎ" উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য. অখাদ্য। যাহারা মাছ খায়, মাছগুলি আবার পরজন্মে মানুষ হইয়া তাহাদের খায়। যাহারা খাইবে, তাহারা তখন মৎস্য হইবে। এইরূপ আদান প্রদান চলিতে থাকিবে।" (মৎস্য জিহ্বা ইন্দ্রিয় মাত্র একটী ইন্দ্রিয়ের তর্পণ কর্‌তে গিয়া মৃত্যুমুখে কষ্ট পাইয়া যায় ; কুরঙ্গ (হরিণ) কর্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ-জন্য ব্যাধের বানে মৃত্যুবরণ ক'রে ; পতঙ্গ—চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তর্পণ-জন্য কষ্ট পাইয়া মরে। মাতঙ্গ—স্ত্রী-স্পর্শসুখের জন্য কষ্ট পাইয়া মরে ; ভৃঙ্গ—গন্ধ ভোগের জন্য মরে ; আর মৎস্য—জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য মরে। আর যে মানুষ ৫টী সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য ধাবিত হয়. তাহাদের কি অবস্থা তাহা সুধী সমাজ চিন্তা করিবেন।]

জড়জগৎ চেতনের ক্রিয়মান ধর্ম্মে—গতিশীল হ'য়েছে। কিন্তু আমরা কর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে প'ড়েছি। করণের সাহায্যে কার্য্য সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমানে চেতন অচেতনের আকার বিশিষ্ট ব্যাপারে আবদ্ধ আছে। এই জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং চিন্তনীয় ব্যাপারসমূহ অচেতনের

আকার বিশিষ্ট। অচেতনের সহিত বাহিরের স্থূল পদার্থের সহিত কিংবা তদবলম্বনে সূক্ষ্মভাবসমূহের সহিত চেতনের ক্রিয়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে,—জ্ঞেয় পদার্থকে জড়-জ্ঞানে যে জ্ঞান লাভ ক'রছি, তা'তে মলিনতা এসে প'ড়েছে। যদি চেতনের সহিত ক্রিয়া হ'ত 'তা'হলে চেতন অপর পক্ষের কথা ব'লতে পারত। এখন একতরফা হচ্ছে। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদ্বারা যে জ্ঞান লাভ ঘট্‌বে তা'র মধ্যে অচেতনের ক্রিয়া ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অবিমিশ্র জ্ঞান পাচ্ছি না। অচেতনের ক্রিয়া সত্যকে দর্শন ক'র্‌তে দিচ্ছে না; চেতনের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন ক'র্‌তে বাধা দিচ্ছে। রূপ, রসাদি কিম্বা তাদের সমষ্টি জ্ঞেয় পদার্থরূপে গৃহীত হওয়ায় যে অচৈতন্য উপস্থিত হ'য়েছে তা, হ'তে ছুটি পাওয়া আবশ্যক। তাহা আমরা কর্ণের সাহায্যে গ্রহণ করতে পারি। নাসাদির নৈকট্য না হ'লে বস্তুজ্ঞান গৃহীত হয় না। কিন্তু শব্দ যে সকল দ্রব্য দূরে থাকে তাদের হ'য়ে মোক্তারি ক'রছে। সেইজন্য শ্রৌতপন্থাকে প্রধান বলে। শ্রৌতপন্থায় যে সংবাদ গৃহীত হচ্ছে, আমাদের পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা দ্বারা তা' পরীক্ষা করার সুবিধা পাওয়া যায় না। কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্বের অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। পৃথিবীর যে সকল কথা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহা 'প্রত্যক্ষ-পদবাচ্য'। ইহাতে সত্য নির্দ্ধারণে অনেক অসুবিধা আছে। তজ্জন্য সতর্কতা আবশ্যক। এ জগতের যে শব্দ শব্দীর সহিত ভেদ স্থাপন করে—তাহা মায়িক শব্দ। শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন,—

"যে শব্দ শব্দীর সহিত ভেদ উৎপন্ন না করে, তাঁ'র সেবা কর। যে শব্দ আমাদের পূর্ণ অভিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত—তাহা জড়ীয় অভিজ্ঞতা উৎপাদন ক'রাবে; এক বস্তুকে অন্য বস্তু ব'লে ভুল ক'রাবে। যে শব্দ বিচারের বৈক্লব্য দূর করে' আলোক প্রদান করে, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা দূরীভূত হয়। তাহা শুন্‌বার আগ্রহ না হ'লে বুঝি—আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত আর কিছুই জান্‌বার নাই। যখন সেই শব্দ শ্রবণের আগ্রহ হয়, তখন তাহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'য়ে আমাদের মঙ্গল সাধন করে। সেই বৈকুণ্ঠ শব্দকে মায়িক শব্দের সহিত সমান জ্ঞান করা উচিত নয়। করিলে নারকী হ'তে হয়।"

বদ্ধজীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণব-সেবা। অবাস্তবকে বস্তু-জ্ঞানোত্থ প্রস্তাবসমূহ পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে। জগতে পতিতগণের হিতবাঞ্ছা না করিলে ভগবান্ দয়া করেন না। অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক্ থাক্‌তে হ'বে। হরি-ভক্তের সঙ্গ না ক'র্‌লে হরিভক্তি হবার সম্ভাবনা নাই। হরিভক্তের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সম্ভব হ'বে। যা'দের 'দিব্যজ্ঞানে'র উদয় হয় নাই, তা'রা নিজে প্রভু হ'য়ে সেবা গ্রহণ করে। যাঁ'রা ভগবদ্ভক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভজনের সাহায্য করেন, তাঁ'র সেবা করেন, তা'রা ধন্য। যাঁ'রা মুক্ত জীবের আশ্রয়নীয়া ভক্তি আশ্রয় না ক'র্‌বেন তা'রা ভিন্ন জন্মে বধ্যপশুর ন্যায় অনুতাপ ক'র্‌বেন।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা

জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বমায়াতঃ

শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

আমাকে দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে। শোনা, না শোনা, তাঁ'রই কৃত্য, আমার নয়। শতকরা শতভাগ দিলে ভগবান্ উদ্ধার কর্'বেন। পরম-পবিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুনৈতিকই 'বৈষ্ণব'। 'হরিজন' পরমশুদ্ধ—পরম নির্ম্মল। আত্মবিৎই 'হরিজন'; কিন্তু বর্ত্তমানে অনাত্মবিৎকেই 'হরিজন' করিয়া দিতেছে। কি কুচেষ্টা!! 'জয়ন্তী' শব্দটিরও আজকাল যথেষ্ট অপব্যবহার হইতেছে। যা'রা একচড়ে মরে যায়—নানা অনর্থ-প্রপীড়িত হয়, সে সকল মরণশীল মানুষের জন্য 'জয়ন্তী' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ভাষার কি দুর্গতিই না হইতেছে! কোটি কোটি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর যে বৈষ্ণব-পাদপদ্মে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়, সেই 'হরিজন' বা 'বিষ্ণুজন' শব্দ-দ্বারা Depressed class-কে উদ্দিষ্ট করা যে শব্দের কিরূপ অপব্যবহার, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণন করা যায় না। অতি নিকৃষ্টপদবীকে সর্ব্বোত্তম পদবীর সহিত এক করিবার বিচার যে কি-প্রকার মাৎসর্য্যপূর্ণ তাহা বর্ণনাতীত।

"অনেকে বলেন, জনমতই গ্রহণ কর্ত্তব্য; কিন্তু জনমত গ্রহণ করিতে গিয়া মূর্খতাই বেশী হইয়া যায়। বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়া মূর্খজনমতের বাহুল্য দর্শনে

তাহার অনুবর্ত্তন কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। সত্যকে গণমতের দ্বারা কখনই উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। মিথ্যা-পক্ষ সত্যকে চাপা দিবার জন্য যত প্রযত্নই করুক না কেন, পরিশেষে সত্যেরই জয় অবশ্যম্ভবী।" "যাহারা অত্যন্ত মূর্খ," কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন না করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা সেবা-ধর্ম্মকে আবরণ করিতে চায়—তাহারাই উক্ত কার্য্যে সাহায্য করে।" "বর্ত্তমানে ভোটপ্রথার দ্বারা জগতের" যে জঞ্জাল সৃষ্টি হ'য়েছে, দুষ্টলোকের সংখ্যাধিক্যে শিষ্ট-লোকের আসন ও পদবী আক্রান্ত ও দুর্ল্লভ হ'য়ে অসতের তাণ্ডব-নৃত্য আজ সমাজকে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত করিয়া নিজ অপস্বার্থপরতার সহায়ক দুষ্ট-সংখ্যাধিক্যের প্রাবল্য ও উৎপীড়ন দ্বারা সমাজকে আক্রান্ত করাতে এরাজ্যে বাসের অনুপযুক্ত করিয়া জীষণ উৎপাতের সৃষ্টি করিতেছে। "Altruism-এরনামে তাহারা ভক্তির সুগম পথ হ'তে মানবজাতিকে অন্যপথে চালিত করিতেছে। প্রতারক-দলের সমস্ত প্রতারণাকে বাধা দিবার জন্যই বিষ্ণুভক্তির প্রচার আবশ্যক। জগতে বিষ্ণুভক্তিরই বহুল-প্রচার হইয়া প্রকৃত শান্তি প্রচারিত হউক, অশান্তি স্থাপনের সর্ব্ববিধ প্রয়াস প্রশমিত হউক।

"'ধাম' শব্দের অর্থ—আলোক ; যে-আলোক আমাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া দেন, সেই আলোকেরই অনুসন্ধান হউক।"

শ্রীচৈতন্য দেবের কৃপালাভ হইলে— শ্রীচৈতন্যদেবের পদনখশোভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইতে পারিবে—

জড়-ভোগ সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে। কর্ম্মবীরগণের কর্ম্ম থামিয়া গিয়া অচ্যুতভাব-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্যের উদয় হইবে; জ্ঞানী—তাঁহার অজ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিয়া পরম-মঙ্গলময় বাস্তব-জ্ঞান (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিজ্ঞান) লাভ করিবেন; গৃহী—স্ত্রী-পুত্রাদির প্রাকৃত মঙ্গল-কামনায় বিতৃষ্ণ হইয়া "সকলেই হরিভজন করুক" এই প্রকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট হইবেন; তপস্বিগণ—তপঃ-ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।" বিচার-বিশিষ্ট হইবেন; যোগীন্দ্রগণ—বায়ুরনিয়মন জন্য ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগপদবীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন। সেই সকল ব্যক্তিই বিষয়ী;—যাহারা প্রাকৃত স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্যমঙ্গল-লাভের সময়কে বৃথা ব্যয় করে। বৈষ্ণব হওয়াই সর্ব্বোত্তমতা। ব্রাহ্মণ-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য 'বৈষ্ণবতা'—কোটি কোটি জন্ম বৈদান্তিক হইবার পর লাভ হয়।

"সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সহস্রের মধ্যে একজন বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটি বৈদান্তিকের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, আবার সহস্র বিষ্ণুভক্তের মধ্যে একজন ঐকান্তি-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।"

"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপূর্ব্বক মাধ্যমিক শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই শ্রীভগবানের সহিত আমাদের Adjustment-এর প্রয়োজন ও সুযোগ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি অনুকূল হ'ন্, আর আমরা যদি প্রতিকূলতাকে বর্জ্জন

করিয়া আনুকুল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করিতে পারি;
তঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেপারি, তাহা হইলেই কৃষ্ণ
কৃপা করিয়া আমাদিগের সেবা গ্রহণ করিবেন, আর যদি
প্রতিকূল-বিচার বরণ করি—(তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়েই অগ্রাহ্য
বিচার করি) তাহা হইলেই সব ছুটি হইয়া গেল। হৃষীকেশের
সেবা সর্ব্বোত্তম-চিন্ময় হৃষিকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে।
একমত্রে বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিলেই সমস্ত অঘ বিদূরিত হইবে।
ব্যবহিত-রহিত হইলেই বাস্তব-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। যদি অনন্ত-
কাল ধরিয়া ঘিনি বাজাই, চেঁচাই, হরিবোল বলি, তাহাতে
আমাদের অসুবিধা যাইবে না। সুধু সেব্যের আনন্দ বিধানের
জন্যই সেবা। শ্রীহরি সকলের মূল, তাঁহার সেবা করিলে সক-
লেরই সেবা হইয়া যায়, নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হয়। তাহা
কেবল সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই সম্ভব। আমরা অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মত্ব
হইতে মুক্ত হইতে পারিব--যদি শ্রীহরিতে প্রপন্ন হই। এতদ্ব্য-
তীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।" "আচারহীন কখনও নিরপেক্ষ
হইতে পারে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই যিনি ভগবানের
সেবা করেন, তাঁহার নিকটব্যতীত ভাগবত কাহারও নিকট
আত্মপ্রকাশ করেন না। অবৈষ্ণবের মুখে যদি শুদ্ধ নাম
উচ্চারিত হইতেন তাহা হইলে "অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরি-
কথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ"।
শাস্ত্রে ব্যবস্থা হইত না। শ্রীভগবানের নাম ও মন্ত্রের উপা-
সনার ফল ফলিবেই।"

"সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভাণে সাধন পরিত্যাগ

করা পাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার হইয়াছে মনে করা--পাষণ্ডতা মাত্র। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলা কামুক ব্যক্তি যদি ওঁ বিষ্ণুপাদ, পরমহংস, অষ্টোত্তরশতশ্রী গোস্বামী,--ইত্যাদি গুরুবর্গের পদবী গ্রহণের ভান করিয়া লোক বঞ্চনা কার্য্যে রত হয়; এবং অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ; চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতি, ললিতমাধব, উজ্জ্বল-নীলমনি গ্রন্থ আলোচনায় অধিকারী-জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়, তাহা অপেক্ষা আত্ম-পর বঞ্চনা কার্য্য, ভগবৎ বিরোধ, অহংগ্রহোপাসনা ও পাষণ্ডতা আর নাই। বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি হরিভজন করিতে আসিয়া গোপনে পাপে ও অপরাধে প্রবৃত্ত হওয়া ভীষণাদপিভীষণ অপরাধ। দুর্ব্বলতাবশতঃ পাপাচরণকারীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু জ্ঞাতসারে পাপকারী অত্যন্ত পাষণ্ড। তাহাদের Capital punishment-হওয়া উচিৎ। অপরাধযুক্ত অবস্থায় জড়জিহ্বায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিয়া নিজেই গুরু হইব, সাধন-পথটা ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধের ন্যায় আচরণ করিব, এ সকল পাষণ্ডতা মাত্র। শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহাশয় ১৩টি অপসম্প্রদায়ের তালিকা দিয়া বলিয়া ছিলেন,—"শ্রীধামে যেন কোন প্রকার আত্মদ্রোহিতা না ঢুকিতে পারে।" পরহিংসাই—আত্মদ্রোহিতা। ধামে যেন কোন ভোগিকুলের বাস না হয়। কেবল হরিভজনকারী সদ্গৃহস্থ ও ত্যক্ত-গৃহিদের স্থান এই

অন্তর্দ্বীপ মায়াপুরে হইবে, অন্য কোন বহির্ম্মুখের স্থান হইবে না। অন্তর্দ্বীপটি ব্রহ্মার আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। ব্রহ্মার হৃদয়েই বেদবাণী প্রকাশিত হইয়াছিল। ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। তাঁদের স্থান ধাম নহে,-- গ্রাম। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদবতার বা ভক্তগণ তাহা রোধ করেন। ছোটহরিদাসেরও দেহত্যাগের পর মঙ্গল হইয়াছিল; কিন্তু তাহার অনুকরণকারীদের ত্রিবেণীর জলে নিমজ্জন হইলে আর কখনও উঠিতে হইবে না।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—ইহারা ভোগ্যা স্ত্রীর ন্যায় পুরুষাভিমানী হরিবিমুখ জীবগণকে সর্ব্বক্ষণ টানিতেছে। আমার কর্ত্তব্য—আমার মনকে সহস্র ঝাঁটা মারিতে মারিতে বিষয় ভোগকার্য্য হইতে নিরস্ত করা। জীব মাত্রেই ভগবানের দাস—দাসী, আমি কি করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতেছি। স্বয়ং কৃষ্ণভোগ্যা হইয়া অপর-কৃষ্ণ-ভোগ্যাকে ভোগ করা—তদুপরি প্রভুত্ব করা অসম্ভব ব্যাপার। সর্ব্বাগ্রে যোষিৎ-সঙ্গ বা ভোগ্য-দর্শন বন্ধ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বা তদ্বৈভব অবতারগণের, এমন কি তাঁহার পার্ষদগণের চিদ্দেহ কোন জীবভোগ্য নহে; অপ্রাকৃত কামদেবে ঘৃন্য জড়কামুকতা কখনও আরোপিত হইতে পারে না। ভগবদ্দেহকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইলে বা মূল আশ্রয় বিগ্রহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষয়-বিগ্রহকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগ করিবার যত্ন করিলে আত্মবিনাশ অনিবার্য্য।

শ্রীসীতাদেবী—একপত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, নিত্যসঙ্গিনী ও সেবিকা, তাঁহাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিবাঞ্ছারূপ নিত্যদাস্য-প্রেম বর্ত্তমান। আর সুর্পণখা রাক্ষসী হইয়া সুন্দরী রূপসীর বেশধারণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ভোগ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু শ্রীল লক্ষ্মণের নিকট উহার এই কপটতা ধরা পড়িল। তিনি উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া উহার যথার্থ স্বরূপ ধরাইয়া দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম রামানুজ লক্ষ্মণের-ন্যায় ধর্ম্মধ্বজী কপট গৌরভোগিগণের কপটতা ধরাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে ইষ্টদেবের নিকট হইতে বহুদূরে রাখেন। অনুকরণকারীর সর্ব্বনাশ হয়, তাহাদের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। অনুকরণ কার্য্যটা বাঁদরামি। উহা অতি জঘন্য ও অশ্লীল। বানরগণ অনুকরণ প্রিয়। 'অনুসরণ,' কার্য্যটা—অন্যরূপ। কি কি ভাবে সেব্যের সেবা করিতে হইবে, তাহা বুঝিয়া লইয়া সেবা করার নাম অনুসরণ। কৃত্রিমভাবে যাত্রাদলের নারদ সাজা অনুকরণ। আর সত্য সত্য মহাজনের পথে গমন—অনুসরণ। বাহিরের দিকে দেখ্‌তে একই প্রকার কার্য্য। আমি 'অনুকরণ' করিতেছি মনে করিলেই হইবে না। অনুসরণ নিজের আচরণ। তাহার বিকৃত অনুশীলনই অনুকরণ বা ঢং। হৃদয়ে বিপ্রলিপ্সা প্রবৃত্তিদ্বারা অপরকে বঞ্চনা করে' নিজেদের প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য ঐরূপ ঢং বা অনুসরণ হয়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়ী ভাবের আবেশেই অনুসরণ কার্য্যটি

সুষ্ঠু হয়। নিজেন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশ্যে কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় মহতের কার্য্যের অনুকরণ। শ্রৌতপথের 'অনুকরণ' মাত্র হ'লে অনুসরণ হয় না। প্রকৃত সদ্‌গুরুর প্রকৃত শিষ্য অনুসরণ ক'র্‌লে তবে সেই অধোক্ষজের জ্ঞানলাভ হ'বে। অন্য কোন উপায় নাই। মহাভাগবতের অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, সর্ব্বনাশ বরণ করা। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতেন—'সহজিয়া ও জাতি গোস্বামী বৈষ্ণব নয়। তাহারা নিজেকে 'সব্‌জান্তা' মনে করে, সেটা বড় হাস্যাস্পদ ব্যাপার।' মায়াগ্রস্ত ক্ষুদ্র জীবের মস্তিষ্ক আর কতটুকু। ইহ জগতের যোগী, তপস্বী, স্বর্গের দেবতা, এমন কি শ্রীনারায়ণের ভক্ত হইতেও শ্রীগৌড়ীয় গুরুপাদপদ্ম বড়-বস্তু; তাঁহার উপর গুরু-গিরির উপদেশ চালাইতে হইবে না। শ্রীগুরু পাদপদ্মের সেবকগণও ঢের বড় বস্তু। সহজিয়াগণ ভগবান্‌কে জড়-জগতের অন্তর্গত অক্ষজতত্ত্ব মনে করে। এবং নিজেকে বৈষ্ণব মনে করে। বৈষ্ণবকে নিজের সমান মনেকরে, নিজে গুরু সাজিবার জন্য ব্যস্ত হয়, নিজেকে পূজ্য মনে করে বলে—আমিই গুরু, আমাকে নমস্কুরু।" কিন্তু মহাজনগণ বলিয়াছেন—"আমিত' বৈষ্ণব—এবুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। জড় প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী॥" 'আমি গুরু' ইহা যে বলিবে, সে কখনও 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। সাধকগণের মধ্যে কণিষ্ঠাধি-কারিগণ মধ্যমা-ধিকারীর এবং মধ্যমাধিকারীগণ মহাভাগবতের অনুসরণ

করিবেন—সেবা করিবেন। অনুকরণ করিবেন না। মহাভাগবত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করিতে গিয়া ঢঙ্গ বিপ্র বেত্রাঘাত পাইয়াছিলেন। "ভগবান্ যাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন—ভক্ত কি করেন? ভক্ত ও অভক্ত মুক্ত ও বদ্ধ বা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ এক নয়। কেহ বা মহাভাগবতের অনুকরণ করিয়া অশ্রু, পুলকাদি ভাব প্রদর্শন করেন, কিন্তু ঐ অশ্রু পুলকাদি সকল ক্ষেত্রেই যে চিত্তক্ষোভের লক্ষণ,—তাহাও বলা যায় না। যেহেতু, শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন যে, যে-সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরে শ্লথ, অন্তরে কঠিন্ (দুর্গম-সঙ্গমনী দ্রষ্টব্য) এবং যে-সকল্ ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব-উদয়ার্থ ধারনা-বিশেষের-দ্বারা অভ্যাসপর; এইরূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই 'পাষাণ' সদৃশ কঠিন। হৃদয়-বিকারের মুখ্য-লক্ষণসমূহ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩।১১)—"ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্বাদি নয়টি লক্ষণে প্রকাশ করিয়াছেন। যে ভাগ্যবান্ পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় হৃদয় বিক্রিয়া বা বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে। অতএব অসাধারণ ক্ষান্তিই, নামগ্রহণে অসাধারণ আসক্তিই, হৃদয়ের-বিকারের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণবপ্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায় বহুবার নামাপরাধ গ্রহণেও নাম-

মাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না, সুতরাং চিত্তবিক্রিয়া প্রকাশক 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রু-পুলকাদি বাহ্য লক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধ-হেতু পাষাণতুল্য কঠিন, সুতরাং নিন্দার্হ। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তদ্রব সাধুসঙ্গের দ্বারা অনর্থনিবৃত্তির পর হয়, তাহাদেরও চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কালে চিত্ত দ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্যরূপ অপরাধ-বিদূরিত হয়। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত দ্রব হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে॥" কেহ কেহ বা প্রতিষ্ঠাশায়, অর্থ ও কামিনী সংগ্রহার্থ আরত্রিক কালে, কীর্ত্তনে, ভাবাবেশের অনু-করণে মূর্চ্ছাদি ও নৃত্যাদি ভঙ্গী দেখাইয়া থাকেন, তাহারাও উপরোক্ত বিচারে ঘৃণ্য ও অপরাধী বিচার করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও ভট্টথারি :—শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণবিজয়-কালে একা "কালাকৃষ্ণদাসই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বয়ংভগবান্ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মায়াধীশ ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিয়াও তিনি ভট্টথারিগণের দ্বারা কবলিত হইলেন। ভট্টথারিগণ সন্ন্যাসী সজ্জায় ছিরকির ঘরে বৈরাগ্যময় জীবন-যাপনের ছলনা করিয়া ভিতরে সুন্দরী-যুবতীগণদ্বারা তাহাদের রূপ ও কণ্ঠস্বরাদির দ্বারা দুর্বলচিত্ত অজ্ঞ লোক-দিগকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের দ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণময়ী ভোগের কার্য্যের সহায়তা করিয়া লইত। বর্ত্তমানে ভট্ট-

খারির দল অতিপুষ্ট হইয়া বাহিরে বৈরাগ্যের ও বৈষ্ণবের কাচ কাচিয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ইত্যাদির ও বৈষ্ণবের অনুকরণে ভোগাগার, মঠ-মন্দিরাদি বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রকট করিয়া ধন, জন ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ কার্য্যে অন্যাভিলাষী দুর্ব্বল লোককে ভুলাইয়া রাখিবার খুব বিরাট কারখানায় পরিণত করিয়াছেন। কেহ বা স্ত্রীধনের লোভ দেখাইয়া পুরুষকে আট-কাইতেছেন এবং কেহ বা যুবকপুরুষগণকে দিয়া যুবতী অসতি-স্ত্রীগণকে ভুলাইয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা ইত্যাদি পরমার্থ-দানের ছলনায় কপটতার প্রশ্রয়ে নিজেরাও বঞ্চিত ও জগৎকে বঞ্চনা করিতেছেন। ভক্তির ছলনায় মঠ, মন্দির, গেষ্টহাউজ, ধর্ম্মশালা প্রসাদ বিক্রয়ের ছলনাদি কত প্রকারের জগৎ-বঞ্চনাকার্য্যে রত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত ভক্তিধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করাকে শুদ্ধভক্তির নামে চালাইতেছেন। কেহ বা সন্ন্যাসী সাজিয়া গুরু অভিমানে গুরুগিরি করিতে উন্মত্ত হইয়া দল বৃদ্ধি করিয়া নরকের পথে যাইতে গৌরব ও দম্ভকে আশ্রয় করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন ঃ—

"মন তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও। বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত, দম্ভ পূজি শরীর না চাও॥ আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর, কৃষ্ণামৃত সদা কর পান। জীবন সহজে যায়, ভক্তিবাধা নাহি পায়, তদুপায় করহ সন্ধান॥ অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হ'য়ে যাও, আড়ম্বরে না কর প্রয়াস। পূর্ণবস্ত্র যদি নাই, কৌপীন পরহে ভাই, শীতবস্ত্র কান্থা বহির্ব্বাস॥ সন্ন্যাস বৈরাগ্য-বিধি, সেই আশ্রমের

নিধি, তাহে কভু না কর আদর। এ সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই, দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর॥ তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ, আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল। প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর, সাধু কৃপা তোমার সম্বল॥ বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহিক হয়, আড়ম্বরে কভু নাহি যাও। বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ গুণগণ, ফুকারি ফুকারি সদা গাও।"

শ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থ-যাত্রা ও ধামবাস :— তীর্থযাত্রী বহুপ্রকারের, কৃষ্ণসুখানুসন্ধিৎসুগণ যে তীর্থযাত্রা করেন তাঁহাদের নিজ জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছা আদৌ না থাকায় কেবল মাত্র কৃষ্ণভক্তের অনুসন্ধানার্থেই কৃত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু গাহিয়াছেন—"প্রভু বলেন,—গয়াযাত্রা সফল আমার। যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥ তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ। সেও যা'রে পিণ্ড দেয় তরে সেইজন॥ তোমা দেখিলেই মাত্র কোটিপিতৃগণ। সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন। অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান। তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥ সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার আমারে। এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥ কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রসপান। আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥ (চৈঃ ভাঃ ১৭।৫০।৫৫)।

মহাভাগবতগণের তীর্থযাত্রা :—"ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো। তীর্থী-কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥ ভাঃ ১।১৩।১০॥ অর্থাৎ – আপনার ন্যায় ভাগবত-সকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। আপনারা গদাধর শ্রীকৃষ্ণকে সতত

হৃদয়ে ধারণ করিয়া পাপিগণের পাপমলিন তীর্থ-সকলকে পবিত্র করিতে সমর্থ॥ "গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।" "গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর, এই তোমার গুণ॥" ইত্যাদি॥ (ভাঃ ১০।৮৪।১১) "ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুনন্ত্যরু-কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥" জলময় স্থান হইলেই তীর্থ হয় না, মৃত্তিকা বা পাষাণময়ী প্রতিমা হইলেই দেবতা হয় না। গঙ্গা প্রভৃতি জলময় স্থান তীর্থ হইলেও এবং শালগ্রামাদি শীলা দেবতা হইলেও বহুকাল সেবিত হইলে পবিত্র করেন; কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন॥" ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা—"তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছেন পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন। বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ॥"

আর মধ্যমাধিকারীগণ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুগণের সন্ধানে ও সাধুসঙ্গ করিবার অভিলাসে তীর্থে গমন করেন। সাধকগণ—স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহে ব্রজাদি তীর্থে বাস করিয়া নিরন্তর নিজ সিদ্ধদেহোচিত ভজন-পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

আত্মেন্দ্রিয় তর্পণকারী কামুক ব্যক্তিগণ নিজকৃত পাপ ধৌত করিবার প্রয়াসে তীর্থকে ময়লা পরিষ্কার করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অপরাধ করে। তাহাদের তীর্থকে নিজের ভোগে লাগাইবার চেষ্টা। আবার কেহবা তীর্থে বাস করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা বা প্রতিষ্ঠাশায় সাধু সাজিবার জন্য তীর্থসেবার ছলনা করেন। কেহবা তীর্থে ব্যবসায়ের

সহজে ধন-লাভাশায় ব্যবসায় করিয়া দশবিধ ধামাপরাধের ৪র্থ অপরাধ—"ধামে বসিয়া বিষয় কার্য্যাদির অনুষ্ঠান" ও ৫ম অপরাধ—"শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-মন্ত্র ও বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন করা। তীর্থযাত্রা-ব্যবসায়, হোটেল, প্রসাদের নামে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়াদি এবং ঘৃণিত হোটেলে মদ্য, মৎস্য, মাংসাদি সেবন ও ব্যবসায় ইত্যাদি ঘৃণিত কার্য্যানুষ্ঠান করে। আবার বর্ত্তমানে পিকৃনিকের প্রবল উদ্দাম মাংস, মৎস্য, মেয়ে, মদ্য ও মাইকের অপব্যবহারের যন্ত্রণায় তীর্থে সাধুগণের বসবাসের অনুপযোগী ও কষ্টকর হইয়াছে। আবার পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণের ছলনায় ধন, জন ও প্রতিষ্ঠালাভাশায় কাপট্যরূপ উপপতি-সহ প্রতিষ্ঠা ধৃষ্টা শ্বপচরমণীর সঙ্গরূপ ঘৃণিত কার্য্যকে মহাপ্রভুর পঞ্চশত-পূর্ত্তি কৃত্যের ছলনায় মায়ার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। ইত্যাদি সকলই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার ছলনায় ঘৃণিত প্রতিষ্ঠাশায় শুকরী বিষ্ঠা-ভোজন ও বিরোধকার্য্য। "গৌর আমার যে সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী-ভকত সঙ্গে।"—এই দোহাই দিয়া নিজে নরকপথের যাত্রী ও শুকরীবিষ্ঠাভোজী কৃমিকীটের 'প্রণয়ী-ভকত' সাজিয়া ঘৃণিত লোকবঞ্চনা-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সাহায্যকারী ও সঙ্গীসহ নরক-গুল্‌জার করিতে বিপুল আয়োজন করিতেছে। নিষ্কপট ব্যক্তিগণের তাহাদের বঞ্চনাময়ী কার্য্যের হস্ত হইতে রক্ষা করাও এই পঞ্চশত-বার্ষিকী-কৃত্য হইয়াছে।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয় গাহিয়াছেন—"মন তুমি

তীর্থে সদা রত। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিয়া, দ্বারাবতী আর আছে যত॥ তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে, মুক্তিলাভ করিবার তরে। সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম, চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে॥ তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর। যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত, সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥ যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ। যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ॥ কৃষ্ণভক্তি সেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে, সলিল তথায় মন্দাকিনী। গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন, আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী॥ বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই, বৈষ্ণব সেবন মোর ব্রত॥" আপনি বৈষ্ণব সাজিয়া, বৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়া, জগৎ-উদ্ধার-কার্য্য ও নাম-প্রেম-প্রচারের ছলনা, কনক, কামিণী-প্রতিষ্ঠাকামী অভক্তদের দৌরাত্ম্য ও বঞ্চনাময়ী ভক্তি-বিরুদ্ধ চেষ্টা হইতে রক্ষা কয়াও পঞ্চশত পূর্ত্তি-বার্ষিকী-কৃত্য।

হায়, আমরা এত অসৎ ও দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান গ্রহণ করিবার অনুরাগ হইতেছে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হইলে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত ব্রহ্মজ্ঞানধিক্কারী বড়লোক হওয়া যাইবে, জড়ের ঘৃণা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইবে—এরূপ নয়। অকিঞ্চন না হইলে তাহা গ্রহণ করা যায় না। মহাপ্রভুর দয়া কিরূপ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"যাঁহাকে

আমি অনুগ্রহ করি, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অল্পে অল্পে হরণ করিয়া থাকি।"

অচিদ্বিলাসে যাহাদের রুচি, তাহারা ভগবানের কথা বুঝিতে পারে না। হরিভজন না করিলে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? হরিভজন না করিলে আমরা সংসারে খা'ব-দা'ব থা'কব ও শেষকালে নরকে চ'লে যা'ব। "অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয় করিবার চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী ও বিষয়োদ্যম; অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথা; নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর; ভক্ত-ব্যতীত অন্য জনসঙ্গ এবং নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থির সিদ্ধান্ত (চাঞ্চল্য)—এই ছয়টি দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়। (উপদেশামৃত)।

ভগবানের ইন্দ্রিয়তোষণ ছাড়িয়া নিজের ইন্দ্রিয়-তোষণচেষ্টায় কেবল জড়সুখ ও নিরানন্দ মাত্রই লাভ হয়। ভোগ ও মোক্ষের ইচ্ছা হইলে ভগবান্‌কে বঞ্চনা করা হয় মাত্র, তৎফলে নিজেই বঞ্চিত হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। যাঁহারা ভুক্তি, মুক্তি চা'ন, তাঁহারা কোন প্রকারেই হরিকথা বুঝিতে পারেন না। লোকে সুখ চায়, কিন্তু পায় দুঃখ। ভোগবাসনা লইয়া মরিলে ভোগীর ঘরে জন্ম হইবে। অহো! কৃষ্ণভোগে জীবসকল কতই না বাধা দিতেছে। বৈষ্ণব কৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ করেন। অবৈষ্ণব কৃষ্ণের সামগ্রী কৃষ্ণকে না দিয়া নিজে খায়। সাধারণ লোক কামনা পূরণের জন্য যে সকল বস্তু ঠাকুরের নামে প্রদান করিতেছে; তাহা তাহারা আত্মসাৎ করিতেছে,

চুরি করিতেছে। ভগবান্ সেব্যবস্তু, তাঁহাকে কেহ ভোগ করিতে পারে না। ভোগবুদ্ধি করিতে গেলেই মায়ার ফাঁদে পড়িয়া জন্ম-জন্মান্তর কষ্ট পায়। শ্রীমতী বার্ষভানবী কেবল সেবাময়ী, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কেবল আরাধনা করেন বলিয়া শ্রীরাধা বলিয়া প্রসিদ্ধা। আর যিনি আমাদিগকে মাপাধর্ম্মে চালিত করেন অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় নিযুক্ত করেন, তিনি মায়া বা বাধা। মায়াবদ্ধ জীব ও জড়-বস্তু—কুণ্ঠবস্তু, মাপা যায়; কিন্তু হরি-গুরু-বৈষ্ণব—বৈকুণ্ঠবস্তু, তাঁহাদিগকে মাপা যায় না। অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠবস্তু স্বতঃপ্রকাশ। চোখ খোলা থাকিলে আলো পড়িবেই। সেবোন্মুখী দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে বৈকুণ্ঠবস্তুও দর্শনীয় হইবে। আমরা মাপাধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয় চালনা করিতেছি,—নিজের ভোগের জন্য। যতই লাভ আমরা গ্রহণ করিতেছি, ততই কৃষ্ণকে বঞ্চনা করিতেছি। সহজিয়াদের দুর্গতির সীমা নাই। তাহারা মনে করে—'আমরা কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় ভোগ ও ভক্তি দুইই করিলাম—আমাদের দুইকুলই বজায় রহিল। কিন্তু কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া যে নিজেরাই ঠকিতেছে, তাহা তাহাদের অপরাধাক্রান্ত মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তাধারা জাগতিক চিন্তা স্রোতের বিপ্লব আনয়ন করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে একাদশটি পরমরত্নের সন্ধান প্রদান করিয়া কৃপা করেন। (১)শ্রেষ্ঠ মুখ্য নাম, (২)মন্ত্র, (৩) শ্রীগৌরসুন্দর, (৪) শ্রীস্বরূপ, (৫) শ্রীরূপ, (৬) শ্রীসনাতন, (৭) মথুরা, (৮) গোষ্ঠবাটী, (৯)

গোবর্দ্ধন, (১০)রাধাকুণ্ড, (১১) শ্রীরাধামাধব। জাগতিক গুরুগণ আমাদিগকে মায়িক বস্তুর সন্ধান দান ক'রে স্বর্গ-মোক্ষের সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু ভগবৎপ্রেষ্ঠ ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না। পূর্ণতম গুরুপাদপদ্মের সন্ধান না পাইলে ছায়াস্বরূপ মায়িক-গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ভগবান্‌ও তাঁহার সেবা করেন। ভগবানের কৃপা হইলে ভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তভাগবতের আনুগত্যে গ্রন্থ-ভাগবত সেবনীয়।

চিজ্জগতের ব্যাপারে এই জড়জগতের মূর্খতা আবাহন করিতে হইবে না। "যত মত, তত পথ" বা সকল প্রকার যাত্রারই সমান ফল হইতে পারে না।

মৎসরতা ঃ—ছয় রিপুর মধ্যে মৎসরতাই সর্ব্বপ্রধান। রিপু অর্থে—শত্রু। শত্রুর—ধর্ম্ম অনিষ্ট সাধন করা। মাৎসর্য্যকে ভীষণ কালকূট সদৃশ বিবেচনা করাই সমীচীন। হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখ অসহনশীলতা নামক যে বীভৎস বৃত্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব-হৃদয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে, তাহা মৎসরতারই প্রকারভেদ মাত্র। বহির্ম্মুখ-বদ্ধজীবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর রিপু পঞ্চক প্রবল হইয়া একত্রিত হইলে মাৎসর্য্য-রূপে পরিণত হয়। ভগবৎসুখতাৎপর্য্য-বিহীন স্বার্থপর স্ব-সুখবিধানার্থে হিংসাকে আশ্রয় করে; ও তৎসহচর অন্য রিপুপঞ্চক একে একে মৎসরতাপূর্ণ হৃদয়ে আবির্ভূত হয় ও তাহাদের তাণ্ডবনৃত্যফলে সেই মূঢ় মানব ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতার

ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে নরকাভিমুখে গমন করিতে থাকে। ভোগ বা মোক্ষপর মানবগণ হিংসাক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া যে ভীষণ হিংসাজাল বিস্তার করিতেছে, অজ্ঞানান্ধতা-বশতঃ স্বীয়বলে তাহা ছিন্ন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। জাগতিক ভালবাসার মূলদেশে মৎসরতার সহচররূপ স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করে, তাহার প্রেরণায় নিজ ছিদ্রটীকে কেহ সহসা অন্যের নিকট স্বার্থহানির ভয়ে ব্যক্ত করিতে চাহে না; মৎসরগণ ইহা বুঝিয়াও বুঝে না। সাধুবেশধারী রাবণের ন্যায় হিংসাবৃত্তি স্বীয় বীভৎসরূপ আচ্ছাদন করতঃ মোহনমূর্ত্তিতে বদ্ধ-জীবকে মুগ্ধ করিয়া সর্ব্বনাশ করে। মৎসরগণ-কর্ত্তৃক যাবতীয় গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। পরদ্রব্যাপ-হরণ; পরস্ত্রী হরণ, মিথ্যাভাষণ, জীবহত্যা, সাধুনিন্দা, ভগ-বদ্বিদ্বেষ, গৃহব্রত পালন, অসৎশাস্ত্রপ্রনয়ণ, কপটভক্তি-প্রচার চৌর্য্য, ডাকাতি ইত্যাদি জঘন্য কার্য্য করিতে মৎসরগণ আদৌ পশ্চাৎপদ নহে, বরং তত্তৎকার্য্য-সাধনের জন্য তাহারা সতত লালায়িত থাকে ও তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে আপনা-দিগকে কৃতার্থ মনে করে। মৎসরতা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইলে কুশিক্ষা আদৌ জগতে স্থান পাইত না, জগৎ বৈকুণ্ঠা-কারে ভাসমান থাকিত, জগৎ পরিপূর্ণ সুখের আলয় হইত। স্বার্থপরতার অভাবে সকলেই কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবাপর হইতেন এবং অপরাপর জীবে প্রগাঢ় সেবাপ্রবৃত্তি-দর্শনে আপনাকে সর্ব্বোত্তম মনে না করিয়া দৈন্য-রত্নে জীবহৃদয় সুশোভিত থাকিত। ভগবৎসুখানুসন্ধানপ্রবৃত্তি-পূর্ণভাবে

থাকাতে সাধুর হৃদয়ে মৎসরতার পূতিগন্ধ আদৌ থাকিতে পারে না। ভগবৎসেবার বৃত্তি জীবের শুদ্ধস্বরূপে যে স্বতঃ-সিদ্ধরূপে সদা বর্ত্তমান আছে—তাহা মৎসরতা-দুষ্ট কল্পনার সহ কখনই সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। মৎসরতাকে খর্ব্ব করিতে যে সকল নৈতিক নিয়ম বা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রাপক উপাসনার বিধি মৎসরগণ-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মৎসরতার উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই সাধিত হয়।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সমস্ত রিপুপঞ্চক জয়—সাধু-কৃপায় সম্ভবপর বলিয়াছেন। এবং (ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫ শ্লোক) অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং, ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং, ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥ আন্বিক্ষিক্যা শোকমোহৌ, দম্ভং মহদুপাসয়া। যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্য-নীহয়া॥ কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা। আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া। রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ। এতৎ সর্ব্বং গুরৌভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥” অর্থাৎ—“অসঙ্কল্প-দ্বারা কাম জয় করিবে। এইরূপ কাম-পরিত্যাগ-দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থবিচার-দ্বারা লোভ; তত্ত্ববিচার দ্বারা ভয়; আত্মানাত্মবিবেক-জ্ঞান-দ্বারা শোক মোহ; মহাপুরুষের সেবাদ্বারা দম্ভ; মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায় সমূহ; কামাদি চেষ্টারাহিত্য দ্বারা হিংসা; কৃপা-দ্বারা ভুতজন্য দুঃখ; সমাধিদ্বারা দৈব-দুঃখ; যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ; সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয়

করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই সত্বর জয় করিতে সমর্থ হন।” অতএব সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগুরুসেবাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্বর এবং সহজপন্থা ইহা সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যাহারা মহাজনপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন বা তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহারা শুদ্ধ গৌড়ীয় ভজন-প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহাদের সঙ্গক্রমে ভজনে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। যাহারা মহাজন পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভাশায় বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা পুরুষবেশ গোপন করিয়া স্ত্রীবেশকেই ভজন বলিয়া স্বীকার করে তাহারা গুর্ব্বাবজ্ঞা অপরাধে অপরাধী। তাহারা কখনও নির্ম্মল ব্রজরসের সন্ধান পায় না, জড়রসকে ব্রজরস বলিয়া বরণ করিয়া পতিত হয় এবং তদনুগ জনকেও পাতিত করে। সেই সকল ভক্তিনাশক অপরাধীর সঙ্গ প্রভাবে বালিশগণের সর্ব্বনাশ হয়।

যাহারা বংশ গৌরবের মোহে অন্তর্দৃষ্টিহীন হইয়া বংশবিশেষেই মহাজনত্ব আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া “যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।”—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া অতাত্ত্বিক গুরুবংশ স্থাপন করিতেছেন, তাহাদের অপরাধের সীমা নাই।

শ্রীচৈতন্যদেব ও শুদ্ধভজন প্রণালী—শ্রীগুরুচরণে ঐকান্তিকভাবে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর শ্রীনামভজনে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই ভক্ত্যঙ্গগুলি শ্রীরূপপাদ-বর্ণিত চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের

অন্তর্গত ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন-সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবে। নিজের অধিকার উন্নতির জন্য ক্রম স্বীকার করিয়া প্রথমে অর্চ্চনের সহিত কেবল শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে। তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধিমূলে অনর্থনিবৃত্তি বা জীবন্মুক্তি ঘটিলে ক্রমে রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি আপনা হইতেই ঘটিবে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃত্রিমভাবে উহাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে গেলে অনর্থ কেবল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, জড় ভোগ-পিপাসা নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে উহা হৃদয়ে আরও বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। তবে যে—'শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদ্রোগ কাম বিদূরিত হইবার ব্যবস্থা আছে,'—তাহা জাতনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে। যে অবস্থায় শ্রদ্ধা ঘনীভূত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে, সাধন পর্য্যায়ের এই অবস্থা হইতে সুফল ফলে। এখানে শ্রদ্ধা বলিতে লৌকিক প্রারম্ভিক শ্রদ্ধা মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে না। যথা ভাঃ ৩।২৫।২৫—সতাং "প্রসঙ্গাৎ" শ্লোক এবং ভাঃ ৭।৫।২৩—২৫—"শ্রবণং কীর্ত্তনং" শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

গোস্বামী :—কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন অপরাধী ব্যক্তি আচার্য্য-সন্তান পরিচয়ে পরিচিত হইয়া শিষ্য-দ্বারে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার্জ্জুনকেই জীবনের সার জানিয়া ভক্তভাবে গৌর গৌর করিয়া শিষ্যের অর্থে পুষ্ট হইতেছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে গোস্বামীর লক্ষণ :—
"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স

শিষ্যাৎ ॥”—এই “ছয় বেগ যিনি দমন করিতে পারেন তিনিই গোস্বামী ॥” কামক্রোধাদির দাসে নিজ প্রতিষ্ঠার লাভাশায় বলপূর্ব্বক নিজদিগকে ‘গোস্বামী’ নামে জাহির করিতে প্রযত্ন করিতেছেন। ইহারা বা ইহাদের অনুগত কখনও গৌড়ীয়-ভজন প্রণালী প্রাপ্ত হইতে পারে না। গৌড়ীয় ভজন প্রণালী একমাত্র নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণেরই সুরক্ষিত ধন। ভোগী-সম্প্রদায় ইহার কোন সন্ধান পাইতে পারেন না। কেহ কেহ বা ভোগবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য নানা দেবদেবীর উপাসনা করিয়া ও শিষ্যবর্গকে করাইয়া ভজন পথ হইতে সকলে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। কেহ বা সাধক অবস্থায় নির্জ্জনে বসিয়া মালা টানিয়া, কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণের চেষ্টা করিয়া ও কষ্টকল্পনাসহকারে দৈন্যের অভিনয়—যাহা সিদ্ধের পক্ষেই সম্ভব, তাহার অনুকরণকেই ভজন মনে করিয়া মহাজনের অনুকরণ করিয়া নিজের অনর্থ বর্দ্ধন করিয়া পতিত হইতেছে। কেহ বা স্মরণ ও ভজনকে প্রতিষ্ঠাশায় মাইকযোগে কীর্ত্তনের অনুকরণে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। এই সকল বিষয় শ্রীমন্মহাপ্রভু বা অনুগত মহাজনগণ কোন প্রকারে অনুমোদন করেন নাই। বরং তীব্রভাবে নিষেধই করিয়াছেন। কেহ বা ‘নাম যে কোন প্রকারে করিলেই হইবে’—মহাপ্রভুর এই উপদেশ আমরা পালন করি। সিদ্ধান্তালোচনা ইহার বিরুদ্ধ। কেহ নাম-ভজন পদ্ধতির উপদেশ দিলে তাঁহাকে ‘তৃণাদপি সুনীচতার’ অর্থের অপব্যবহারকারী ও দাম্ভিক বলিয়া তিরস্কার করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ করিতেও প্রবল উৎসাহী।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ভিক্ষা ঃ—অগৃহি বৈষ্ণবগণ ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিরেন। ভিক্ষা ৫ প্রকার। (১) মাধুকরী, (২) পূর্ব্বের অনুদ্দিষ্ট—অসংক্লিপ্ত। (৩) পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রাক্‌প্রণীত, (৪) অজগর বৃত্তির ন্যায়—অযাচিত। (৫) দৈবাৎপ্রাপ্ত—তাৎকালিকোপপন্ন। তন্মধ্যে—(১) যাঁহাদের কায়মনোবাক্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিসেবায় দণ্ডিত হইয়াছে, সেই নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ নামপ্রেম প্রচার ও সদ্‌গ্রন্থ প্রচারাদি জগন্মঙ্গল কার্য্যার্থে যে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহা সকলই 'মাধুকর, ভৈক্ষ্য'। অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রতী, ভারবাহী কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের তাহাতে অধিকার নাই। কপটী, ফল্গু, মর্কটবৈরাগীগণ নিষ্কিঞ্চণ মহাভাগবতগণকে বঞ্চিত করিয়া নবদ্বীপ, বৃন্দাবনাদি তীর্থে বা অন্যত্র মাধুকরী ভিক্ষার নাম করিয়া হরিভজনহীন দগ্ধোদর পূরণের জন্য 'মাধুকরী-ভিক্ষা' নহে। সমস্ত মধুই শ্রীকৃষ্ণের কামবর্দ্ধনার্থ নিযুক্তকারী অকপট সাধুগণের ভিক্ষা—তাঁহাদের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা। যদি বহু নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ একজন সেব্যের সেবার উদ্দেশ্যে পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া বাস করেন তবে তাঁহাদের মিলিত শুদ্ধ সংঘ মধুচক্র-রূপে পরিণত হইবে। আর যদি স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে মধুর জন্য পৃথক্ ভাণ্ডার করিয়া সেব্য কৃষ্ণকে বঞ্চিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইয়া পরস্পর মারামারি করিয়া মধুচক্র-স্থলে বিষচক্র সৃষ্টি করিবে। অতএব একমাত্র স্বরাটের ও তৎপ্রকাশবিগ্রহ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের মনোহভীষ্ট-পূর্ত্তির উদ্দেশ্যে ভারবাহি-

সম্প্রদায়কে ভারবহণ-কার্য্য হইতে মুক্তি-প্রদানের জন্য তাঁহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, "মধুকর-ভৈক্ষ্য"-রূপে আহরণ করেন। উহার ভোক্তা—স্বয়ং কৃষ্ণ, আর তাঁহার উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মা, সূর্য্য ও সমস্ত ভূত এবং সমস্ত জগতের জীব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্মফলবাধ্য, ক্ষুধাতাড়িত ভিক্ষুককে কর্ম্মি-সম্প্রদায় যে দান করেন, তাহা ভারবাহিতা-মাত্র। ব্যক্তিগত বা বহু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ ভিক্ষাগ্রহণ—ঋণ-গ্রহণ মাত্র; ঐ ঋণ কোনও না কোন প্রকারে এই জন্মে বা পরজন্মে ঐ কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুককে শোধ করিতেই হইবে। কোনও অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক-বিশেষ বা তজ্জাতীয় বহু কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুক যে দান গ্রহণ করে, ও দাতা দান করে, তদ্দ্বারা ভিক্ষুক বা দাতার কোন মঙ্গল, নিত্যমঙ্গল বা উপকার হয় না। একজনকে উপকার করিতে অন্যকে বঞ্চিত, নিরাশ বা প্রাণীহত্যা করার জন্য পাপ সংগ্রহই লাভ হয় মাত্র। আর ভেট, দক্ষিণা, ব্যবসায়ীর-দর্শনী, ঈশ্বরবৃত্তি, বস্তুর বিনিময়ে দেয় শুদ্ধ ভিক্ষা নহে। চাঁদা আদায় করিয়া পূজার ছলনা ও জোর করিয়া আদায় করিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ছলনাদি অপস্বার্থপরগণের ইন্দ্রিয়তর্পণকারী কার্য্যসমূহ দেশের সমাজের বক্ষে শেলবিদ্ধ করিয়া ধর্ম্মের ছলনায় ঘৃণিত জঘন্যতম সমাজ ও দেশের বিরোধী-কার্য্যমধ্যে গণ্য।

কিন্তু শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কামসেবাই যাঁহাদের জীবন, তাঁহারা বিঘশাসী, শ্রীগুরু-কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী। তাঁহাদের ভিক্ষা—"মহামন্ত্র-জপ, কীর্ত্তন, শ্রীহরিধ্যান,"। তাহা

সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপকার বা প্রকৃত পারমার্থিকতার জন্য উদ্দিষ্ট হয়। ইহা সকল জীবের অভাবের নিদান—'ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা-দূরীকরণের—ভগবানের সেবার দুর্ভিক্ষ-অপনোদনে নিযুক্ত হইয়া তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল সাধিত হয়—যথার্থ পরার্থিতার শ্রেষ্ঠ ফল-লাভ হয়। ইহা মুক্ত, অমুক্ত—সকলেরই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন-সাধক। 'মাধুকর ভৈক্ষ্য' কোনও ভূতোদ্বেগ উৎপন্ন করে না অর্থাৎ সকলেই অল্প অল্প করিয়া ভগবৎ-সেবার্থ প্রদান করিতে সমর্থ হয় এবং সারগ্রাহী ভিক্ষুক বহু-স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহু লোকের প্রদত্ত দ্রব্য ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া বহুলোকের কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। বহু লোকের একত্র উপকার করিতে হইলে 'মাধুকর ভৈক্ষ্যই' শ্রেষ্ঠ। বহু লোক মিলিত হইয়া যেরূপ হরি-সংকীর্ত্তন সাধিত হয়, সেরূপ বহু লোকের উপায়ন-দ্বারাও নাম-প্রেম প্রচারের আনুকূল্য হয়। এই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তনকারীগণকে মাধুকরী-ভিক্ষা আহরণ করিতে বলিয়াছেন। "মাধুকর ভৈক্ষ্য" ও "নাম সংকীর্ত্তন"—একই তাৎপর্য্যপর। শ্রীবিগ্রহের প্রণামীও মাধুকরীর অন্তর্গত। কিন্তু ভেট প্রথা অত্যন্ত অপরাধময়ী। হরিকীর্ত্তন বিস্তারে পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যই যুগপৎ নিয়োজিত হইতে পারে। ইহা দ্বারা বিশ্বের পরম ও ঐকান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়। অসংক্লিপ্ত ভিক্ষায় অনেক সময় ভিক্ষুককে নির্য্যাতিত ও প্রত্যাক্ষাত হইতে হয়। কখনও বা বহু দ্রব্যও লাভ হইতে পারে। শ্রদ্ধাবান্ ঐকান্তিক গৃহস্থগণের নিকট হইতে প্রাক্-

প্রণীত ভৈক্ষ্য লাভ হইয়া থাকে। অযাচিত ভিক্ষা, আকাশবৃত্তি বা অজগরবৃত্তির দ্বারা ভজনানন্দিগণ জীবন নির্ব্বাহ করেন।

এতদ্ব্যতীত কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ ভৈক্ষ্য মানবজাতি সর্ব্বক্ষণই এই জগৎ হইতে আহরণ করিতেছেন। কায়িক ভৈক্ষ্য—স্থূল, আর বাচিক ভৈক্ষ্য—সূক্ষ্ম। এই উভয় ভৈক্ষ্য মানসিক ভৈক্ষ্যের অনুমোদন অপেক্ষা করিয়া থাকে। মানস ভৈক্ষ্য নিয়ন্তৃরূপে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ভারদ্বয়ের বিচার করে। কিন্তু যাঁহাদের মনোনিগ্রহ হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে "মাধুকর-ভৈক্ষ্য"-আহরণে যোগ্য হইতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও সভা সমিতি :—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-মূলে ভক্তগণ যাহাই আচরণ করুন না কেন, তাহাতে মায়ার অবরতা ও হেয়তা বা গুণমিশ্রিত হইবার সাধ্য না থাকায় সকলই সুনির্ম্মল, মঙ্গলময় ও আনন্দদায়ক। কিন্তু তাহা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে সাধিত হওয়ায় জগতের অমঙ্গল ও মহা অপরাধময়ী কার্য্য হয়। তাহাদের শুভাশুভ কর্ম্ম ভক্তিবাধক অজ্ঞান তমোধর্ম্ম ও মন্দ উদয়কারিণী। নিজের ধন, জন ও প্রতিজ্ঞা সংগ্রহার্থে কাপট্যের তাণ্ডব নৃত্য। মহাভাগবতগণ শিক্ষিত ও সম্মানী-ব্যক্তিকে কৃপা করিতে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক হরিভক্তি প্রদানের সুকৌশল বিস্তার করেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। আর তাহার অনুকরণে কেহ বা অর্থ ও

প্রতিষ্ঠাশায় সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সভাপতি ও প্রধান অতিথি প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগকে গুরু করিয়া অভক্তগণের দ্বারা নিজ সম্মান, প্রতিষ্ঠার সুখ্যাতি আদি শুনিতে যাইয়া কখনও স্তুতি, কখনও তীব্র শাসনময়ী গালি ও নিন্দাইও প্রাপ্ত হইয়া—'নায়কপূজার প্রাপ্য ফল' লাভ করিয়া অসিদ্ধান্ত প্রচার ও সমর্থন এবং ধন্যবাদাদি কপটতায় আবাহন করেন। কেহ বা মামলা জয় করিতে বিচারপতিকে, কেহ প্রতিষ্ঠা লাভাশায় মন্ত্রীকে আবাহন ও সভাপতি করিয়া তাহার সমান আসনে বসিয়া নিজেকে জাহির করিতে—প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা ভোজন করিয়া কৃমিকীটের গ্যাজগ্যাজানি ও উল্লম্ফন-কেই ভক্তির দোহাই দিয়া তাহার সহায়কারী ও অনুমোদক-গণ সহ অনন্তকালের জন্য নরক গমনের বিপুল প্রচেষ্টা করেন। আবার 'অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণ' পূত হরিকথার বিপরীত কামুক-গণকে নিজ দলভুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনোদ্দেশ্যে ৫, ১০, ১৫ মিনিট মধ্যে হরিকথার ছলনা করিয়া অপরাধের চরম পরাকাষ্ঠা লাভ ও অনন্তকালের জন্য নরক গমনের সহজ ও সুব্যবস্থা করেন। আবার পাপীগণের প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠাশায় লোকরঞ্জনের জন্য ঢপ-গান, বেশ্যার নৃত্য ও সুকণ্ঠ কীর্ত্তন এবং বাদ্যাদির বিপুল আয়োজন ধর্ম্মসভার নাম দিয়া মহাপ্রভুর বিরোধ আচরণ কার্য্যেই পরম উদ্যম করিতেছেন।

গৌরধামের সেবার ছলনা ও পঞ্চশত বার্ষিক কৃত্য ঃ--
শ্রীগৌরসুন্দরের তদ্রূপবৈভব, লীলাশক্তি প্রকটিত স্বপ্রকাশ

শ্রীধাম প্রকট করিবার ও তাঁহার অচিন্ত্য মহাশক্তির সৃজন করিবার কাহারও শক্তি নাই। মাৎসর্য্যপরায়ণ অপরাধী যে জড় বিদ্যাবুদ্ধি ও বহির্ম্মুখ অজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় তাহার দুরভিসন্ধিমূলক প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যার অপব্যবহার ও অসামর্থ্যতা গৌরবিরোধ চেষ্টা তাহা কেবল নিজের ও হতভাগা অজ্ঞলোকের সর্ব্বনাশ সাধনচেষ্টা মাত্র। স্বরূপশক্তির গৌরসুন্দরের সুখানুসন্ধানময়ী চেষ্টা হইলে তাহার প্রধান লক্ষণ—দৈন্য ও নিজের দোষ শোধনের চেষ্টা। কিন্তু তাহারা একটু নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিলেই সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে,— তাহাদের উৎসাহ, চেষ্টা ও কৃত্যের মূলে ধন, জন, প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহরূপ কাপট্যরূপ উপপতিসহ ধৃষ্টা শ্বপচরমণী প্রতিষ্ঠাশার তাণ্ডব নৃত্য। তাহারা কি সহজ সমাধিস্থ হইয়া গৌরধামের স্বরূপস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত ধামসেবার্থে লাভ করিয়া-ছেন? তাহাদের ধামের স্বরূপ নয়নে কি স্ফূরিত হইয়াছেন? ধামের তত্ত্ব, স্বরূপ, মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যাদি কি সিদ্ধ স্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন? তাহারা কল্পিত ছড়ায় অবিদ্রুঢ়ি-বৃত্তিতে যে পয়ার বা গদ্য-পদ্যরচনা করিয়াছেন তাহাতে মাৎসর্য্যের দুর্গন্ধ এত প্রবল যে—'তাহা বিষ্ঠা গর্ত্তে ফেলিয়া গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ হইতে হয়।' গৌর কৃষ্ণ-পার্ষদগণের সহিত বিবাদ বা বিরুদ্ধ আচরণ কখনও কোন প্রকারে সাধুগণ করিতে পারেন না। নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে নববিধা ভক্তির পীঠ প্রত্যেক স্থানের সেই সেই ভক্তির প্রভাব নিষ্ঠাযোগে প্রকাশিত হইয়া অচিন্ত্য শক্তির প্রবল প্রকাশ করিতে

বিরাজিত। তাহাতে দাস্য রসের স্থানকে, বাৎসল্য ও আত্মনিবেদন ক্ষেত্রে পরিণত করা কাহারও সাধ্য নাই। বিশেষতঃ যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম তাহার অপলাপ করিলে মহান অনর্থের সৃষ্টি হইবে। অতএব কপটতা ত্যাগ করিয়া, বৈষ্ণবাপরাধ হইতে অব্যাহতি পাইতে সর্ব্বক্ষণ, সর্ব্বপ্রযত্নে, সর্ব্বতোভাবে, সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া, তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধীভূত হইয়া, ধৃষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া—যাঁহাদের চরণে অপরাধ হইয়াছে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলে মহান-অনর্থের ও অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার পর লাভবান হইতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রবল ব্যক্তি, নায়ক, রাজশক্তি, জনশক্তি, ধনশক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল কেহই অপস্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারিবে না, বরং আরও অমঙ্গল সাধন করিয়া দলপুষ্টি করিয়া নরক গুল্‌জারের সাহায্য করিবেন। বৈষ্ণব অপরাধীর কথা শাস্ত্রে ঃ—"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে।। হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুদ্ধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্।।" (স্কন্দপুরাণ) এবং "শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে। তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্র-বৃন্দে।।" ইত্যাদি বহু শাস্ত্র প্রমাণ দৃষ্ট হয়। আর মাৎসর্য্যের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। "সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ' হৃদয়। কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয়।। "মাৎসর্য্য"-চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা। পরম-পবিত্র-স্থান 'অপবিত্র' কৈলা।। (চৈঃ চঃ মধ্য)। আবার কপটতা

সম্বন্ধে,—"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥ (ভাঃ ২।৭।৪২)। "ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হ'ন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা অলৌকিকী মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ঐ সকল কুক্কুর-শৃগাল-ভক্ষ্যদেহে "আমি ও আমার" বলিয়া শরণাগত ভক্তের অভিমান থাকে না।"

অতএব যাহাদের এই সকল দোষ পরিপূর্ণ মাত্রায় একত্রিত হইয়া উক্ত অপরাধময়ী কার্য্যে ব্রতী ও উৎসাহিত করিতেছে তাহারা ঐ সকল সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব চরণে একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করিলেই মঙ্গল। নচেৎ ধৃষ্টতা করিয়া নিজ দোষ অস্বীকার করিয়া দলবদ্ধ হইয়া মায়ার নিকট প্রাপ্ত সর্ব্ব বিরোধের উপকরণ পাইলেও নরক গমন কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শ্রীনাম-ধাম ও পার্ষদ-বিরোধ-আচরণ-কারীর পরিচয়—

শ্রীচৈতন্য মনোহভীষ্ট জ্ঞাতা প্রচারকপ্রবর শ্রীগৌরকৃষ্ণের পার্ষদপ্রবর কৃপাপূর্ব্বক সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শাস্ত্রের প্রমাণসহ প্রকাশিত করিয়াছেন যথা—(১) "ধর্ম্ম ব্যবসায়ী, (২) চরিত্রের অন্তরের ও বাহিরের দোষ, (৩) ব্যভিচার ও লাম্পট্যাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারকারী, (৪) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বা স্ত্রৈণ, (৫) গৃহব্রত ধর্ম্ম সমর্থনকারী,

(৬) মৎস্য, মাংস, পান, তামাক, গাঁজা, ভাঙ্গ, চা, চুরুটাদি নেশামত্ত, (৭) ইন্দ্রিয়-তর্পণকে ভক্তি বলিয়া স্বীকারকারী, (৮) হাটে বাজারে রসগান শ্রবণ বা কীর্ত্তনকারী, (৯) ভাড়াটিয়া পাঠক ও বক্তা, (১০) লোক দেখান শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারী, কিন্তু নিজে অন্যরূপ আচরণকারী, (১১) কোন অবতার খাড়াকারী, (১২) মর্কট-বৈরাগী, (১৩) শ্রীমন্মহাপ্রভুর-প্রচারিত নাম-কীর্ত্তনাদি ছাড়িয়া ছড়া-কীর্ত্তনকারী, (১৪) প্রাকৃত পুরুষ দেহকে অপ্রাকৃত গোপীদেহ-বাদী ও অভিনয়-কারী, (১৫) দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া গতানুগতিক-প্রথাতে বর্ণাশ্রম স্বীকারকারী, (১৬) মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ স্বীকারকারী, অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত আরোপকারী, (১৭) বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী, (১৮) অপ্রাকৃত বৈষ্ণবতাকে শৌক্রগত প্রাকৃত বিচারকারী, (১৯) আউল, বাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ীর সহিত আচার, ব্যবহার, পরিচয়, আলাপ, আনুগত্য, শিষ্যাদি কোনও সম্বন্ধে সম্বন্ধিত ব্যক্তি, (২০) উহাদের কোন না কোন একটির দলপতি বা মত-সমর্থনকারী, (২১) উন্মার্গগামী গুরুর শিষ্য, (২২) বৃষলীপতি, (২৩) বৃষলীপতিকে প্রশ্রয়দাতার শিষ্য, (২৪) পতিত ও পতিতগণের পাতিত্য সংরক্ষণ করিয়া শিষ্যকারীর শিষ্য, (২৫) শুদ্ধভক্তি প্রচারে যাহাদের কোন ক্ষতি হইয়াছে, (২৬) শুদ্ধভক্তি-প্রচারফলে যাহাদের-প্রতিষ্ঠা, অর্থ, সন্মানাদির ক্ষতি ও শিক্ষিত সুধী সমাজের দ্বার ঘৃণিত ও উপেক্ষিত, (২৭) বৈষ্ণবতা ও ব্রাহ্মণতায় অভাব হেতু ব্যবসায়াদিতে

ক্ষতি ভোগকারী, (২৮) বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়দিয়াও স্মার্ত্তের সহিত আচার ব্যবহার রাখিতে বাধ্য, (২৯) সামাজিক ব্যাপারে স্মার্ত্ত-মুখাপেক্ষী, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-কারী (৩০) মহাপ্রসাদে ডাল, ভাত বুদ্ধিকারী স্মার্ত্ত, (৩১) কৃষ্ণোপাষক মুখে, কার্য্যতঃ অন্যদেবপূজক পঞ্চোপাসক, (৩২) মনোধর্ম্মী ও প্রসিদ্ধ জাগতিক ব্যক্তির তোষামোদ-কারী, (৩৩) শিষ্যানুবন্ধী, অর্থলোভে শিষ্যের অসদাচারের শোধনে অসক্ত ও ষড়বিধ সঙ্গকারী, (৩৪) দেবল, (৩৫) সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাষাদির প্রশ্রয় প্রদানকারী, (৩৬) বিচাররহিত প্রাকৃতভাব-প্রধান, (৩৭) অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া হরিভজনের অভিনয়কারী, (৩৮) ত্রিবিধ বৈষ্ণবকে সমান সম্মানের পাত্র মনেকারী, (৩৯) চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী ; (৪০) গুরু-বৈষ্ণবকে শিক্ষা বা শাসন করিবার ধৃষ্টতাকারী, (৪১) যিনি কৃষ্ণ-প্রীত্যার্থে-ভোগত্যাগ-পূর্ব্বক গুরু-কৃষ্ণ সেবা করেন না, (৪২) গুরুরপায়ে তুলসী প্রদানকারী, (৪৩) গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী, (৪৪) ব্যবসায়ি গুরুর দালাল, শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধাচরণকারী, (৪৫) শ্রীধামে বসিয়া ব্যবসায় ও তাহার পক্ষপাতী, (৪৬) নামাপরাধকে নাম ও ধামাপ-রাধ করিয়া ধামবাস হয়—বিচার ও আচরণকারী, (৪৭) ধামে বসিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী (৪৮) ধামের সেবা ও ঔজ্জ্বল্য-বিধানে অপস্বার্থপরতার ক্ষতির আশঙ্কাকারী, (৪৯) ধাম, নাম-ব্যবসায়ীর আত্মীয়, বন্ধু ও সহযোগী বা মাৎসর্য্য-পরায়ণ। (৫০) আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ মূলে শ্রীগৌর-কৃষ্ণের, নাম,

ধাম, লীলা, পরিকর ও প্রচারের বিরুদ্ধে যে কোন কর্ম্ম বা ভক্ত্যঙ্গ সাধনের ছলনা করেন এবং তৎকার্য্যে সহায়কগণ।" উপরোক্ত পঞ্চাশটি বা তদতিরিক্ত অন্যান্য শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল বিষয়ে চেষ্টান্বিত বা অনুমোদনকারী-গণ যতই চেষ্টা করুক বা সাধনাগ্রহ করুক না কেন; কেবল বঞ্চিতই হইতে হইবে। উক্ত কালনেমী, ধর্ম্মধ্বজী, পাষণ্ডের সহিত বাক্যালাপ—দর্শনাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। তাহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজন ও প্রণামাদিত দূরের কথা তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট দিলেও অধঃপতন অনিবার্য্য।

শ্রীচৈতন্যদেব ও মঠ মন্দিরাদি—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-পূর্ত্তিহেতু মহাভাগবতগণ যে মঠ-মন্দিরাদির স্থাপন—তাহার মূলকথা সেই বৃত্তির ভাণ্ডার সঞ্চারোদ্দেশ্যে। কিন্তু তাহার অনুকরণে ধন, জন ও প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছায় পাল্লাদিয়া ঘৃণিত-চিত্তবৃত্তিগণের মঠ-স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। "মঠ মন্দিরাদির না কর প্রয়াস"। "আমরা ইট-কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হ'তে আসি নাই। শ্রীচৈতন্যবাণীর পিয়ন,' প্রতি জীবের শুদ্ধচেতন-সত্তায় শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত হউক" ইত্যাদি। তাঁহাদের মঠ-মন্দিরাদি প্রায় শ্রীচৈতন্যের বাণীতে আকৃষ্ট, শুদ্ধভক্তির অভিলাষী, সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অর্থে হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত ব্যক্তি-গণের পাপের লাঘবার্থে, অর্থে, মঠ-মন্দিরাদি পাপের স্তুপ-রূপে জগজ্জঞ্জালে পরিণত হইতেছে। পাল্লাদিয়া ও ঘৃণিত তামসিক বৃত্তিতে মঠ-মন্দির নির্ম্মাণে অপরাধীর ইন্দ্রিয়-

তর্পণের আগার হইতেছে। অনুপযুক্ত অনধিকারী বহির্ম্মুখ লাভ, পূজা, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহার্থে অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত অর্থে প্রস্তুত অনুপযুক্ত লোককে স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া গুরুগিরি করিয়া শিষ্যদ্বারা যে মঠ-মন্দির,—তাহা জগতের অমঙ্গলপ্রসূ জগজ্জঞ্জালে পরিণত হইয়াছে। সেই হতভাগা বৈষ্ণবাভিমানী পতিত শিষ্যগণ বৈষ্ণবের সমালোচনা, নিন্দা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ-সাধনাগারে পরিণত করিতেছে। কর্ম্মকাণ্ডকেই সেবা ও জ্ঞানকাণ্ডকেই সেবানুকূল পাণ্ডিত্য মনে করিয়া মঙ্গলকামীগণ সদলবলে নরকগমনের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতেছে। মহাপাপীগণও যাহা করিতে ভীত হয়, ইহারা তাহা অবাধে করিতে উৎসাহিত হইয়া নাম বলে পাপবুদ্ধিরূপ ভীষণ নামাপরাধ করিতে উন্মত্ত হইয়াছে। অযোগ্য গুরু তাহার রোধ করিতে অক্ষম হইয়া প্রশ্রয় দিয়া নিজেও তাহাদের অপরাধ-প্রশ্রয়ী হইয়া নরকের পথ অতি সুগম করিতেছে। তাহারা বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে "আদার ব্যাপারী হ'য়ে কি কাজ জাহাজ ল'য়ে" বাক্যের অর্থ না গ্রহণ করিয়া নিজকে যোগ্য মনে করিয়া ভীষণ অপরাধ করিতেছে। মূল উপাদানকারণ জীবদুঃখে-দুঃখী জীবের একমাত্র হিতাকাঙ্খী শ্রীলঅদ্বৈতার্য্যের প্রার্থনা —"বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে। তোর ভক্ত, তোর ভক্তি, যে-যে জন বাধে। সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি' মরুক পুড়িয়া। আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-গুণ গাঞা॥" এবং "মহাঅগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন। পোড়য়ে পাষণ্ড-পতঙ্গ

দুষ্টগণ ।। যে পাপিষ্ঠ পরনিন্দে, পরদ্রোহ, করে। চৈতন্যের মুখাগ্নিতে, সেই পুড়ি' মরে ।।" ইত্যাদি।

বিগ্রহ ব্যবসায় ও ধামসেবাছলে মন্দিরাদি—মহা-অপরাধময়ী কার্য্য।

মায়ার বিমুখমোহন-কার্য্যের জন্য সরবরাহ--ধন, জন ও প্রতিষ্ঠাদি পাইয়া নিজকে তেজিয়ান-অধিকারী-জ্ঞানে মহারম্ভের উদ্যম, অজ্ঞতা, অপরাধ ও আত্মপর-বঞ্চনা, শ্রীচৈতন্য-বিদ্বেষ।

শ্রীচৈতন্যদেব ও নামহট্ট—মূল মহাজন, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, তাঁহার কৃষ্ণসুখানুসন্ধানময়ী দ্রব্য, গুণ, স্থান, কালাদির ব্যবহার এবং তথাকার কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা-মতিরই বিক্রয়-কেন্দ্র। মূল্য—অপ্রাকৃত-লোভ এবং শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা, পরাঙ্গরূপাশরণাগতি। শ্রীলভক্তিবিনোদঠাকুর নিজে দৈন্য করিয়া তাহার 'ঝাড়ুদার' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তথায় অশ্রদ্ধালু, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপগণের প্রবেশাধিকার নাই। ভক্তির দৌরাত্ম্য করিতে সে সকল পূর্ব্বোক্ত আবর্জ্জনা প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা নিজে ও অন্য কেন্দ্রে করাই ঝাড়ুদারের কার্য্য। "প্রতীপ জনেরে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পাড়ে।" ভক্তজীবন পোষণজন্য শুদ্ধভক্তির ক্ষেত্রে আগাছাগুলিকে উৎপাটন-কার্য্যও নামহট্টের ঝাড়ুদারের কৃত্য তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্যাভিলাষঃ—ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের আত্মেন্দ্রিয় তর্পণো-

উদ্দেশ্যে যাবতীয় শাস্ত্রাবিগর্হিত জড় ভোগ চেষ্টা,—ইহা কণ্টক, তৃণ-গুল্মাদি—সাধকের অঙ্গে বাহ্যতঃ বিদ্ধকরিয়া যন্ত্রনা দেয়। শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ড কঙ্কর-সদৃশ ; নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যজ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা, কুটি- নাটী, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা, লাভ-পূজা ও মুক্তি কামনাদির সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ—শ্রীমন্মহা-প্রভুর নামহট্ট-সেবা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তীর্থপর্য্যটনে যে কত বড় জগন্মঙ্গলময় কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, তাহা—(১) গয়া-যাত্রাকালে অসুস্থ-লীলাভিনয়ের দ্বারা দৈব-বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষণার্থে 'বিপ্রপাদোদক-পানে' জ্বরনিরাময়লীলায় প্রকাশ করেন। সেই বিপ্রগণ 'কণিষ্ঠ-ভাগবত'; জন্মগত বিপ্র নহেন। তদ্দ্বারা দেহরোগ নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। পরে গয়ায় শ্রীগদাধর-পাদপদ্ম দর্শনে 'জড়' কর্ম্মকাণ্ডের নিরাশ-রূপ শ্রাদ্ধকৃত্য সমাপনান্তে জীবের মন্ত্রগ্রহণ-রূপ মানসিক শুদ্ধির জন্য মন্ত্র-গ্রহণের ; ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের দর্শন ও কৃত্য শিক্ষা দেন—"প্রভু বলে,—গয়া-যাত্রা সফল আমার। যতক্ষণে দেখি-লাঙ চরণ তোমার।। তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃ-গণ। সেও,—যা'রে পিণ্ড দেয়. তরে সেই জন।। তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ। সেই ক্ষণে সর্ব্ববন্ধ পায় বিমোচন॥ অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান। তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান।। (চৈঃ ভাঃ)। এ সম্বন্ধে ভাঃ ১।১৩।১০ শ্লোকে—"ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং

প্রভো। তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।” অর্থাৎ—“আপনাদিগের তীর্থাটন তীর্থানুগ্রহার্থ ; যেহেতু মলিনজন-সম্পর্কে তীর্থ-সকল অতীর্থ হইয়া যায়। সাধুগণ স্বীয় অন্তঃকরণস্থিত গদাধারী ভগবানের প্রবিত্রতা-বলে পাপীদিগের পাপমলিন তীর্থ সকলকে পুনরায় পবিত্র করেন।” এবং ভাঃ ১।২।১৬ শ্লোকে—“শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবণাৎ॥” অর্থাৎ—“বিষ্ণুতীর্থের পরিক্রমাদি সেবা, অথবা সদ্‌গুরু-সেবাফলে এবং সজ্জন কৃষ্ণভক্ত-সেবা-দ্বারাই সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু ব্যক্তির ও ভগবৎকথা শ্রবণে অভিলাষিজনগণের শ্রীহরিকথায় রুচি জন্মিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ-লীলায় পুরুষোত্তম আসিবার কালে এক এক স্থান অতিক্রম করিয়া ভজন-পথে অভিসারের এক একটি সোপান প্রদর্শন করিয়া-ছেন। তিনি ছত্রভোগ, পিছিল্‌দা প্রভৃতি স্থানে কর্ম্ম-কাণ্ডীয় ব্যক্তিগণের মঙ্গলোদয় করাইয়াছেন। বৈতরণী-তীরে নাভিগয়ায় কর্ম্মকাণ্ড নিরাস করিয়াছেন। কটকে সাক্ষিগোপালের সমক্ষে সাক্ষিস্বরূপ পরমেশ্বরের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। ভুবনেশ্বরে ভুবননাথে নির্ব্বিশেষ-ধারণা ও সৎসঙ্গে সঙ্কর্ষণ-স্বরূপ অনন্ত-বাসুদেবের সেবক বৈষ্ণব-রাজ দ্বারপাল শম্ভু ও সৎসঙ্গে গোপীশ্বর গোপালিনী-শক্তির মহিমা জানাইয়াছেন। জগন্নাথে কমললোচন

নির্গুণ চেতা-স্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব ও পুরুষোত্তমবাদের মহিমা ঘোষনা করিয়াছেন। আলালনাথে ঐশ্বর্য্যপরায়ণ জনগণের জন্য চতুর্ভুজ ও রূপানুগজনগণের জন্য আলালনাথেই গৌড়ীয়া-নাথ ও গোপীনাথ-দর্শন করাইয়াছেন। পুরুষোত্তমেও পাঁচমিশালী দলের সহিত যে-সকল রূপানুগগণ মিশিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা "বংশীবটতটস্থিত বেণুবাদনপর গোপীচিত্তহারী গোপীনাথের সেবা-লাভের জন্য গৌরশক্তি শ্রীগদাধরের প্রাণধন টোটা-গোপীনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।" দক্ষিণভ্রমণে মাত্র কালাকৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া যাইয়াও তাহাকে ভট্টথারির কবল হইতে উদ্ধার করিবার লীলা প্রকাশে 'তীর্থ যাত্রার কুফলত্বও' প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বয়ংভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিয়াও তীর্থ-দর্শন-পিপাসা তদপেক্ষা অধিক থাকায় তাহার ভট্টথারির কবলিত হওয়ার কারণ হইয়াছিল।

বৃন্দাবন-গমণেও মহৎ-কৃপা লক্ষ্য করিয়াই স্থাবর জঙ্গমকেও প্রেমে মত্ত করিলেন। কিন্তু ভক্ত-সেবা অপেক্ষাও ভগবানের সেবার মাহাত্ম্যাধিক বিচারপ্রবলপর শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যেরও সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবানের সেবা দ্বারা তুষ্টি বিধান করিয়াও কালীয়দহে কৃষ্ণদর্শণের দুরাশার অভিনয় দেখাই-লেন। রূপানুগগণের বৃন্দাবন গমন—"একাকী যাইবে কিম্বা সঙ্গে একজন" বিচারই প্রবল ও সুষ্ঠু। "গৌর আমার, যে সব স্থানে করল ভ্রমন রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরিব আমি, প্রণয়ি-ভকত সঙ্গে॥"—বিচারে প্রণয়িভক্তগণ বহুজন-সঙ্গে

পরিক্রমা-দ্বারা অদ্ভুতবীর্য্য—সাধুসঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তি-সেবনরূপা ভক্ত্যঙ্গ-সহকারে অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তীর্থ-ভ্রমণ ব্যবসায়ী-গণের মধ্যে কি 'প্রণয়ীভক্ত' একজনও আছেন? অর্থলোভে, জন ও প্রতিষ্ঠাশায় তীর্থ ব্যবসায়ীর কি কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান স্পৃহার আবেশে কৃত হইতেছে?

শ্রীবিগ্রহ-দর্শন সম্বন্ধেও সাধুসঙ্গ ব্যতীত, সাধুর ও তীর্থের সুষ্ঠু-দর্শন হয় না। ইহা শ্রীরাধাঠাকুরাণীর অবতার শ্রীগদাধর প্রভুর শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-দর্শন ও আলাপন আলোচ্য। এবং মহারাজ প্রতাপরুদ্রেরও ভক্তসেবা অপেক্ষা শ্রীজগন্নাথের সুষ্ঠু সেবা করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিষয়ী' বলিয়া উক্তি ও দর্শন দেন নাই। পরে যখন গৌরভক্তগণের সুষ্ঠু সেবা করিলেন, তখনই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভের যোগ্য হইলেন।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-স্পৃহা-শূণ্য, নিজেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ঘৃণিত কামীগণ ধন-জন-প্রতিষ্ঠাশায় পূর্ণ হৃদয়ে ধৃষ্টা শ্বপচরমণী তৎ-উপপতি প্রতিষ্ঠাশা কাপট্য নাট্যকারীর—মহাশক্তিধর গৌর-শক্তি-সমন্বিত মহদ্‌গণের অনুকরণকারী ক্ষুদ্র জীবের লোক বঞ্চনার্থ কৃত্য-সমূহ যথা—গেষ্ট-হাউস, নগর-সঙ্কীর্তন, পরিক্রমা-প্রচার, সভাসমিতির ব্যবস্থা, মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ, পদ-যাত্রা, তীর্থ-ব্যবসায়, শ্রীধামে জমি-সংগ্রহ, সম্পত্তি-সংগ্রহ, প্রসাদ-বিক্রয়, হোটেল, কৃষি, অনুপযুক্তকে দীক্ষা-হরিনাম-প্রদান, "আমি বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসীর যোগ্যতা লাভ করিয়াছি"—এই

অভিমানী পতিত ও নরকের যাত্রীকে জড়ীয় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ও ঘৃণিত কুটনীতি অবলম্বনে পাষণ্ড দলবৃদ্ধির জন্য সন্ন্যাস-প্রদান-করা ; শ্রীগুরু-বিদ্বেষ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরোধ এবং জগজ্জঞ্জালময় কার্য্য। তাহার প্রতিবাদ ও প্রতীকার শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যতিরেক-সেবা। উক্ত কার্য্যাদি ধন-জন-প্রতিষ্ঠাকামী শূকরী-বিষ্ঠা-ভোজীর উক্ত কার্য্যের সহায়ক-উপায়-পন্থার প্রকার-বিশেষ ॥

কেহ বা যোগ-মার্গের বিভূতি লাভ করিয়া তদ্দারা লোকাকর্ষণ করিয়া নিজে কপট-বৈষ্ণব সাজিয়া বহু হতভাগা-লোককে বঞ্চনা করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এবং আধুনিক ভোগপ্রবণতায় কপট-বৈরাগ্য ও স্ত্রী-ধনে লুব্ধ করিয়া ভট্টথারির দল পুষ্ট করিতেছেন। কেহ বা সুন্দর যুবক ব্রহ্মচারীগণ-দ্বারা যুবতী শিক্ষিতা-ভিমানী, অর্থশালী যুবতীগণকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বহু অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিতেছেন ; কেহ বা পাপী ধনীগণের পাপের দ্বারা অর্জ্জিত ধনের পাপ-লাঘবার্থে-প্রদত্ত অর্থের দ্বারা মন্দির-নাট্য-মন্দির নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে মামলা-মোকদ্দমা, জয়ার্থে নিযুক্ত ; গেষ্ট-হাউস, ধর্ম্মশালাদি প্রস্তুত করিয়া, হোটেল খুলিয়া, শ্রীধামে বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিতেছেন। কেহ বা অপ্রাকৃত শ্রীনামের দ্বারা প্রাকৃত মামলা-জয়, রোগ-নিরাময়, ধন-জন-বৃদ্ধি ও নিজসুখ-

সাধনের উপায়-স্বরূপে মন্ত্রাদি দ্বারা ধন, জন ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতেছেন। এমন কি ধন-জন-প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছায় অপ্রাকৃত নামকে অশ্বত্থ-পত্রে লিখিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া অনাবৃষ্টি-নিবারণ,-মহামারী-নিবারণাদি-দ্বারা অজ্ঞ, অপরাধী বহু জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। আচার্য্যের আসনে বসিয়া কিছু জাড়ীয় বিদ্যা, বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা-দ্বারা জগতের যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল অচিকিৎস্য অপসম্প্রদায় আচার্য্যাভিমানী বঞ্চকগণের হস্ত হইতে লোককে রক্ষা করাই শ্রীগৌরহরির প্রকৃষ্ট সেবা। কেহ বা অন্তরে অন্যাভিলাষ লইয়া জড়বস্তুর আকাঙ্ক্ষায় কপটতা করিয়া গুরু-সেবার ছলনা করিয়া গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি ও অসূয়া করিয়া বঞ্চিত হইতেছে। তাহাদেরও মঙ্গল লাভের যত্ন করা আবশ্যক। কেহ বা জড় প্রতিষ্ঠাশায় ট্যাবলেট লাগাইয়া নিজের নাম-জাহির করিবার উদ্দেশ্যে গৌণীভক্তিরও সামান্য প্রকাশ-ময় বাহ্য-অঙ্গ সাধন করিতে যাইয়া প্রতিষ্ঠাশারূপ মল-দূষিত মন্দির, সমাধি-মন্দির, ধর্ম্মশালা, গেষ্ট-হাউস ইত্যাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রবল উৎসাহান্বিত হইয়া কাপট্য আশ্রয়ে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া—"আমরা ইট-কাঠ-পাথরের মিস্ত্রী হ'তে আসি নাই, চৈতন্যবাণীর পিয়নের কার্য্যই আমাদের কর্ত্তব্য" শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বাণীর বিরুদ্ধ আচরণই শুদ্ধাভক্তি বলিয়া চালাইবার প্রবল উদ্যম ও উৎসাহ সহকারে করিতে যাইয়া প্রতিষ্ঠাশা শূকরের বিষ্ঠা ভোজন লোলুপতাই

বৃদ্ধি করিতেছে, এবং কাপট্য আশ্রয়ে পাল্লাদিয়া মহতের শুদ্ধাভক্তি-সাধক চৈতন্যবাণী প্রচারের সহায়করূপে শ্রীমন্দির, সেবকাবাস ইত্যাদির পরিবর্ত্তে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধ আচরণই শুদ্ধভক্তি বলিয়া প্রচারের প্রবল উদ্যম করিতে দেখা যাইতেছে ; তাহাতে শ্রীবিগ্রহ-ব্যবসায় ও ধামাপরাধময়ী কার্য্যই হইয়া যাইতেছে।

উক্ত ধর্ম্মধ্বজীগণের অচিকিৎস্য-অপসম্প্রদায়ী-জ্ঞানে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করাও মহা-অপরাধ। তাহারা নিজে ক্ষুদ্র জীব হইয়া মহতের অনুকরণকারী, মহা-অপরাধী। তাহারা বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া অনন্ত কালের জন্য নরকগমনের পথে সদলে যাইবেই। মহাপ্রভুর বর-দান-কালে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনা যে—"সেই সব বৈষ্ণব-নিন্দুক অপরাধী যেন গৌর কৃপা লাভ করিতে না পারে, এবং শ্রীচৈতন্যের মুখাগ্নিতে দগ্ধ হয়।"

এ সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের উপদেশ :—বৈষ্ণব কে ? দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব ? প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে, তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব'॥ জড়ের-প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা, জান না কি তাহা মায়ার বৈভব। কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী, ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব॥ তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ 'মাধব'। কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক—কেবল 'যাদব'॥ প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু, না পেল 'রাবণ' যুঝিয়া

'রাঘব'। বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥ হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশাক্লেশ, কর কেন তবে তাহার গৌরব। বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে, তা'ত, কভু নহে 'অনিত্য-বৈভব'॥ সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ, তাহা কভু নয় 'জড়ের-কৈতব'। প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালি, নির্জ্জনতা-জালি, উভয়ে জানিহ মায়িক গৌরব॥ কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,—কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব। মাধবেন্দ্র পুরী, ভাব ঘরে চুরি, না করিল কভু সদাই জানব॥ তোমার প্রতিষ্ঠা,---'শূকরের বিষ্ঠা, তার সহ সম কভু না মান'ব। মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে, মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তন-সৌষ্ঠব॥ তাই দুষ্ট মন, 'নির্জ্জন-ভজন,' প্রচারিছ ছলে 'কুযোগি-বৈভব'। প্রভু-সনাতনে, পরম যতনে, শিক্ষা দিলা যাহা, চিন্ত সেই সব॥ সেই দু'টী কথা, ভুল'না সর্ব্বথা, উচ্চৈঃস্বরে কর 'হরিনাম-রব'। 'ফল্গু', আর 'যুক্ত' বদ্ধ, আর মুক্ত, কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব॥ 'কনক-কামিনী,' 'প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী',—ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব। সেই 'অনাসক্ত,' সেই 'শুদ্ধ-ভক্ত;' সংসার তথায় পায় পরাভব॥ "যথাযোগ্য ( )" নাহি তথা রোগ, 'অনাসক্ত' সেই কি আর কহব। 'আসক্তি-রহিত,' 'সম্বন্ধ-সহিত,' বিষয়-সমূহ সকলি 'মাধব'॥ সে 'যুক্তবৈরাগ্য,' তাহা ত' 'সৌভাগ্য,' তাহাই জড়েতে হরির বৈভব। কীর্ত্তনে যাহার, 'প্রতিষ্ঠা-সম্ভার' তাহার সম্পত্তি কেবল 'কৈতব'॥ 'বিষয়-মুমুক্ষু,'

ভোগের বুভুক্ষু,' দু'য়ে ত্যজ মন দুই—'অবৈষ্ণব'। 'কৃষ্ণের সম্বন্ধ,' 'অপ্রাকৃত-স্কন্ধ,' কভু নহে তাহা, জড়ের সম্ভব॥ 'মায়াবাদী জন,' কৃষ্ণেতর মন, 'মুক্ত' অভিমানে, সে নিন্দে বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ, কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব॥ যে 'ফল্গু-বৈরাগী, কহে,' নিজে, 'ত্যাগী', সে না পারে কভু হইতে 'বৈষ্ণব'। হরিপদ ছাড়ি,' নির্জ্জনতা বাড়ী, লভিয়া কি ফল 'ফল্গু' সে বৈভব॥ রাধা-দাস্যে রহি,' ছাড়ি' ভোগ-অহি, 'প্রতিষ্ঠাশা' নহে 'কীর্ত্তন-গৌরব'। রাধা নিত্যজন,' তাহা ছাড়ি মন, কেন বা নির্জ্জন-ভজন-কৈতব॥ ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তাঁ'রা নহে 'শব'। প্রাণ আছে তাঁ'র, সে হেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠাশা-হীন 'কৃষ্ণগাথা' সব॥ শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম রব'। কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

কেহ বা নিত্যসিদ্ধ রূপানুগ জগদ্গুরু স্বরূপসিদ্ধ-ভক্ত, অসংখ্য সদ্গুণৈকনিলয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যগুণ— যাহা সর্ব্বগুণের অঙ্গীরূপে জগন্মঙ্গলময় প্রেম-প্রদানের হেতুরূপে বিরাজিত, সেই গুণবান্;—"যাঁহাদের কৃপাই একমাত্র জীবের প্রেমলাভ সম্ভবপর হয়; তাঁহাদিগকে বৈধী কারাগারে বন্দী করিয়া কংসের কারাগারে রুদ্ধ করিবার বিচারে অর্ভক-চেষ্টা ও উন্মাদের প্রলাপে অপরাধ সঞ্চয় করিতে ক্ষুদ্র জীব মহান্ত-জগদ্গুরুর মঙ্গলময় "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি-ধারীর" আচরণে —যাহা ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও অগম্য-বিষয়, তাহাতে দোষ-

দর্শন ও অসূয়া প্রকাশ করিয়া অনন্ত কালের জন্য নরক-গমনের উপায় সুলভ করিতেছেন।

উক্ত সুযুক্তিপূর্ণ মহামূল্যবান্ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সমন্বিত শ্রীগৌর কৃষ্ণ-পার্ষদ প্রবরগণের মঙ্গলময় উপদেশসমূহ নিজ-পর মঙ্গলোপায় জানিয়া এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দোহাই দিয়া যে সকল অপসম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রচার দ্বারা নিজ-পর অমঙ্গল সাধন করিতেছে তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ-পূর্ব্বক 'সেই সকল অপসিদ্ধান্ত ও কুবিচারের হস্ত হইতে নিজে ও নিষ্কপট সরল লোকদিগকে সুপথের সন্ধান দিলে স্ব-পর মঙ্গলময় কার্য্যে শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌর-ভক্তগণের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই লাভ হইবেই। ইহাই পঞ্চশত বার্ষিক পূর্ত্তি-সেবা। তাহা শুধু এই কয়দিনের জন্য অনুষ্ঠিত মাত্র নহে, পরন্তু নিত্যকাল নিত্যমঙ্গল-ময় কৃত্য। তাহাতে হতাশার বা বিরুদ্ধ-ব্যক্তির কৃত ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই; কারণ—শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহার পার্ষদবৃন্দ ও মহাজনের পাদত্রাণ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের অপ্রাকৃত বাণী-সম্পদের বাহক-সূত্রেই আমাদের সেবা। কোন প্রকার অন্যাভিলাষ ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভাশা প্রবেশ করিলেই ভয়ের সম্ভাবনা থাকে। "নাহি কাহাঁ অনুরোধ, নাহি কাহঁা সবিরোধ, সহজ বস্তু করি বিবরণ।" আচার্য্যকেশরীগণের, ও শ্রীগৌরসুন্দরের সিংহবীর্য্য, সিংহগ্রীব, সিংহের হুঙ্কারে' ফেরুর ভিত্তিহীন, ভেকের কোলা-হল, ছুঁচার কিচকিচনীরূপ-কীর্ত্তন-প্রচেষ্টা এবং শত্রুতা-

ব্যবহার, লোকবল, অর্থবলাদি সকলই কোথায় পলায়ন করিবে—'সূর্য্যের প্রকাশে, অন্ধকারের ন্যায়।' অতএব মহাজন-বাক্যে তাহার প্রতিকার ও মহাভরসার বাণী আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত, উৎসাহিত ও রক্ষা করিবেনই। সুদর্শন চক্র গৌর-পদাশ্রিতগণকে সর্ব্বদাই রক্ষা ও পালন করিতেছেন। "সহায়ো মে মাত্রং বিতথদলনী বৈষ্ণবকৃপা"। বহির্ম্মুখ দুষ্ট মানবগণ নিজে ভোক্তা, ও কর্ত্তা অভিমানে, নদীর জল, গাছের ফল, আকাশ, বাতাস, জগতের সমস্ত বস্তু, জীব, দেব, তথা ভগবান্‌কেও ভোগ করিতে প্রয়াসী। তাহাদের পূজার ছলনা, তপস্যাদি ও সর্ব্বপ্রযত্নই 'সকলকেই নিজের ভোগের সরবরাহ-কারী ভৃত্যরূপে ব্যবহার;' এতদ্দ্বারা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলা কাম —সর্ব্বক্ষণ অসংখ্য দুঃখের জন্মদাতা হইয়া অশেষ ক্লেশাকর হইয়া দুঃখ প্রদান করে। আর ভক্তগণ ঠিক তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবে নিজে সেবকাভিমানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা-মূলা—সেবার জন্য অনুকূলভাবে দ্রব্য, জাতি, কালাদি সর্ব্ব-বস্তুকে ভগবৎ-সেবোকরণ জানিয়া গ্রহণ ও তদ্বিরোধী দ্রব্য, জাতি, কালাদিকে বর্জ্জন করিয়া প্রেমধন পর্য্যন্ত লাভে মহা-কৃতার্থ ও পরমানন্দ লাভ করেন। উভয়ের বাহ্য-চেষ্টাতে কিছু কিছু সামঞ্জস্য থাকিলেও উভয়ের বৃত্তি, গতি ও প্রাপ্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। নিষ্কপট ও নির্ম্মৎসর হইলে উক্ত মহাজন-বাণীর মাহাত্ম্য ও মঙ্গলময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইবেন।

মহাজন বাণী :—শ্রীধামে সর্ব্বত্রই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয় বলিয়া ভক্তগণের পরমাদরের ক্ষেত্র। যেখানে হরিকথা নাই, সে স্থল যতই আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহুভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশী স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে। যে-খানেই থাকুন, ভগবৎ-কথা আপনাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। সাংসারিক সকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায়ই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত। ভগবানের কথা, শ্রীমন্মহা-প্রভুর কথা, ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র, সাধারণ সংসারের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হৃদয়ে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে। যাঁহারা পারত্রিক-মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা-বিশিষ্ট, "গ্রন্থরূপে ভগবান্ তাঁহার কথা-সকল তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত করেন।" শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-

দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥” আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাত-প্রতীতি কমিয়া যায়। “অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥” তাদৃশ-ভাগ্য কবে উদয় হইবে,—যেদিন আমরা সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগমনে এবং তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপথের যাত্রী হইব! ভগবানের পরীক্ষার স্থল—এই সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়, সেই কীর্ত্তন গ্রন্থ-মুখে-শুনিলে আর কোন অভাবের মধ্যে অবস্থিতি মনে করা, উচিত নহে। হিরণ্যকশিপু একদিন শতবৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াও “ভূমণ্ডলে ভগবান্ নাই”—স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদের সহিত নানা বিরুদ্ধ যুক্তি ও চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর এবং সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না। মধ্যবর্ত্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়-ভোগে ব্যস্ত হই। হরি সেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখ-ভোগ বর্ত্তমান ; হরি সেবায় নিত্যাভক্তি

ভগবানের আনন্দ বিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরু-রূপে কৃপাপূর্ব্বক জীবের নয়ন পথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্ব্ব-দাই শিষ্যের নিয়ামকরূপে অবস্থান করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, শোধন করেন। তিনি মূকে কবিত্ব শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন, পতিতকে উদ্ধার করিতে পারেন। কিন্তু কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া আনুগত্যের অভিনয়কারীর শ্রীগৌর-সুন্দর বা গুরুর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই।

শ্রীভগবান্ কেন মাধ্যমিক হইয়া গ্রাহ্য হ'ন, আবার কেনই বা অতি সূক্ষ্ম বা অতিবৃহৎ বিচারে গ্রহনীয় নহেন? এই সকল বৈঠক-বিচার Theory of adjustment গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। True adjustment-ই ভগবদ্ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত আমাদের বৃত্তির Proper adjustment যত পরিমানে সাধিত হইবে, তত পরিমানেই শুদ্ধভক্তি-বৃত্তি প্রকাশিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যদি অনুকূল হন্, আর আমরা যদি প্রতিকূলতাকে বর্জ্জন করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করিতে পারি, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন। আর যদি প্রতিকূল-বিচার বরণ করি,—"যেমন চক্ষু, কর্ণ,

নাসিকাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়েই তিনি অগ্রাহ্য—তিনি একটি নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব;" তাহা হইলেই সব ছুটি হইয়া গেল। হৃষিকেশের সেবা, সর্ব্বোত্তম হৃষিকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আবার আধ্যক্ষিকগণ অধোক্ষজ বস্তুকে দর্শন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহীত পদার্থ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। ভগবান্ খণ্ডিত বস্তু নহেন, বলিয়া প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি-দ্বারা তাঁহার অনুশীলন সম্ভব হয় না। সেব্য শ্রীকৃষ্ণ ও সেবক ভক্তের মধ্যে কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্পৃহা ব্যতীত অন্য আবরণ আসিলে অনুকূল অনুশীলন হইল না। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাকে, কৃষ্ণানুশীলন বলিয়া চালাইলে সর্ব্বনাশ হইবে। যাহার যতটা Adjustment শুদ্ধ হইয়াছে তিনি তত শুদ্ধভক্ত। শুধু সেব্যের আনন্দ-বিধানের জন্যই সেবা।

অনুকূল অনুশীলনের তারতম্য অনুসারে ভক্তির শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার। পঞ্চোপাসকের উপাসনার ছলনায় উপাস্যবস্তুর-দ্বারা নিজ-স্বার্থ-সিদ্ধির কপটতাময়ী অবৈধ অনুশীলন—ভক্তির বিরোধী। সাত্ত্বিক-গুণে বিষ্ণুর উপাসনাও অভক্তি। কুণ্ঠধর্ম্ম ও বৈকুণ্ঠধর্ম্ম এক নহে। দেবতাগণের সাত্ত্বিক বৃত্তির উপাসনাও শুদ্ধভক্তি নহে। বৈকুণ্ঠের নিম্নদেশে ভক্তির প্রকাশ নাই। একল-বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতা-রাম ও রুক্মিণী-রমণের উপাসনাতেও সুষ্ঠু অনুকূল অনুশীলন হয় না। দ্বারকার পার্ষদ, সখ্য-বাৎসল্য-রসের সেবক শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের সত্যধর্ম্মও কৃষ্ণের অনুকূল

অনুশীলন না হওয়ায় নরক-দর্শনের হেতু হইয়াছিল। তদপেক্ষা দ্বারকার মহিষীগণের সমঞ্জসা রতিও সম্পূ[illegible] অনুকূল অনুশীলন হয় নাই। একমাত্র ব্রজদেবীগণে[illegible] সমর্থা-রতিতে অনুশীলনই অনুকূল—পূর্ণ ও শুদ্ধ। সর্ব্ব[illegible] পেক্ষা শ্রীরাধাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব[illegible] শুদ্ধ অনুশীলনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুকূলা। তাহাই শ্রীমন্মহ[illegible] প্রভু এ জগতে বিতরণ করিতে আসিয়াছিলেন। অতএব, সেই মহারত্ন-শিরোমণি মহাভাবের আবেশ গ্রহণার্থে[illegible] সর্ব্বতোভাবে চেষ্টাই পঞ্চশতবর্ষ-পূর্ত্তিতে আলোচ্য হউক।

অতএব হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা উক্ত অপরা[illegible] সকলের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সুবুদ্ধি-লাভ করিতে[illegible] যত্ন করুন। সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আত্ম-পর বঞ্চনা করিয়া অনন্ত কালের জন্য নরক গুল্‌জার করিয়া অনিবার্য্য মহাকষ্ট-ভোগের হস্ত হইতে নিস্তারের চেষ্টা করিয়া নিজের ও সমাজের লোকের মহাসর্ব্বনাশের হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়া মঙ্গল লাভের যত্ন করুন!—ইহাই সাক[illegible] প্রার্থনা। অতএব—"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বহায় দূরাদ্-গৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম্ ॥" এই সকল মহাজনগণের প্রকাশিত সিদ্ধান্ত রত্নসমূহ ভজন-সন্দর্ভ, শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও সমাধান সম্পদ, শ্রীশ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুতচমৎকারী ভৌমলীলামৃত, স্ফোটবাদ-বিচার, মায়াবাদ শোধন, অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ ইত্যাদি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতি—গ্রন্থ সমাপ্ত।

মুদ্রাকর-প্রমাদ-শোধন

পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	কনকক	কনক
৯	কৃষ্ণাবলে	কৃপাবলে
৩	হইয়ছে	হইয়াছে
০	বাঞ্ছামূলাপ্রীতি	প্রীতিবাঞ্ছামূলা
০	আচায্য	আচায্যা
৫	ংয	যে
১০	প্রকৃত	প্রাকৃত
৩	গহনের	গণের
৮	জনধো	জনধৌ
২৩	আচার্য্য	অর্থাৎ
১৬	কলতে	কলয়ে
১৬	সৃতং	দূতং
১৩	শিষ্যনু	শিষ্যানু
১২	কষ্ঠাগত	কণ্ঠাগত
৪	সাংসচর্ম্ম	মাংসচর্ম্ম
১০	প্রপ্ত	প্রাপ্ত
১২	রসাধিকা	রসাধিকার
৩	সমজের	সমাজের
২	আদর্শনীয়	অদর্শনীয়
১৬	প্রকৃত	প্রাকৃত
১১	প্রসত্ত	প্রমত্ত
১৯	সহর্য্যা	সাহায্য
২৩	সত্ত্ব	সত্ত্ব
৫	নিন্দাইও	নিন্দাই
১	সাহস,	মদ্য ও মাংস
২২	দ্বার	দ্বারা
১৯	অদ্বৈতাযোর	অদ্বৈতাচার্য্যের
৯	:—	নামহট্টের
১৯	মোকর্দ্দমা	মোকর্দ্দামা